Sahitya Akademi, 1960

প্রধান পরিবেষক:
জিজ্ঞাসা
১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১২

নিম্নের ঠিকানাতেও পাওয়া যায়:
সাহিত্য অকাদেমী
(১) রবীন্দ্র ভবন, ফিরোজ শাহ্ রোড, নিউ দিল্লী-১
(২) ব্লক ৫বি, রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩] শ্রীসুরেশ চন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত।

গ্রন্থটি ইউনেস্কোর সহায়তায় প্রকাশ করা হইল। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের পারস্পরিক সপ্রশংস-গ্রহণেচ্ছা পরিবর্ধনের জন্য ইউনেস্কোর যে সুবৃহৎ পরিকল্পনা আছে এই গ্রন্থ-প্রকাশ তাহারই অন্তর্গত।

মলিয়ের-এর নাটক

মলিয়ের-এর জীবনকাল ১৬২২ হ'তে ১৬৭৩ পর্যন্ত; তাঁর প্রকৃত নাম ছিল পকল্যাঁ। ফরাসী নাটকের প্রসঙ্গে যে-দুটি নাট্যকারের নাম একত্রে সর্বাগ্রে মনে আসে, যাঁদের স্থান সর্বোচ্চে সেই নাটকে, মলিয়ের সেই দুজনের একজন। তাঁদের দুজনের মধ্যে থেকে যদি একজনকে বেছে নিতে হয় তো সে-পছন্দ বা বেছে-নেওয়া হবে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, হয়তো খানিকটা জাতি-গতও — যেমন ধরুন, ইংরেজরা রাসিনকে কখনো পছন্দ করেনি, কিন্তু সব সময় ভালোবেসেছে মলিয়েরকে। সাহিত্যে ফরাসী প্রতিভার প্রতিভূই শুধু নন মলিয়ের, তিনি এসেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে — যে-শতাব্দীটি ফ্রান্সের সমগ্র ইতিহাসে একক ও অতি বিশিষ্টভাবে ফরাসী তার দানে-অবদানে, ও যে-শতাব্দীটিকে পরবর্তী ইতিহাস আখ্যা দিয়েছে মহৎ শতাব্দী ব'লে।

অবশ্য এটুকু বললেই সব বলা হবে না। আজ পর্যন্ত এমন কয়েকজন মহান লেখক জন্মেছেন যাঁরা তাঁদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের নিজের-নিজের দেশটির প্রতীক হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। শেক্সপীয়র যেভাবে প্রতীক হয়েছেন ইংলণ্ডের, বা গ্যেতে জার্মানির, বা দান্তে ইতালীর। মলিয়ের-এর প্রতিভা ছিল অতি যথার্থভাবে ফরাসীই, সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর মধ্য দিয়ে সেই প্রতিভার একটি দিকেরই প্রকাশ ঘটেছিল। সেই মহৎ শতাব্দীতে একই সঙ্গে এসেছিলেন রাসিন, যিনি মলিয়ের-এর মতই অতি বিশেষভাবে ফরাসী হ'য়েও প্রকৃতিতে মলিয়ের-এর একেবারে উল্টো ছিলেন। এই দুজনে পরস্পর পরস্পরকে পূর্ণ করেছিলেন — তাঁদের একজন ট্রাজিক, ক্লাসিকাল ও গম্ভীর; অন্যজন রসিক, রোমাণ্টিক ও এমনকি লঘুচেতাও। এই দুজনের এই যে-দুটি বিপরীতধর্মী স্রোত, তা আবার এক বৃহত্তর অর্থে ফরাসী সাহিত্যে ব'য়ে এসেছে সমান্তরালভাবে। তাই মলিয়ের শেক্সপীয়রের মত ট্রাজেডি ও কমেডি, এ-দুই-ই রচনা করেননি। এই দুই বিভিন্ন ধরনের নাটক যেন মলিয়ের ও রাসিন তাঁদের দুজনের মধ্যে পরিষ্কার ক'রে ভাগাভাগি ক'রে নিয়েছেন ফ্রান্সের সপ্তদশ শতাব্দীতে।

অবশ্য মলিয়ের-ও গম্ভীর হ'তে জানেন, কখনো-কখনো তাঁর সেই গাম্ভীর্য এমন বিষণ্ণতায় সমৃদ্ধ যে তা' আমাদের মনে করিয়ে দেয় অশ্রুর কত কাছে কখনো-কখনো আসতে পারে হাসি। স-ইনবার্ন লিখেছিলেন : মলিয়ের,

করুণ মলিয়ের! মনে হয় যেন কখনো-কখনো তিনি পাসকাল-এর মত অনুভব করেছিলেন যে "বাকী সমস্ত অংশে কমেডি যত মধুরই হোক না, শেষ অঙ্কটিকে হ'তেই হবে ট্রাজিক।" তাঁর যে-বিখ্যাত প্রতিকৃতিটি আজ শাঁতিঈ-তে রক্ষিত ও যেটি এঁকেছিলেন মিইনার, তাতে তাঁর মুখটি হাসিয়ে ভাঁড়ের মত কিছুতেই নয়; বরং তাতে অঙ্কিত একটি চিন্তার শ্রী, ও তাঁর চোখ দুটি ভাস্কর একটি নামহারা বিস্ময়ে ও একটি নিবিষ্ট তৃষ্ণায়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনটিও ভারাক্রান্ত ছিল নানান দুঃখ ও যন্ত্রণায় — কখনো প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকারদের হিংসা ও ছলচাতুরী, কখনো শারীরিক অসুস্থতা ও বাস্তবের সঙ্গে সংগ্রাম, কখনো বা হয়তো তাঁর বিবাহজনিত অন্তত সাময়িক অশান্তি, এই সমস্ততেই পূর্ণ ছিল সে-জীবন। তাই দেখি 'ল্য মিজাঁন্ত্রপ' নামে যে-অতি বিখ্যাত তাঁর কমেডিটি, তাতে ট্রাজেডির স্বর ধ্বনিত হয়েছে বহুবার।

কিন্তু তাঁর স্বাভাবিক অবস্থায় যে-ভাবটি সর্বপ্রধান, সেটি হাস্যোন্মত্ততা ও স্ফূর্তির—তা' আমোদের চেতনায় উদ্দীপ্ত ও প্রায়শই ভাঁড়ামি করতে পারার আনন্দে পূর্ণ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কী ঘটতে পারে আর না পারে, তা' নিয়ে কোনো অসম্ভব কল্পনাতেও নিজেকে মাতাতে তিনি ভয় পাননি। তাঁর রসের ভাণ্ডারটি তার ব্যাপ্তিতে ছিল অতি বিস্তৃত, ও তারই মাধ্যমে তিনি প্রকাশ করছেন সেই আশ্চর্য মহিমা ও গভীরতা যা' দেখে একবার প্রখ্যাত সমালোচক বোআলো রাজা চতুর্দশ লুই-কে চমকে দেন এই ব'লে যে মলিয়ের ছিলেন তৎকালীন লেখকদের মধ্যে মহত্তম। তাঁর জীবনকালে ফরাসী আকাদেমী তাঁকে গ্রহণ করেনি — কিন্তু সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত আজ সে করেছে। আকাদেমীর একটি বিশিষ্ট কক্ষে আজ মলিয়ের-এর প্রতিমূর্তি স্থাপিত, ও মূর্তিটির নীচে লেখা আছে: "তাঁর মহিমা চিরকালই স্বয়ংসম্পূর্ণ, শুধু তাঁকে বাদ দিয়ে আমাদেরই মহিমা ছিল অসম্পূর্ণ।"

মলিয়ের-এর নাটকগুলির মধ্যে নতুনভাবে জীবন্ত একটি বহু পুরোনো ঐতিহ্যের ধারা। সে-ধারার উৎস গিয়ে ঠেকে একেবারে নীতিপ্রধান এ্যাটিক কমেডিতে — যে-ধরনের কমেডি লিখেছিলেন মেনানডের — ও যা' আধুনিক কাল পর্যন্ত নেমে এসেছে প্লোতুস ও তেরেন্স প্রমুখ লাতিন নাট্যকারদের রচনার মধ্য দিয়ে। এই ধরনের কমেডির অতি-নিকট পূর্ব-সূরি ছিল ইতালীর "কমেদিয়া দেল' আর্তে" ও তাদৃশ ফরাসী এবং স্প্যানিশ নাটকগুলি। সেই পুরানো নীতিপ্রধান কমেডির মধ্যে মলিয়ের যোগ করলেন একটি বিশিষ্ট ও নূতন মানবতাবোধ ও একটি প্রাকৃত

ভাব — ও তা' করতে গিয়ে নিছক বিদ্রূপাত্মক রচনাতে হাত দিতেও তিনি ভয় পাননি। যেমন বলেছিলেন লা ফ'তেন : "ধারাটি আমরা পালটেছি, জোদলে আর নন হাল ফ্যাশানের। আর প্রকৃতি হ'তে এতটুকু ভিন্ন পথে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই আমাদের।"

নিছক ভাঁড়ামি আর গ্রহণযোগ্য রইল না। মলিয়ের-এর নাটকগুলির মধ্যে প্রতিভাত মনুষ্য-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর এক আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি, তাঁর গভীর মানবতাবোধ ও সত্যের উপর তাঁর একটি সহাস্য দখল। এই গুণ-গুলির জন্যে বিশ্বসাহিত্যে তিনি পেয়েছেন এক চিরস্থায়ী সম্মানের আসন — কৃতিত্বে তিনি সাধারণ মতে তুলনীয় হয়েছেন শেক্সপীয়রের।

'তার্তুফ'কে বলা চলতে পারে সবচেয়ে বিখ্যাত কমেডি সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে ··· এবং অভিনয়ের দিক থেকে, এটি নিশ্চয়ই একটি সফলতম নাটক। গোড়া থেকেই নাটকটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৬৬৪-র ১২ই মে তারিখে এর প্রথম তিনটি অঙ্কের একটি বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় চতুর্দশ লুই-এর উপস্থিতিতে, এবং সেই অভিনয়টি পরে যে-বিতর্কের সূত্রপাত করে, তাও অনেকখানি দায়ী নাটকটির তৎকালীন খ্যাতি বা কুখ্যাতির জন্য। মলিয়ের-এর যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজার কোনো সন্দেহ ছিল না — কিন্তু পাছে ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এই তীব্র শ্লেষাত্মক রচনাটি সেদিনকার ধর্মভাবাপন্নদের ক্ষুণ্ণ করে, এই ভয়ে নাটকটির সর্বসমক্ষে অভিনয় চতুর্দশ লুই নিষিদ্ধ ক'রে দেন। পারী-র আর্চবিশপের অধিনেতৃত্বে ফরাসী পাদ্রীর একটি প্রভাবশালী অংশ নাটকটিকে ধর্মদ্বেষী ব'লে প্রচার করেছিল।

এইরকম ভুল ভাবে বইটির ব্যাখ্যা করায় বিরুদ্ধে মলিয়ের অবশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন জোরের সঙ্গেই, এবং বইটির উপর যে-নিষেধ জারী করা হয়েছিল, তাও তিনি তোলাতে চেয়েছিলেন। রাজাকে এ-বিষয়ে তিনি লেখেন বেশ কয়েকবার, এবং বইটির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি জানিয়ে একটি লম্বা চিঠিও প্রকাশ করেন। তিনি একটি নিবেদন পর্যন্ত পাঠান ফ্রান্সে পোপের প্রতিনিধি কার্ডিনাল চিগির নিকট, ও বইটি সম্বন্ধে কয়েকজন ফরাসী যাজকের অভিমত পাল্টাতেও সক্ষম হন। ইতিমধ্যে রাজার ভাই মঁসিয় ও জেনারেল গ্রাঁ কঁদে-র পৃষ্ঠপোষকতায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয় একবার গুপ্তভাবে। মলিয়েরও নাটকটির নামটি বদলে সর্বসমক্ষে এটিকে একবার অভিনয় করান। এর ফল কিন্তু হয় বিষম। পারী-র পার্লামেণ্ট ও আর্চবিশপ উভয়েই জনসাধারণের প্রতি এই নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে যে এই নাটক পড়বে বা নাটকটির অভিনয় গুপ্তভাবে বা সাধারণসমক্ষে

দেখবে, তারই ধর্মচ্যুত হবার ভয় থাকবে। কিন্তু মলিয়ের-এর প্রচেষ্টা অবশেষে জয়যুক্ত হয় এবং বইটির উপর যে-নিষেধ আইন জারী করা হয়েছিল, তা' পাঁচ বছর পরে ১৬৬৯-র ১৩ই ফেব্রুয়ারী তুলে নেওয়া হয়।

সেদিন হ'তেই নাটকটি ও তার অভিনয়ের ভাবী ইতিহাস পা দিল এক গৌরবমুখরিত যাত্রায়। নিষেধাজ্ঞাটি তুলে নেওয়ার পরেই যে প্রথম অভিনয় হয় সাধারণসমক্ষে, তাতে এক রাত্রিতে মলিয়ের উপায় করেন ২৮৬০ পাউন্ড — একটি রাত্রিতে এত পয়সা তুলতে কোনো নাটকই তখনো পর্যন্ত পারেনি। সেইদিন হ'তে আজ পর্যন্ত কেবলমাত্র কমেদি ফ্রাঁসেজ-এই 'তার্ত্যুফ'-এর প্রায় ২৫০০ বার অভিনয় হয়েছে; এবং নাটকটি চিরকালই ফরাসী রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের আকর্ষণ ক'রে এসেছে।

প্রথম রাত্রির অভিনয়ে নাম-ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দ্যু ক্রোয়াজি, যাঁকে মলিয়ের নিজেই খুঁজে বেছে নেন। উপযোগী যে-মঞ্চব্যবস্থার ঐতিহ্য আজ গ'ড়ে উঠেছে, তারও প্রথম দ্যু ক্রোয়াজি। এই মঞ্চের ভার পরে নিয়েছেন অনেক মহারথীরা, — তাঁদের মধ্যে আধুনিক কালের এ'রাও ছিলেন : সিলভ্যাঁ, ল্যুসিআঁ গিত্রি, লুই জুভে ও ফের্ণাঁ ল্যদু। মারিয়ান্-এর সহচরী দোরিন-এর ভূমিকাটি নিয়েছেন কখনো-কখনো বিখ্যাত কোনো ট্রাজিক অভিনেত্রী, যেমন রাশেল ও ক্লেয়ার। এমন কি, মাদাম দ্য প'পাদুর স্বয়ং সে-ভূমিকাটিতে অবতীর্ণ হন দুটি অপেশাদারী অভিনয়ে। যদিও তার আগেই, নাটকটির প্রথম পেশাদারী অভিনয়ে ভূমিকাটি নেন মলিয়ের-এর শ্যালিকা মাদলেন বেজার।

সাহিত্যের দিক থেকেও 'তার্ত্যুফ'-এর উপর আজ পর্যন্ত এত লেখা ও বলা হয়েছে যে নাটকটির মূল মৌলিক বৈশিষ্ট্যটি যে কী ছিল, তা' জোর ক'রে নিঃসন্দেহে কিছু বলা যেন শক্ত হ'য়ে পড়েছে। তিন শতাব্দী ধ'রে নানা মুনি নানা মত দিয়েছেন ও দিচ্ছেন—যেন প্রতি যুগই নাটকটিকে তার বিশিষ্ট যুগধর্মের আলোকে দেখতে চেয়েছে। নাটকটি নিয়ে এত বিভিন্ন মত জেগেছে যে সম্প্রতি এক সমালোচক একটি পুরো বই-ই সে-বিষয়ে লিখে ফেললেন : "তার্ত্যুফ ও তার অবতারসমূহ।"

নাটকটির গল্পটি হচ্ছে একটি বকধার্মিককে নিয়ে, যে তার বাহ্যিক ধর্ম-ভাবালুতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে প্রথম-প্রথম লোকের চোখে ধূলো দিতে সমর্থ হয়, ও লোকের মাথায় হাতও বুলিয়ে নেয়। যেমন আজকের ভারতবর্ষে, তেমনি সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে, এটি ছিল একটি জীবন্ত বিষয় —কারণ সেই শতাব্দীতে ফ্রান্স চিনেছিল ধর্মভাবের একটি মহাযুগকে, যার সূত্রপাত স্যাঁ ফ্রাঁসোআ দ্য সাল ও স্যাঁ ভ্যাঁসাঁ দ্য পল-এ, এবং যার অবসান

ঘটে মাদাম গিঅ*, পাসকাল ও পর-রোআইআল-এর জাঁসেনিস্টদের মধ্য দিয়ে। এই শতাব্দীতেই এসেছিলেন বস্স্যুএ ও ফেনল*। ধর্ম ছিল তখন একটা প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের বস্তু, তাই লোকের চোখে ধুলো দিতে ভণ্ড-তপস্বীদেরও বেগ পেতে হত না। এবং ভণ্ডতপস্বীদের সংখ্যা ছিল প্রচুর। নাটকটির প্রথম মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকায় মলিয়ের লেখেন :

"এই প্রহসনটি নিয়ে চেঁচামেচি বহু হয়েছে, এবং অনেক নির্যাতনও একে সহ্য করতে হয়েছে। যে-ধরনের লোকদের এখানে চিত্রিত করা হয়েছে, তাঁরা দেখিয়েছেন যে ফ্রান্সে তাঁদের ক্ষমতা কত প্রচণ্ড—এত ক্ষমতা আমার সৃষ্ট কোনো চরিত্রই আজ পর্যন্ত পায়নি। আমি যাঁদের এতদিন চিত্রিত ক'রে এসেছি — রাজকীয় পদবীধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বা অসতী স্ত্রীর স্বামী, বা ডাক্তার ইত্যাদি — তাঁরা এক ধরনের আমোদের সঙ্গেই মেনে নিয়েছেন আমার-আঁকা তাঁদের ছবিগুলিকে; কিন্তু ভণ্ডরা ঠাট্টা বড় একটা পছন্দ করে না। তারা তাই শুধু ভয়ই পায়নি, আমার স্পর্ধা দেখে রীতি-মত আশ্চর্যও বোধ করেছে। তাদের মুখ ভ্যাংচানি ও যথার্থ রূপটি বাইরে প্রকাশ ক'রে আমি যেন হাটে হাঁড়ি ভেঙেছি, কারণ ভণ্ডদের যে-ব্যবসা, তাতে জড়িত অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তথাকথিত সজ্জনও।

আমার এই মহাপাতকটি তারা ক্ষমা করতে প্রস্তুত নয়, তাই তারা নাটকটির বিরুদ্ধে হুংকার ছেড়ে কোমর বেঁধে লেগেছে। ঠিক যেখানটিতে তাদের আঁতে যথার্থভাবে ঘা মারতে পেরেছি, সেই ক্ষতটিকে তারা বুদ্ধি ক'রে তাদের আক্রমণের কারণ করতে চায়নি। কম চালাক কি তারা? তারা খুব ভালো ক'রেই জানে এইরকম অবস্থায় কেমন ব্যবহার করতে হয় —তাই কী ক'রে পারবে তারা তাদের আসল অন্তরটিকে বাইরে উন্মুক্ত করতে?

উল্টে, তাদের প্রশংসনীয় রীতির ঐতিহ্য ধ'রেই তারা দোহাই পেড়েছে ঈশ্বরের। 'তার্তুফ'-এর মধ্যে তারা দেখেছে, সেই ঐশ্বরিক করুণা যেন অপমানিত হয়েছে। বইটি আগাগোড়া ভর্তি এমন সব বস্তুতে যা তাদের একটি বিজাতীয় ভয় ও বিদ্বেষে দীপ্ত না ক'রে পারেনি, এবং তাই বইটিতে আগুন ধরানোর প্রয়োজনও হয়েছে তাদের কাছে প্রচণ্ড।"

তাঁর ভণ্ড ও ভণ্ডেতর অন্যান্য চরিত্র-চিত্রণের ফলাফল সম্বন্ধে মলিয়ের এই যা' বললেন, তা' সহজবোধ্য। সম্ভ্রান্ত শঠ, অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী বুর্জোয়া, কৃপণ, প্রবঞ্চিত স্বামী, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী, মনুষ্যবিদ্বেষী হিংসুটে — এই সবই প্রহসনের অতিসাধারণ ও সর্বজনগৃহীত প্রকরণ। তা'ছাড়া, তারা যদি বিদ্রূপকারীর আক্রমণের বিষয়ই হয়, তো সেটা তাদের কোনো

স্বার্থপরতা বা পাপের কারণে নয়, বরং তাদের স্বভাবজনিত দুর্বলতারই কারণে। কিন্তু ভণ্ডেরা সফল হ'তে পারে তখনই বা ততক্ষণই, যতক্ষণ তাদের পাপটি বাইরে ব্যক্ত না হ'য়ে পড়ে। তাই স্বভাবতই তাদের সাবধান না হ'য়ে উপায় নেই, যখন তারা দেখে যে তাদের সেই পাপটিকে ব্যক্ত করতে কেউ চেষ্টা চালিয়েছে। হাটে হাঁড়ি ভাঙলে তাদের জীবিকাটি যে যাবে, যাবে তাদের সমস্ত আহৃত ঐশ্বর্য — কী ক'রে তারা তবে সহ্য করবে তাঁদের নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা?

'তার্ত্যুফ'-এ মলিয়েরকে দেখা যায় সপ্তদশ শতাব্দীর একজন মুখ্য নীতিবিদ হিসেবে। সমগ্র ফরাসী সাহিত্যেই এই শতাব্দীটি একটি মহান নীতিপরায়ণতার যুগ। মলিয়ের সহধর্মী হয়েছেন তাই পাসকালের, লা রশফুকোর ও লা ব্রুইএর-এর। প্রথম সংস্করণের ভূমিকাতে, ও রাজাকে লিখতে গিয়ে বহুবার, নাটকটির এই নীতিবাদের প্রাধান্যটি তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন। ভূমিকাটিতে বলছেন :

"প্রহসনের উদ্দেশ্য যদি হয় পাপের সংশোধন তো তার এলাকা হ'তে কোনো মানুষ কী ক'রে জোরের সঙ্গে অব্যাহতি পায় জানি না। পাপ ক'রেও প্রহসনের বিষয় হওয়া থেকে যারা এইভাবে অব্যাহতি পায় বা পেতে পারে, রাষ্ট্রের পক্ষে তারা অন্যান্য যে-কোনো দুষ্ট বা দুর্বল ব্যক্তির চেয়ে আরো ভয়ংকর। যে-জোর শ্লেষের আছে, মধুর নীতিবচনের তা' নেই। মানুষ নিশ্চয়ই সার্থকভাবে সংশোধিত হ'তে পারে, যদি কারুর ক্ষমতা থাকে তার ভুলগুলি তারই সামনে চিত্রিত ক'রে তোলার। পাপীদের পাপকে তীক্ষ্ন বিদ্রূপ ও হাসির মাধ্যমে কেউ তুলে ধরবে জগতের সামনে, তা' তারা সহ্য করতে পারে না। নিন্দাও কখনো-কখনো লোকে অল্প আয়াসেই সহ্য করতে পারে -- কিন্তু সে-নিন্দা যদি আসে হাসির ছল ধ'রে তো তাকে সহ্য করা সত্যিই দায় হ'য়ে দাঁড়ায়। দুষ্ট হ'তে মানুষ হয়তো চাইতে পারে, কিন্তু সে চাইবে না হাসির পাত্র হ'তে।"

অল্প কথায় প্রহসন সম্পর্কে মলিয়ের-এর ধারণা হ'ল এই। আজকের যুগে এ-ধরনের ধারণাকে মনে হ'তে পারে একটু বেশি উপদেশমূলক ব'লে। কিন্তু কোনটা উপদেশমূলক আর কোনটা তা' নয়, সে-সম্বন্ধে ধারণা অন্য সব কিছুর মতই যুগে-যুগে পালটে চলে। আজকের যুগ ব্যক্তিগত ব্যবহার নিয়ে ভালো-মন্দ বলতে চাওয়াকে নিম্নরুচির প্রমাণ ব'লে মনে করে, কিন্তু সেই একই যুগ সামাজিক ব্যবহার সম্বন্ধে বুলি আওড়াতে পঞ্চমুখ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিগত আচার-আচরণের যা' ভালো-মন্দ, তা' আগেও যেমন আলোচ্য ছিল আজো তেমনি আছে, কিন্তু আজ তা' যেন আর

বিবেচনার বস্তুই নয় — একমাত্র বিবেচ্য যা', তা' যেন শুধুই সামাজিক ব্যবহার।

অবশ্য আধুনিকের এই যে সামাজিক নীতি-দুর্নীতি নিয়ে অতিরিক্ত মাথাব্যথা, তা' অনেক ভালো নিশ্চয়ই করেছে—কিন্তু তার জন্যে কিছু ত্যাগও স্বীকার করতে হয়েছে। সামাজিক বিচারের ওপর এই অত্যধিক জোর কাউকে করেছে শহীদ, কাউকে করেছে অভিযুক্ত। এক দলের সব ভালো, অন্য দলের সব খারাপ। এক দলের সবাই শহীদ, অন্য দলের সবাই শয়তান। যেন এই দুটি শ্রেণী ছাড়া আর কোনো শ্রেণীতে মানুষকে ভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বিচারের প্রতি ঝোঁক মানুষকে তার নিজের ভিতরের দিকে তাকাতে প্রেরণা দেয়, তার আপনার ভুলটিকে শুধরাতে সহায়তা করে — তা' জন্ম দেয় বদান্যতারও। সাহিত্যে ব্যক্তিগত সেই নীতির যে-প্রাধান্য একদিন ছিল, আজ তা' স্বভাবতই নেই।

কিন্তু মলিয়ের-এর এই যে-উপদেশমূলক দিকটা, তাকে যথার্থভাবে দেখতে গিয়ে আমরা যেন মনে না ক'রে বসি যে তিনি মূলত ছিলেন নীতিবিদ, বা বুলি আওড়ানোই ছিল তাঁর পেশা। অথবা তিনি সমগোত্রীয় ছিলেন ধর্মযাজকদের, বা এমন কি লা রশফুকোরও। না, তা' নয়। তিনি ছিলেন মহান শিল্পী, এবং 'তার্ত্যুফ'-এর মত নীতিগর্ভ নাটকেও যা' প্রধানভাবে দ্রষ্টব্য, তা' তাঁর শিল্পই — যদিও শুধুমাত্র শিল্পের খাতিরেই যে তিনি তাঁর প্রহসনগুলি লিখেছিলেন, তাও নয়। শিল্পের জন্যেই শিল্প, বা শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ, তা' মানুষের অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম হ'তে এক ভিন্নতর ও উচ্চতর স্তরে বিরাজ করে — এ-ধরনের একটি ধারণা বা প্রতিপাদ্য গ'ড়ে উঠেছে অতি সম্প্রতিই। পুরা কালের কোনো মহান শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব হত না এরকমের একটি ধারণাকে হৃদয়ঙ্গম করা— তা' তিনি এ্যাশশিলাসই হোন আর সফোক্লিসই হোন, দান্তেই হোন আর মাইকেল এ্যাঞ্জেলোই হোন, শেক্সপীয়রই হোন আর মলিয়েরই হোন। শিল্পের অন্য সব কিছু হ'তে এই পৃথকীকরণটিকে তাঁরা মনে করতেন কৃত্রিম। এবং সত্য বলতে গেলে এই পৃথকীকরণটি সাহিত্য ও জীবনের মধ্যে শুধু একটি বিভেদেরই সৃষ্টি করেছে, তা' যেন শিল্পীকে আরো জোর ক'রে ঠেলে দিয়েছে তার কল্পনার সৌধের দিকে।

শিল্পী হিসেবে মলিয়ের-এর সার্থকতা তাঁর নাটকীয় আঙ্গিকের উৎকর্ষে। কোনো সাহিত্যিক নাটকের লেখক তিনি ছিলেন না — কিন্তু শেক্সপীয়রের মত, মলিয়ের স্বয়ং ছিলেন একাধারে অভিনেতা, মঞ্চপরিচালক ও নাট্যকার। এই কারণে জীবনের যে-চিত্র তিনি মঞ্চস্থ করেছেন, তাতে

আছে এমন একটি শক্তি ও সত্যের এমন একটি প্রতীতি যা' মেলা ভার কোনো সাহিত্যধর্মী নাটকে।

তাঁর সাফল্যের আরো একটি কারণ : যাকে বলে কাণ্ডজ্ঞান, ও তাঁর হাস্যরস, এই দুটির মাধ্যমে মলিয়ের তাঁর নীতিগত বিষয়কে সর্বত্রই দিতে পেরেছেন একটি নতুন রূপ ও আবেশ। অবশ্য একধরনের বিষণ্নতাও মাঝে-মাঝে তাঁকে চেপে ধরত, যাতে তিনি মনুষ্য-নিয়তির কথা ভাবতে গিয়ে চিন্তাগ্রস্ত হতেন। তবে স্বভাবত তাঁর দর্শন ছিল হাস্যমুখর ও জীবনকে তিনি দেখেছিলেন সূর্যালোকের মত। তাঁর সেই জীবনদর্শনে স্থান নেই কোনো অযথা অহংকারের বা কোনো অযথা বিনয়ের। তাঁর এলমির তাই গায়েই মাখলেন না তার্ত্যুফের অপমানজনক প্রস্তাব, উল্টে তিনি তাঁর সপত্নী-পুত্রের রাগ ঠাণ্ডা করতে চাইলেন এই ব'লে : "কাণ্ড বাধানো আমার স্বভাব নয় — এরকম বোকামি নারীরা আমোদের সঙ্গেই নেয়, স্বামীর কানে তা' তোলে না মিছিমিছি।"

দোরিন হচ্ছে মলিয়ের-এর এইরকম আরেকটি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানপূর্ণ সাধারণ সরল চরিত্র। তার পোষাক-পরিচ্ছদের অতি সামান্য নগ্নতা দেখে তার্ত্যুফ যখন ঘৃণায় অভিভূত হবার ভাণ করছে, দোরিন ব'লে ফেলল তার্ত্যুফকে সোজাসুজি : "তবে আমি অতটা আকুল একেবারেই নই, জানবেন। আপনাকে আপাদমস্তক উলঙ্গ দেখলেও আপনার দেহ আমাকে এতটুকু প্রলুব্ধ করবে না।"

এইখানেই বিচার যথার্থ উচ্চস্তরের কমেডির। দেখুন, এই বিশেষ ক্ষেত্রে যে-জগতটা মলিয়ের ব্যক্ত করতে চান। সেখানে সম্মানহানির তুচ্ছতম সম্ভাবনায় মেয়েদের অযথা খড়্গহস্তা না হ'লেও চলে।

দোরিন মলিয়ের-এর একটি অতি বিখ্যাত চরিত্র। কিন্তু সে নয় শুধু মিলনান্ত নাটকের দাসী-ই। সে সপ্তদশ শতাব্দীর একটি বাস্তব চরিত্র—সে ফরাসী চাষীর ঘরের মেয়ে, এসেছে সহরে, নাগরিক জীবনের জটিলতায় এনেছে উন্মুক্ত প্রান্তরের বিশুদ্ধ পরিষ্কার হাওয়া। তার প্রভুর সঙ্গে ও পরিবারের আর সকলের সঙ্গে যে সহজভাবে তাকে কথাবার্তা বলতে দেখা যায়, আগেকার কালে ঠিক সেইরকমেরই সম্বন্ধ ছিল প্রভু-ভৃত্যে। সেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে শ্রেণীবদ্ধ সমাজেও মানুষের ছিল এমন একটি মানবতা-বোধ যা' আজকের সমাজে দুর্লভ।

'তার্ত্যুফ' নাটকের আরো একটি বক্তব্য বিষয় এখানে আলোচ্য। মলিয়ের মনে করতেন যে মেয়েদের উচিত তাদের স্বামী নিজেদেরই পছন্দ ক'রে বেছে নেওয়া — বাবা-মার ঠিক ক'রে দেওয়া বিবাহে তাঁর যেন মত ছিল

না। এখানেও দোরিনকে মলিয়ের করেন তাঁর মুখপাত্র। অর্গ যখন জানালেন যে তিনি তাঁর কন্যাকে তার্ত্যুফের সঙ্গেই বিবাহ দেবেন ও এবিষয়ে মারিয়ানের নিজের ইচ্ছার কোনো মূল্যই থাকবে না তাঁর পিতার ইচ্ছার কাছে, তখন বিদ্রোহের ভাবে দোরিনকেই বলতে হ'ল : "ওঁকে বল যে হৃদয় ভালোবাসতে পারে না পরের কথামত — বল, তুমি বিয়ে করবে তোমার নিজের জন্যে, ওঁর জন্যে নয়। ওঁকে বল, যেহেতু তোমাকে ঘিরেই এইসব ঘটছে, স্বামী যিনি হবেন, তাঁকে তো তোমার বাবার মনে ধরলে হবে না, তোমারই মনে ধরতে হবে। ওঁর যদি এতই পছন্দ ওঁর তার্ত্যুফকে তো উনি নিজেই তাকে বিয়ে করুন না কেন, কে যাচ্ছে বাদ সাধতে?"

এখানে মনে হয় ইবসেনের কোনো নায়িকা কথা বলছে, শুধু সেই নায়িকার তিক্ততাটুকু নেই।

অবশেষে, এখানে স্মরণ করার দরকার মলিয়ের-এর জীবনদর্শনকেও, যদিও তার আলোচনা হয়তো এই পরিসরে সম্ভব নয়। মলিয়ের কলেজে দর্শন পড়েছিলেন — তৎকালীন এ্যারিস্টটলীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন, অথচ দেকার্তের দর্শনও তাঁকে আকর্ষণ করেনি। তাঁর খানিকটা প্রবণতা ছিল এপিকিউরিয়ানিজমের দিকে, যা তিনি পান গাস্সেন্দি হ'তে। গাস্সেন্দির প্রভাব তাঁর উপর ছিল অনস্বীকার্য। অবশ্য মলিয়ের-এর মধ্যে না খুঁজলেও চলে কোনো সুস্পষ্ট দার্শনিক চিন্তার অনুসরণ — তবে একটা জীবনদর্শন যে তাঁর ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবছা কোনো বিমূর্ততার প্রতি তাঁর কোনো স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না — তিনি ছিলেন ধরা-ছোঁওয়ার জগতের লোক, তাঁর প্রতিভা পছন্দ করত স্পষ্ট মূর্ত জিনিষ। পাসকাল তাঁকে বর্ণনা করতে চেয়েছেন সূক্ষ্মচিত্ত ব'লে। ইংরেজ দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার মলিয়ের-এর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একবার যা বলেছিলেন, তা'-ই উদ্ধৃত ক'রে 'তার্ত্যুফ'-এর এই ছোট ভূমিকাটি আমার শেষ করি : "এক মহান মানুষ, মহা শিল্পী, জ্ঞানের ও আনন্দের এক অক্ষয় উৎস, ও একজন প্রিয়তম বন্ধু — তাঁর প্রতি যে-কৃতজ্ঞতা আমি অনুভব করেছি, তারই খানিকটা প্রকাশের চেষ্টা করলাম, এই মাত্র।"

স্তানিসলাস অস্ত্রোরগ

তাক্ষ্যর্ষ

চরিত্র

মাদাম পেরনেল, অর্গ-র মা

অর্গ, এলমির-এর স্বামী

এলমির, অর্গ-র স্ত্রী

দামিস, অর্গ-র পুত্র

মারিয়ান, অর্গ-র কন্যা ও ভালের-এর প্রেমিকা

ভালের, মারিয়ান-এর প্রেমাস্পদ

ক্লেয়াঁত, অর্গ-র শ্যালক

তার্ত্যুফ, বকধার্মিক

দোরিন, মারিয়ান-এর সহচরী

শ্রীযুক্ত লোআইআল, নগরপাল

প্রহরী

ফ্লিপত, মাদাম পেরনেল-এর দাসী

ঘটনাস্থল ঃ পারী

প্রথম অংক

[প্রথম দৃশ্য—মাদাম পেরনেল, ফ্লিপত, এলমির, মারিয়ান,
দোরিন, দামিস, ক্লেয়াঁত]

মাদাম পেরনেল। চল, ফ্লিপত, চল, রেহাই পেতে চাই এদের হাত থেকে।

এলমির। এমন পা ফেলে চলেছেন যে ধরি কী ক'রে আপনাকে!

মাদাম পেরনেল। না বৌমা, থাক, আর এসো না; ঢের হয়েছে এসবে আমার।

এলমির। আমরা আমাদের কর্তব্যমাত্র করছি আপনার প্রতি, মা; কিন্তু চলেছেন কেন এত তাড়াতাড়ি?

মাদাম পেরনেল। কেন? কারণ আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে তোমাদের আচরণে, আমাকে সন্তুষ্ট করতে তো তোমাদের ভারী ব'য়েই গেল। অনেক শিক্ষা হয়েছে, তাই চললাম। যা বলব, ঠিক তার উল্টোটা করবে -কেউ ধার ধারে না কারুর, যে যা-খুসী তাই করছে, অরাজকতার চরম এখানে।

দোরিন। যদি—

মাদাম পেরনেল। তুমি বাছা ঝি, ঝির মতন থাকো। যেমন চোপা তোমার, তেমনি আস্পর্ধা—সব ব্যাপারে তোমার মাথাটি ঢোকানো চাই-ই।

দামিস। তবে—

মাদাম পেরনেল। আর তুমি বাবা একটি গর্দভ, তিন অক্ষরের: আমি তোমার ঠাকমা, একথা স্পষ্ট বললাম। প্রথম থেকেই আমি বলিনি কি তোমার বাবাকে, এবং কত অজস্রবার জানি না, যে তোমার ভাবখানা খাঁটি বদমাসের মত, তুমি তাকে কেবল দুঃখই দেবে চিরকাল।

মারিয়ান। বোধ হয়—

মাদাম পেরনেল। থাম দিদি, ঐ ভাই-এর বোনই তো তুমি: চতুর তুমি, মুখ ফুটে রা'-টি কাড়বে না, শুধু মিষ্ট ভাব দেখিয়ে বেড়ানো—কিন্তু জানো তো, লোকে বলে বোবার চেয়ে বড় শয়তান নেই। লুকিয়ে লুকিয়ে যা' করবার তা' কর তুমি, এবং সেটি আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

এলমির। শুনুন মা—

মাদাম পেরনেল। কিছু মনে কোরো না বৌমা, তোমার হাবভাবেও আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে। তোমারই দরকার ওদের দৃষ্টান্ত দেখানোর, ওদের স্বর্গগতা মা তা' করতেন আরো কত ভালো ক'রে। এই খরচে স্বভাব তোমার, এই সব সময় যেন রাণী সেজে ব'সে থাকা, এসব আমার ভালো লাগে না। হ্যাঁ গা, যার স্বামী আছে, কার চোখ ভোলানোর জন্যে তার আবার এত সাজগোজের দরকার?

ক্লেয়াঁত। সে যা-ই হোক না —

মাদাম পেরনেল। তুমি বাপু তোমার বোনেরই ভাই। তোমাকে পছন্দ করি, শ্রদ্ধাও করি। কিন্তু যদি আমি আমার ছেলে হতাম, হতাম তোমার ভগ্নীপতি, তো তোমাকে অনুরোধ করতাম দয়া ক'রে এ-বাড়ীতে আর পা না দিতে। জীবন সম্বন্ধে তোমার রীতি-নীতি এমন যে কোনো সজ্জনের পক্ষে তা' গ্রহণযোগ্য নয়। খোলাখুলিই বলছি, তা-ই আমার স্বভাব—মনের কথা আমি পেঁচিয়ে বলতে জানি না।

দামিস। বলা বাহুল্য, আপনার তার্ত্যুফ মশাই তোফা আছেন।

মাদাম পেরনেল। তিনি সদ্ব্যক্তি এবং তাঁকে মানার দরকার। রেগে না উঠে আমি করি কী যখন তোমার মত একটা নির্বুদ্ধিকে তাঁর সঙ্গে কলহ পাকাতে দেখি।

দামিস। কী, ঐরকম একটা বিশ্বনিন্দুক আমাদের বাড়ীতে এসে সর্ব-শক্তিমান হ'য়ে উঠবে এবং সেই প্রভুর কৃপা ব্যতীত আমরা একটু আনন্দ পর্যন্ত করতে পারব না, এ আমাকে মুখ বুঁজে সহ্য করতে হবে?

দোরিন। তাঁকে যদি শুনতে হয় ও তাঁর কথা মেনে চলতে হয়, যাই করি না কেন তা-ই হবে তাঁর চোখে ঘোর দুষ্কৃতি। কারণ সেই প্রমত্ত বিচারক, তাঁর শাসনের অধীনে তো সবই।

মাদাম পেরনেল। যা-কিছু শাসন তিনি করছেন, তা' শাসিত হচ্ছে চমৎকার। তিনি তোমাদের পথ দেখাতে চান ধর্মেরই। আমার ছেলের দেখা উচিত যে তাঁকে তোমরা সবাই ভালোবাসতে বাধ্য হও।

দামিস। না ঠাকমা, শুনুন। বাবা কেন, কারুরই সাধ্য নেই আমাকে ঐ লোকটির ভালো চাইতে বাধ্য করাতে। এ ছাড়া আর কিছু বললে আমি শুধু আমার নিজের অন্তরটাকেই ছলনা করব! ওর ধরণ-ধারণে আমার

গা কেবলি জ্বলে যায়। একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি, এবং তাইতেই ঐ শয়তানকে ধরব একদিন তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে।

দোরিন। সত্যিই, কী লজ্জার কথা বল তো—কোথাকার একটা কে এখানে এসে ফোঁপলদালালি ফলাচ্ছে। হতচ্ছাড়া যখন আসে এ-বাড়ীতে, তখন না ছিল তার জুতো, তার সারা পোষাকটা কানাকাড়ি দিয়েও কেউ কিনত না। আর আজ সব ভুলে গিয়ে সে কি না সকলের ওপর কথা বলে, সব্বাইকে শাসায়!

মাদাম পেরনেল। হায় ভগবান! তাঁর ধর্মের অনুশাসনে চলত যদি সব তো দেখতে কত ভালো হ'ত।

দোরিন। অবশ্য আপনার কল্পনায় আপনি তাকে দেখছেন সাধু ব'লে। কিন্তু তার চলন-চালন শুধু ভণ্ডামিরই একশেষ।

মাদাম পেরনেল। শোনো কথা!

দোরিন। ওকেও নয়, আর ওর লোরাঁকেও নয়, আমি তো ওদের কাউকেই কিছুতে বিশ্বাস করব না—অন্তত তেমন-তেমন প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত।

মাদাম পেরনেল। চাকরটা কেমন, তা' অবশ্য ভালো ক'রে জানি না; কিন্তু কর্তাটি যে সজ্জন, সে-প্রমাণ পেয়েছি। তোমরা তো ওঁর সম্বন্ধে যা-তা বলবেই, ওঁর খারাপ চাইবেই—কারণ তোমাদের সম্বন্ধে যে উনি কী ভাবেন, তা' তো উনি তোমাদের কাছে গোপন রাখেন না। পাপ দেখেছেন কি ওঁর হৃদয় জ্বলে ওঠে রাগে। ওঁর মন মজা ধর্মেরই পথে।

দোরিন। আচ্ছা, মানলাম। কিন্তু কেন তবে কিছুদিন থেকে উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না এ-বাড়ীতে কারুর আসা? যদি অতি সাধারণভাবে কেউ আমাদের দেখতে আসে, তাতে ধর্মের এমন কী এসে-যেতে পারে? লাভটাই বা কী তাই নিয়ে চেঁচামেচি ক'রে আমাদের মাথাব্যথা করানোর? বলব আপনাকে সত্যি কথাটা এই ব্যাপারের? মনে হয় আপনার লোকটির বেশ একটু নেকনজর আছে আমাদের মায়ের ওপর।

মাদাম পেরনেল। চুপ কর। ভেবে দ্যাখ কী বলছিস। তোমাদের এইসব আলাপ-সাক্ষাতের নিন্দা কি উনি একলা করেন? কী বিরক্তি তোমরা ডেকে আনো তোমাদের এই দেখাশোনায়—এই এত গাড়ী-ঘোড়া আসছে যাচ্ছে-সবসময়, যেন বাড়ীর দরজায় শিকড় গেড়েই রয়েছে। আর এই যে এত দাসদাসীর নিত্য ভিড়, চেঁচামেচি—এসব কাণ্ড দেখে প্রতিবেশীরা

তো নিন্দে করবেই। আমি অবশ্য ধ'রে নিতে রাজী আছি যে আসলে তেমন কিছুই ঘটছে না—কিন্তু লোকের মুখ তো থামে না, আর সেটা ভালো নয়।

ক্লেয়াঁত। আচ্ছা, লোকের মুখ আপনি কী ক'রে থামাবেন বলুন তো? পাছে লোকে কিছু বলে, এই ভয়ে যদি অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও ছাড়তে হয় তো সে যে হবে মহা আপশোষের কথা। ধরুন, তাও না হয় করা গেল, তা ক'রেও কি আপনি মনে করেন লোকের মুখ চাপা দিতে পারবেন? নিন্দুকদের থামাবার কোনো উপায়ই নেই। ভালো হচ্ছে, এসব আজে-বাজে কথায় কান না দেওয়া আর যেমন চলতে চাই তেমনি সহজভাবে চলা। যে যা বলে বলুকগে।

দোরিন। আমাদের প্রতিবেশিনী দাফনে ও তার তেমনি স্বামীটি, ওরাই নিশ্চয় আমাদের নিয়ে যা' তা' বলে? পরনিন্দায় তারাই এগিয়ে আসে আগে যাদের নিজেদের ধরণধারণই অন্যের হাসির খোরাক যোগায়। কোথাও সংস্রবের একটু গন্ধ পেয়েছে কি আর যায় কোথায়! অমনি তারা ছুটে এসে সে-খবরটি ছড়াবে মহানন্দে, তাকে দেবে তাদের মনের মত রূপ, আর চাইবে যাতে অন্যেরাও তা' বিশ্বাস করে। পরে কী করছে, তার এই অতিরঞ্জিত ব্যাখ্যানে তাদের দোষ হয়তো চেপে যাবে, এ-ই ভাবে। যে-কোনো রকম একটা সাদৃশ্যের ছুতো ধ'রে তাদের দুর্নীতিকে তারা বৃথাই চালাতে চায়। অথবা সেই সাদৃশ্যের মধ্য দিয়ে ভাবে অন্যের ঘাড়ে চাপাতে পারবে দোষ, যে-দোষে তারা নিজেরাই জর্জরিত।

মাদাম পেরনেল। কী লাভ এই কথাবার্তায়! সব্বাই জানে, ওরাঁত আদর্শ জীবনযাপন করে; সে স্বর্গের দিকে মুখ ক'রে দিন কাটায়। কিন্তু সেও শুনেছি তোমাদের এখানে এত লোকের আসা-যাওয়ার সমানই নিন্দা করে।

দোরিন। খাসা উদাহরণ, কী ভালো আপনার মহিলাটি! তিনি থাকেন তপস্বিনীর মত, সত্যি। কিন্তু এই পরম আগ্রহ, সে যে বাধ্য হ'য়ে, সে যে তাঁর বয়সের জন্য—চেহারায় আর জলুস নেই, তাই তাঁর এই ধার্মিকতা আর তপশ্চর্যা, একথা কে না জানে? যতদিন তিনি পেরেছেন পুরুষের হৃদয় টানতে, ততদিন তো তা' সব ভোগ করেছেন ঠিকই। কিন্তু এখন নিজের চোখেই দেখছেন সে-জলুস আর নেই। পৃথিবী তাঁকে ত্যাগ করেছে। তাই তাঁরও বাসনা সেই পৃথিবী ত্যাগ করার। বিগত মহিমার যে-গ্লানি, তা' আজ তিনি ঢাকতে চান চোখ-

ভোলানো প্রজ্ঞার আচ্ছাদনে। অতীত ন্যাকামির এ এক নতুন মোড় ফেরা। প্রেমিকরা ছেড়ে চ'লে যাবে, এ যে এইরকম মেয়েরা সহ্য করতে পারে না। এবং যখন পরিত্যক্তা হ'তেই হয়, তখন গভীর দুঃখে এরা ধরে ধর্মের পথ। এই সমস্ত ভালো মেয়েরা তখন তাদের কঠিনতায় বিচার করতে বসে সব, ক্ষমা তারা করবে না কিছুকেই—উচ্চকণ্ঠে তারা নিন্দা করবে সকলের জীবনকেই, করুণার নামে নয়, হিংসায়। বয়সের দোষে যে-সুখ তারা নিজেরা ভোগ করতে পারল না, তা ভোগ করবে অন্যে, এ সহ্য কী ক'রে হবে তাদের?

মাদাম পেরনেল। দ্যাখো দ্যাখো, নিজেদের ভোলানোর জন্যে তোমাদের দরকার হয় এইরকম ছেলে-ভুলানো ছড়ার। তোমাদের এখানে চুপ ক'রে থাকা ছাড়া মানুষের গতি কী, বৌমা? কারণ গিন্নী বাচাল হ'লে তিনিই চালান তাঁর বকর-বকর সারাটা দিন। আমারও কিছু বলার আছে, ও বলবই সেটা। আবার বলি, এইরকম একটি ধার্মিক ব্যক্তিকে ঘরে এনে আমার ছেলে সত্যিই ভালো করেছে—এর চেয়ে ভালো কাজ সে কখনো করেনি। ভগবান প্রয়োজন বুঝেই এই ব্যক্তিটিকে এখানে পাঠিয়েছেন, তোমাদের বিভ্রান্ত চিত্তকে পথে আনতে চেয়ে। যদি মুক্তি চাও তো শুনো সেই ধার্মিকের কথা--তিরস্কারের কারণ না থাকলে তিনি কখনো তিরস্কার করেন না। এই লোকের সঙ্গে মাতামাতি, নাচগান, গল্পগুজব, এসব সাজে কেবল শয়তানের। ধর্মের কথা এসবের মাঝখানে কখনো শোনা যায় না। কেবল অলস গল্পগুজব, গান আর আজেবাজে প্রসঙ্গ। স্বভাবতই, এমন আলোচনায় কথা ওঠে পাড়াপড়শীদের নিয়ে, সকলের সম্বন্ধেই বলা হয় যা' ইচ্ছে তাই। এইরকম আড্ডায় সুস্থ মস্তিষ্কও যায় গুলিয়ে, মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হয়। হাজার পরচর্চা যেন ওঠে চোখের পলকে। এই তো সেদিনই এক ধর্মযাজক আমাকে ঠিকই ব'লেছিলেন যে এটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যেন একটা খাঁটী ছ্যাবলাদের রাজ্য—কারণ সকলেই তো প্রাণপণে বকর-বকর ক'রে চলেছে। এবং যে-প্রসঙ্গে সেদিন কথটা উঠল পণ্ডিত ব্যক্তিটির সঙ্গে...

(ক্লেয়াঁতকে দেখিয়ে)

দ্যাখো দ্যাখো, বাবু এরি মধ্যেই হাসতে আরম্ভ করেছেন! যাও খুঁজে আনো তোমাদের মূর্খদের, যারা তোমাদের হাসি যোগায়, আর তা' ছাড়া...যাক গে, বৌমা, আমি চলি, কী আর বলব! শুধু জেনো, এই কাণ্ডকারখানা দেখে তোমাদের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা আমার আর নেই। সহজে এখানে আর পা মাড়াচ্ছি না।　　　(ফ্লিপতকে চড় মেরে)

কী, চল! হাঁ ক'রে স্বপ্ন দেখছিস না কি? কান-মোলা খাবি? চ
চল!

দ্বিতীয় দৃশ্য — ক্লেয়াঁত, দোরিন

ক্লেয়াঁত। না বাবা, আমি কিছুতেই যাচ্ছিনে, বুড়ী যদি আবার তেড়ে আসে...

দোরিন। হায়রে, ভদ্রমহিলা যদি শুনতে পেতেন তাঁর সম্বন্ধে আপনাকে এইরকম ভাষা ব্যবহার করতে। তবে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন আপনি লোকটি মন্দ নন, কিন্তু বয়স তাঁর ততটা কিছুতেই নয় যাতে ঐ নামে তাঁকে ডাকতে আপনি পারেন।

ক্লেয়াঁত। তিনি তো খামাখা রেগেই আছেন আমাদের ওপর—তাঁর তার্ত্যুফই শুধু তাঁকে মোহিত ক'রে রেখেছে!

দোরিন। কিন্তু তবুও, এ-ব্যাপারে তিনি ধারে-কাছেও লাগেন না তাঁর পুত্রের—সেই পুত্রটিকে যদি দেখতেন তো বলতেন, ওরে বাবা, এ যে আরো সাংঘাতিক! দেশের দুর্দশা দেখে তিনি বেশ ভালো কাজ করেছিলেন, আর তাঁর রাজার প্রতি আনুগত্যে দেখালেন সাহস—কিন্তু তিনি যেন মতিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তার্ত্যুফ আসার পর থেকে তাঁর মাথাটাই যেন বিগড়ে গেছে। তাকে তিনি ডাকেন ভাই ব'লে, ভালোবাসেন অন্তরের সঙ্গে—সেই প্রেমের একশো' ভাগের এক ভাগও তাঁর নেই তাঁর নিজের মা, ছেলে, মেয়ে বা স্ত্রীর প্রতি। একমাত্র তার কাছেই তিনি যাবেন তাঁর যত গোপন কথা বলতে—এবং তাঁর সব কর্মের ঐ ব্যক্তিটিই বিচক্ষণ পরিচালক। তাকে তিনি আপ্যায়নে ভূষিত করবেন, আলিঙ্গন করবেন; দেখে শুনে মনে হয় কেউ কারুর প্রেমিকাকেই এর চেয়ে বেশি আদর করে না। খাবার টেবিলে তাকে বসাবেন শ্রেষ্ঠ সম্মানিতের আসনে এবং তাকে আনন্দের সঙ্গে খাওয়াবেন ছ'জনের খাবার। সকল খাদ্যের সেরা অংশগুলি তাকেই দিতে হবে, এবং এত খাওয়ার পর লোকটা যখন ঢেঁকুর তুলবে, তিনি ব'লে উঠবেন বাঃ। আসলে ওনার মাথাটিই গেছে বিগড়ে—ঐ লোকটাই যেন সর্বস্ব তাঁর, তাঁর আদর্শ। তাকে প্রশংসা তিনি করবেন কারণে-অকারণে, তুচ্ছতম প্রসঙ্গেও তাঁর উল্লেখ করবেন। যা-ই সে করুক না কেন, তা' যেন অলৌকিক তাঁর কাছে—ওর কথা মানেই দৈববাণী। কিন্তু শয়তানটি ঠিকই জানে

কেমন শিকারটি সে ধরেছে, সে মজা মারবে না কেন? তাইতো তার ঐ অগুন্তি বাহ্যিক ভণ্ডামি, শুধু মন ভোলানোর চেষ্টা। ঐ বক-ধার্মিকতার ছল ক'রে কত পয়সাই না ও পকেটে পুরছে প্রতি মুহূর্তে —আর আমাদের সবকিছু বিচার করার অধিকারও পেয়েছে ও তাতেই। গাধার চেয়ে অধম ওর ভৃত্যটি, সেও কি না সব ব্যাপারে মাথা গলাবে, আমাদের শিক্ষা দিতে আসবে! সেও কি না চোখ রাঙিয়ে আসে বুলি আওড়াতে, ফেলে দিতে আমাদের প্রসাধনের সামগ্রী, টিপ, এটা-ওটা-সেটা! এক ধর্মগ্রন্থের পাতার মধ্যে রেখেছিলাম এক গলাবন্ধ রুমাল, ঠকটা কি না সেদিন সেটাকে নিজের হাতে ছুঁড়ে ফেলে দিল! কেন? আমাদের নাকি মহা পাপ হয়েছে, পবিত্রতার সঙ্গে শয়তানের জিনিষ মেলানোয়।

তৃতীয় দৃশ্য — এলমির, মারিয়ান, দামিস, ক্লেয়াঁত, দোরিন

এলমির। বেঁচে গেছ তোমরা না এসে, দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে এমন এক বক্তৃতা ঝাড়লেন মহিলা! কিন্তু দেখতে পেলাম আমার স্বামীকেও, যদিও তিনি আমায় দেখেননি। তাই যাই ওপরে, তাঁর প্রতীক্ষা করি।

ক্লেয়াঁত। অত উৎসাহ আমার নেই—আমি রইলাম এইখানেই। দেখা হ'লে ছোট্ট একটু অভিবাদন জানাব তাকে, ব্যস।

দামিস। দেখো একটু চেষ্টা ক'রে, যদি আমার বোনের বিয়ে নিয়ে ওঁকে কিছু বলতে পার। সন্দেহ হচ্ছে, তার্ত্যুফ এই প্রস্তাবের বিরোধী, ও হয়তো বাবাকে বাধ্য করাবে সম্পূর্ণ উল্টো পথে যেতে। আর জানোই তো কেন এই ব্যাপারে আমার এত ঔৎসুক্য—যে-আগ্রহে দীপ্ত ভালের ও আমার বোন, সেই একই আগ্রহ আমার নিজেরও আছে ঐ বন্ধুটির বোনের প্রতি। আর যদি দরকার হয়...

দোরিন। ঐ উনি আসছেন।

চতুর্থ দৃশ্য — অর্গঁ, ক্লেয়াঁত, দোরিন

অর্গঁ। এইতো ভাই, ভালো তো?

ক্লেয়াঁত। আরেকটু হ'লেই বেরোচ্ছিলাম। তোমাকে ফিরতে দেখে ভালো লাগছে। গাছে-টাছে এখন তেমন ফুল-টুল আর ফুটছে না।

অর্গ। (ক্লেয়াঁতকে) দোরিন...একটু দাঁড়াও ভাই, এ্যাঁ? কী ঘটছে-না-ঘটছে এখানে, একটু জানতে পেলে আশ্বস্ত হব। তুমি সামান্য অপেক্ষা কর, দয়া ক'রে।
(দোরিনকে) এই গত দু'দিন ভালোই কেটেছে তো? কে কী করছে, সব কেমন আছে?

দোরিন। পরশু মা'য়ের জ্বর হ'য়েছিল, ছিল সন্ধ্যে পর্যন্ত—আর এক ভীষণ মাথা-ব্যথা।

অর্গ। আর তার্ত্যুফ?

দোরিন। তার্ত্যুফ? খাসা আছেন। দিব্যি মোটা-সোটা, হৃষ্ট-পুষ্ট, ঠোঁট দুটি টুকটুকে।

অর্গ। বেচারা!

দোরিন। সন্ধ্যেবেলা এমন অরুচি হ'ল মায়ের যে খেতে গিয়ে কিছু ছুঁতে পর্যন্ত পারলেন না—এত প্রচণ্ড মাথা-ধরা।

অর্গ। আর তার্ত্যুফ?

দোরিন। উনি তো একলাই খেলেন, মা সামনে ব'সে। দুটো তিত্তির পাখির মাংস, আর তার সঙ্গে আস্ত পাঁঠার আধখানা ঠ্যাং—বেশ গাণ্ডে-পিণ্ডে খেলেন।

অর্গ। বেচারা!

দোরিন। সারা রাত মা চোখের পাতাটি বুজতে পারেননি—দেহের অত তাপে ঘুম আসে কি? ভোর পর্যন্ত আমরা তাঁর সেবা করেছি।

অর্গ। আর তার্ত্যুফ?

দোরিন। তিনি তো খাওয়ার পরেই ঘুমের ঠেলায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন, নরম গরম বিছানার ভেতরে সেঁদিয়ে আরামে ঘুমোলেন ভোর অব্দি।

অর্গ। বেচারা!

দোরিন। শেষে, আমাদের অনেক পীড়াপীড়ির পর, মা রাজী হ'লেন রক্ত তুলে নেওয়ার। স্বস্তি বোধ করলেন সঙ্গে সঙ্গেই।

অর্গ। আর তার্ত্যুফ?

দোরিন। তিনি তো ঘুম থেকে উঠেই আবার চাঙ্গা। আর যে-রক্ত মা

হারালেন, তারি যেন পুনরুদ্ধারের বাসনা নিয়ে দুপুরে খাওয়ার সময় নিজেই পান করলেন চার-চারটি গেলাস মদ।

অর্গঁ। বেচারা!

দোরিন। যাই হোক, এখন দুজনেই ভালো আছেন। চললাম মাকে খবর দিতে। তাঁকে বলি গিয়ে, তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আপনি কী রকম উদ্বিগ্ন আছেন।

পঞ্চম দৃশ্য — অর্গঁ, ক্লেয়াঁত

ক্লেয়াঁত। দেখলে তো ভাই, তোমার চোখের ওপরে মেয়েটা কী ক'রে তোমাকে পরিহাস করল! তোমাকে রাগাতে চাই না, তবু স্পষ্টই বলব মেয়েটা ঠিকই করেছে। এমন পাগলামির কথা কি কেউ শুনেছে আগে? এবং কী অসম্ভব যাদু জানে লোকটা যাতে তোমাকে আজ অন্য সব কিছুই ভোলাতে বসেছে? তাকে ঘরে তুলে এনে তুমি তার দুঃখ ঘোচালে, আর আজ চলেছ কি না...

অর্গঁ। চুপ কর, যাঁর সম্বন্ধে এত কথা বলছ তাঁকে চেনোই না।

ক্লেয়াঁত। চিনি না, তুমি তা-ই ভাবো। কিন্তু সে যে কী লোক হ'তে পারে, তা জানবার জন্যে..

অর্গঁ। তাঁকে একবার জানলে তুমি মুগ্ধ হ'য়ে যাবে, এবং সেই মুগ্ধ ভাব তোমার ক্রমশ বেড়েই চলবে। উনি এমন একজন ব্যক্তি...ওঃ, এমন এক ব্যক্তি...এমন আশ্চর্য ব্যক্তি একজন! যে তাঁর কথা শোনে, সে পায় গভীর শান্তির আস্বাদ, পৃথিবীর সব কিছুই তার অসার লাগে। সত্যিই, তাঁর সংস্পর্শে এসে আমিও সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছি। উনি আমাকে বলেন সব রকম আসক্তি দূর করতে, সকল বন্ধুত্ব হ'তেই আমার মনকে মুক্ত করতে। এবং আমি যদি চোখের সামনেও মরতে দেখি আমার ভাইকে, সন্তানদের, আমার মা অথবা স্ত্রীকে, তাও আমাকে নড়াবে না এতটুকু।

ক্লেয়াঁত। উপযুক্ত ভাবই বটে!

অর্গঁ। যদি তাঁকে দেখতে যেভাবে আমি প্রথম তাঁর দেখা পাই, তো তুমিও তাঁকে গ্রহণ করতে একই সৌহার্দ্যের সঙ্গে। প্রতিদিন তিনি আসতেন গীর্জায়, শান্ত ভাব—হাঁটু গেড়ে বসতেন আমার সামনে। যারা জড়ো হ'ত, সবাই তাকাত তাঁর দিকে—এমনি ছিল তাঁর প্রার্থনার আবেগ।

কেবলি তিনি ফেলতেন দীর্ঘনিঃশ্বাস, নম্র হ'য়ে মাটিতে ওষ্ঠ ঠেকাতেন। আর যখন আমি বেরোতাম, তিনি ছুটে এগিয়ে এসে আমাকে দিতেন পবিত্র জল। তাঁর ভৃত্যটিও তাঁকে অনুকরণ করে সব রকমে, তাঁর দারিদ্র্যের কথা, তাঁর গুণের কথা জানতে পেলাম ভৃত্যটির কাছ থেকে। তারপর তাঁকে কখনো-কখনো এটা-ওটা উপহার দিতাম। কিন্তু তাঁর বিনীত স্বভাবে প্রতিবারই তিনি চাইতেন সেই উপহারেব কিছুটা আমাকে ফিরিয়ে দিতে। বলতেন, "বড্ড বেশি সত্যিই, এর অর্ধেকই যথেষ্ট। আপনার করুণা পাবার যোগ্যতা পর্যন্ত নেই আমার।" আর যখন তাঁর সেই দেওয়া আমি ফিরিয়ে নিতে অস্বীকার করতাম, তিনি তা' আমার সামনে বিলোতেন ভিক্ষুকদের মধ্যে। অবশেষে ভগবানের আশীর্বাদ-রূপে তিনি এসেছেন এই বাড়ীতে—এবং সেই দিন থেকে সবই চলেছে এখানে উন্নতির পথে। দেখি, সকল কিছুকেই তিনি তিরস্কার করেন, এবং আমার ভালো চেয়ে আমার স্ত্রীর প্রতিও তাঁর একটি বিশেষ আগ্রহ। যারা আমার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি দেয়, তাদের সম্বন্ধে তিনি আমায় সাবধান ক'রে দেন, এবং তাদের প্রতি তাঁর ঈর্ষা যেন আমার থেকে বহুগুণ বেশি। বিশ্বাস করবে না তোমরা কী তীব্রতা তাঁর ভক্তির—তুচ্ছতম কারণে তিনি নিজেকে পাপী মনে করেন, অতি অকারণ জিনিষও তাঁকে চরম বিব্রত করতে পারে। একদিন প্রার্থনার সময় রেগে একটা মাছি মেরে ফেলে-ছিলেন, তাই নিয়েও কি না শেষে আপশোষে মরেন!

ক্লেয়াঁত। সর্বনাশ! ভাই, দেখছি তোমার মাথাটা একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে। এই ধরণের বক্তৃতা দিয়ে তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করতে চাও? তুমি কি সত্যিই মনে কর এইসব প্রহসন...

অর্গ। না ভাই, এ দাঁড়াচ্ছে অধার্মিক আলোচনায়। অধর্মে তোমাদের চিত্ত খানিকটা গদগদ, জানিই। যা' তোমাকে বহুবার বলেছি, আবার বলছি—তোমরা টেনে আনছ দুঃখের কারণ।

ক্লেয়াঁত। দ্যাখো, যেমন তোমরা, তেমনি তোমাদের বচন। সবাই কি চাও অন্ধ হবে তোমাদের মত? ভালো দৃষ্টি যার, সে-ই হ'ল অধার্মিক—যে নমস্কার করে না ভণ্ডামিকে, যথার্থ পবিত্রতার প্রতিও তার থাকবে না শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস। যাও, ভারী তো আমি ভয় করি তোমাদের এই সব বক্তৃতাকে—আমি বলি যা' আমি জানি, এবং ভগবান জানেন আমার হৃদয়। দের মত ভাণকারীদের আমরা কেউই দাস নই। ভণ্ড বীরের মত থাকে ভণ্ড তপস্বীও। যারা যথার্থ বীর, তারা পরিচালিত কর্তব্যর

প্রেরণায়—ঢাক বাজায় কি তারা? সেইরকমই যারা সত্যিকারের তপস্বী, যাদেরই এ-পথে চলা উচিত, তারা এত বাহ্যিক কারসাজি ক'রে বেড়ায় না। ভণ্ডামি আর ভক্তির মধ্যে তুমি কি সত্যিই কোনো তফাৎ দেখতে পাও না, এ্যাঁ? তাদের দুটিকেই তুমি দেখতে চাও এক চোখে, মুখ আর মুখোশকে দিতে চাও সমান সম্মান? তুমি এক করেছ কৃত্রিমতা আর আন্তরিকতাকে, গুলিয়ে ফেলেছ কোনটা আপাত আর কোনটা সত্য, ভূতও পাচ্ছে মানুষের সম্মান, একই বিচার অচল পয়সার আর ভালো পয়সার। প্রায়ই দেখেছি, অদ্ভুত মানুষের মন—যুক্তির সীমার তার কী আপাত সংকীর্ণতা! সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি না ক'রে সে পারে না। আর যা' যথার্থ সত্য, উচ্চতম বস্তু, তাকে সে প্রায়ই নষ্ট করবে তাকে ঠেলে-ঠুলে আরো অনেক সামনে নিয়ে আনতে চেয়ে। এ তোমায় বললাম মাত্র কথায়-কথায়।

অর্গঁ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই--কী পণ্ডিত তুমি, তোমাকেই সকলে সম্মান করবে। পৃথিবীর যত জ্ঞান, তা' এসে ঢুকেছে তোমারি পেটের মধ্যে--তুমিই একমাত্র জ্ঞানী, একমাত্র আলোকপ্রাপ্ত, আমাদের সময়ে তুমি আরেক কাঁত নেমে এসেছ দৈব বাণী নিয়ে—আর যত লোক রয়েছে তোমার আশে-পাশে, তারা সব মূর্খ, গর্দভ।

ক্লেয়াঁত। কোনো সম্মানিত পণ্ডিতই আমি নই ভাই, এবং তেমন কোনো জ্ঞানও এসে ঢোকেনি আমার পেটের মধ্যে—শুধু, এক কথায়, যদি কিছু আমি জানি তো তা' সত্য আর মিথ্যার তফাৎ করতে। সকল বীর ও মহাত্মাদের মধ্যে প্রকৃত ভক্তেরাই আমার পূজনীয়—পৃথিবীতে যা' মহত্তম, সুন্দরতম, তা' হচ্ছে সত্য তপশ্চর্যার পবিত্র আগ্রহ। তাইতো একেবারেই সহ্য করতে পারি না এই বাহ্যিক রঙের আবেগ, এই ভণ্ডামি আর রাস্তায় ঘাটে যারা ভক্তি জাহির ক'রে বেড়ায়, যারা তাদের অনন্ত ঢং-এর দ্বারা শুধু অসম্মান করে ধর্মকে, খুশীমত বিদ্রূপ করে মরমানুষের যা' কিছু পবিত্রতম, উচ্চতম। স্বার্থের বশবর্তী হ'য়ে তারা ব্যবসা করে ধর্মের, ধর্মকে ক'রে তোলে পণ্যদ্রব্য, তাদের ঢুলু-ঢুলু চোখ আর ভণ্ডামির নামে কিনতে চায় সম্মান, প্রশংসা। আর তোমাকে ব'লে রাখলাম, এই লোকগুলোরই এক অস্বাভাবিক ক্ষমতা ধর্মের নামে পয়সা কুড়োনোর। ভগবৎ-প্রেমে যেন তারা জ্বলছে, সব সময়ই চাইছে এটা-ওটা, সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য প্রচার করছে রাজসভার আরামে ব'সে। জানে তারা কী ক'রে মেলাতে হয় তাদের পাপবৃত্তি ও ধর্মাবেগ, তারা ভর্তি

ভণ্ডামিতে, তাদের কোনো বিশ্বাস নেই, তারা যেমন তৎপর, তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। কারুর সর্বনাশ যদি তারা চায়, ধর্মের নাম দিয়ে ঢাকবে তাদের নৃশংস গর্বিত বিরক্তি। এসব লোক সত্যিই আরো সাংঘাতিক, কারণ আমাদের বিরুদ্ধে তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ এমন অস্ত্র নেয় যা' আমরা পূজো না ক'রে পারি না। এবং তাদের সেই আবেগ, যার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতাও তারা পায়, তা' যেন আমাদের খুন করতে আসে এক পবিত্র তলোয়ার হাতে। এইরকম ভণ্ডদের সংখ্যা আজকাল বড় বেড়ে চলেছে, কিন্তু যথার্থ ধার্মিকদের চিনতে কষ্ট হয় না। দ্যাখো না কেন আমাদের এই শতাব্দীতেই, কত আদর্শ উদাহরণ জ্বল জ্বল করছে চোখের সামনে: দ্যাখো আরিস্ত', পেরিয়াঁদ্র, ওর'ত, আলসিদামাস, দ্যাখো পোলিদর, ক্লিতাঁদ্র—কে পারে খণ্ডন করতে এ'দের মহিমা! ধর্মকে তাঁরা ক'রে তোলেননি ছ্যাবলামির বস্তু, তাঁদের মধ্যে পায়নি কেউ লোক-দেখানো ঢং-এর অসহনীয়তা, তাঁদের ভক্তি যেমন কমনীয় তেমনি সহজ। তাঁরা তো কই অন্যদের কর্মের বিচার করতে বসেননি! এইরকম বিচারে তাঁরা দেখেছেন মিথ্যা আত্মম্ভরিতা, তাই অন্যদের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন কথা বলার গৌরব—নিজেদের কর্মের মধ্য দিয়েই আমাদের কর্মকে তাঁরা তিরস্কার করেছেন। লোককে ভালোভাবেই দেখতে চেয়ে মন্দকে তাঁরা মনের মধ্যে স্থানই দেননি। কোনো পরচর্চা, কোনো ষড়যন্ত্রের ধার তাঁরা ধারেননি—তাঁদের সকল প্রচেষ্টা মিলিত হয়েছে সৎভাবে বাঁচার বাসনায়। পাপীর বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো কেঁপে ওঠেননি রাগে, তাঁদের ঘৃণা শুধু পাপেরই প্রতি। কোনো অতিরিক্ত আবেগে ভগবানের ইচ্ছাকে তাঁরা টেনে নিয়ে যেতে চাননি ততটা দূরে, যেখানে ভগবান স্বয়ংই চান না যেতে। এই হ'ল আমার আদর্শ, এই-ই আদর্শ যা নেওয়া উচিত। সত্যি বলতে গেলে, তোমার মানুষটি এ-আদর্শের নন। জানি, তাঁর ধর্মাবেগের প্রতি তোমার বিশ্বাস অতি আন্তরিক, তবু মনে হয় মিথ্যা ঝলকে উনি তোমার চোখ ঝলসে দিয়েছেন।

অর্গ। প্রিয় শ্যালক, তোমার বক্তব্যটি শেষ হয়েছে?

ক্লেয়াঁত। হ্যাঁ।

অর্গ। আমি তোমার অধম দাস।

(চ'লে যেতে উদ্যত)

ক্লেয়াঁত। দয়া কর, আরেকটি কথা ভাই। এ-আলোচনার এইখানেই ইতি। তুমি জানো, ভালের-কে কথা দিয়েছ তোমার জামাই করবে ব'লে।

অগর্গ। হ্যাঁ।

ক্লেয়াঁত। সেই শুভানুষ্ঠানের জন্যে তুমি দিনও ঠিক করেছিলে।

অগর্গ। ঠিকই।

ক্লেয়াঁত। তবে কেন উৎসবটিকে পিছোনো?

অগর্গ। কী ক'রে বলব?

ক্লেয়াঁত। অন্য কোনো নতুন অভিপ্রায় কি আছে তোমার?

অগর্গ। হয়তো।

ক্লেয়াঁত। রাখতে চাও না তোমার কথা?

অগর্গ। তা' তো বলিনি।

ক্লেয়াঁত। আশা করি কোনো বাধাই তোমার শপথকে ওল্টাবে না?

অগর্গ। বলা যায় না।

ক্লেয়াঁত। একটি কথা বলতে এত কারসাজির দরকারটা কী? ভালের-ই আমাকে পাঠিয়েছে এই ব্যাপারে তোমার মত জানতে।

অগর্গ। বেশ তো, ঈশ্বর ধন্য হলেন তাতে।

ক্লেয়াঁত। কিন্তু তাকে কী বলব আমি?

অগর্গ। যা তোমার খুশী।

ক্লেয়াঁত। কিন্তু তোমার ঠিক অভিপ্রায়টা জানার দরকার। সেটা কী?

অগর্গ। ঈশ্বর যা' চান, তাই হবে।

ক্লেয়াঁত। সে যা-ই হোক, ভালের-কে তুমি কথা দিয়েছ—তা' রাখবে কি না?

অগর্গ। আচ্ছা, আমি চললাম।

ক্লেয়াঁত। (একাকী) ছেলেটার প্রেমের ব্যাপারে মনে হচ্ছে একটা কিছু গোলযোগ উপস্থিত। ওকে জানাতে হবে আগেই যা' কিছু ঘটতে চলেছে।

দ্বিতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য — অর্গ, মারিয়ান

অর্গ। মারিয়ান!

মারিয়ান। বাবা!

অর্গ। শোনো, তোমার সঙ্গে একটা গোপন কথা আছে।

মারিয়ান। কী খুঁজছেন আপনি?

অর্গ। (সংলগ্ন কক্ষাংকের একটির ভিতরে তাকিয়ে) দেখছি এখানে কেউ আছে কি না যে শুনতে পারে আমাদের কথা। এই ছোট জায়গাটি চমৎকার, কারুর লুকিয়ে আমাদের কথা শুনে পরে চমকে দেওয়ার পক্ষে। বসা যাক এইখানে। দ্যাখো মারিয়ান, তোমাকে মিষ্ট স্বভাবের মেয়ে ব'লেই আমি চিরকাল জেনে এসেছি এবং চিরকালই তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়।

মারিয়ান। সেই পিতৃস্নেহের জন্য আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।

অর্গ। ঠিকই বলেছ মা: কিন্তু তার যোগ্য হওয়ার জন্য তোমারও তো চাই আমাকে সুখী করা।

মারিয়ান। তারই প্রতি আমি রাখি আমার উচ্চতম অভীপ্সা।

অর্গ। বেশ, বেশ। আমাদের অতিথি তার্ত্যুফের সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা?

মারিয়ান। আমার?

অর্গ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার। উত্তরটা একটু ভেবে-চিন্তে দিও।

মারিয়ান। যা' আপনি চান, তা-ই বলব।

অর্গ। এ তো ভালো মেয়ের মতনই কথা। আচ্ছা, বল'তো মা, তাঁর সর্বাংগে এক নিষ্কলংক পবিত্রতার জ্যোতি—তিনি স্পর্শ করবেন তোমার হৃদয়, এবং তা' তোমার পক্ষে হবে কল্যাণীয় যদি তোমার বিবাহ দিই আমি তাঁর সঙ্গে। কী বল?

(মারিয়ান চমকে দু'পা পিছিয়ে এল)

মারিয়ান। কী?

অর্গ। কী হ'ল?

মারিয়ান। কী বলছেন?

অর্গ। কী?

মারিয়ান। আমি কি ভুল শুনলাম?

অর্গ। কী, ব্যাপারটা কী?

মারিয়ান। কী বলব আপনাকে বাবা, বলুন? কে আমার হৃদয় স্পর্শ করে, আপনার মনোমত কাকে বিয়ে করলে হবে আমার কল্যাণ?

অর্গ। তিনি তার্তুফ।

মারিয়ান। না, না, তা' একেবারেই সত্যি নয়, বিশ্বাস করুন বাবা। এত বড় মিথ্যা কেন আমাকে দিয়ে বলাতে চান?

অর্গ। কিন্তু আমি চাই তাকে সত্যে পরিণত করতে। আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি—আর তুমি কী চাও?

মারিয়ান। এ কী বলছেন আপনি...

অর্গ। হ্যাঁ গো কন্যা, হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে তার্তুফকে প্রজাপতির নির্বন্ধে বেঁধে আমি চাই তাঁকে আমার পরিবারের একজন করতে। উনিই হবেন তোমার স্বামী, আমি তা' স্থির ক'রে ফেলেছি। আর এ-ব্যাপারে তোমার নিজের যা' অভিপ্রায়, তা' আমি...

দ্বিতীয় দৃশ্য—দোরিন, অর্গ, মারিয়ান

অর্গ। কী করছ তুমি ওখানে? আশ্চর্য কৌতূহল তো তোমার মেয়ে—লুকিয়ে শুনতে এসেছ আমাদের কথা?

দোরিন। সত্যিই, এটা গুজব কি না জানিনে, হয়তো কথার কথা মাত্র, হয়তো নেহাৎই লোকের ধারণা। কিন্তু এই বিবাহের খবর আমার কানে পোঁচেছে। আর আমি তা' বিশ্বাসই করিনি।

অর্গ। কেন, ব্যাপারটা কি এতই অবিশ্বাস্য?

দোরিন। এতটা অবিশ্বাস্য যে স্বয়ং আপনি বললেও বিশ্বাস করব না।

অর্গ। তোমাকে বিশ্বাস করানোর পথ আমার জানা আছে।

দোরিন। তাই নাকি? আপনি ঠাট্টা করছেন।

অগর্ঁ। যা' বলছি, তা' ঘটতে শীঘ্রই দেখবে।

দোরিন। হ্যাঁঃ।

অগর্ঁ। একেবারেই ঠাট্টা করছি না।

দোরিন। বিশ্বাস কোরো না তোমার বাবা যা' বলছেন। উনি একটু পরিহাস করছেন।

অগর্ঁ। বলছি...

দোরিন। আপনি তো বলেছেনই, কিন্তু শুনছে কে?

অগর্ঁ। কী, রাগে আমার...

দোরিন। আচ্ছা বেশ, তবে বিশ্বাস করলাম। ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। এইরকম জ্ঞানীর মত দেখতে আপনাকে, শমশ্রুমণ্ডিত মুখ; আপনি কী ক'রে এতটা পাগল হলেন, আজ চাইছেন...

অগর্ঁ। দ্যাখো মেয়ে, তুমি বড্ড মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে শিখেছ—আমি তা' একদম পছন্দ করি না, স্পষ্টই বলছি।

দোরিন। রেগে লাভ নেই, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে কথা বলুন দয়া ক'রে। এই চক্রান্তটি ক'রে আপনি কি লোক হাসাতে চান? একটা বকধার্মিককে নিয়ে আপনার মেয়ে কী করবে? লোকটার অন্য আরো চিন্তা আছে—আর, এইরকম একটি সম্বন্ধে আপনিই কি লাভবান হবেন? এত ঐশ্বর্য নিয়ে আপনি কিনা একটা ছন্নছাড়াকে জামাই করতে চলেছেন...

অগর্ঁ। চুপ কর। জেনো, তাঁর সেই রিক্ততার জন্যেই লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তাঁর দারিদ্র্য পবিত্র লোকেরই দারিদ্র্য। সে-দারিদ্র্যই তাঁকে তুলেছে অনেক ঊর্ধ্বে মহান ক'রে—তাঁর বিষয়সম্পত্তি তিনি ইচ্ছে ক'রেই ছেড়েছেন, এসব নশ্বর জিনিষে তাঁর এতটুকু আগ্রহ নেই। যা' নষ্ট হবার নয়, যা' শাশ্বত, তার প্রতিই ধাবিত তাঁর মন। কিন্তু আমি তাঁকে উদ্ধার করতে চাই তাঁর সমস্ত দেনা হ'তে, যাতে তিনি আবার ফিরে পান তাঁর সম্পত্তি। তাঁর নিজের দেশে সবাই জানে তাঁর বিষয়সম্পত্তির কথা, সকলেই তাঁকে সজ্জন ব'লে মানে।

দোরিন। হ্যাঁ, কিন্তু উনিই একমাত্র বলেন সে-কথা। আর এই যে অহমিকা তাঁর, এ তো তাঁর ধর্মাবেগের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। যে-মানুষ সহজ প্রেরণায় ধর্মের পথ বেছে নেয়, সে কখনো তার বংশ বা পয়সাকড়ির কথা নিয়ে চেঁচায় না—ভক্তির নম্রতা মেলে না এই অভিলাষী উচ্চনাদের

সঙ্গে। কিসের জন্যে এই অহংকার?...কিন্তু আপনি আহত হবেন এসব আলোচনায়—তার কুলগৌরব বাদ দিন, লোকটি নিয়েই আলোচনা করা যাক। বিপদ না ডেকে এনে কী ক'রে এইরকম একটি মেয়েকে আপনি তুলে দেবেন ঐ ধরণের একটি লোকের হাতে? ভেবে দেখেছেন কি এটা কতখানি সংগত হবে, বা এই বিয়ের ফলটা কেমন হবে? জানবেন, ইচ্ছার বিরুদ্ধে এইভাবে বিয়ে করায় মেয়েরা ধর্মচ্যুত হ'য়ে যেতে পারে—সতী স্ত্রী হ'য়ে বাঁচার অভিলাষ মেয়েদের অনেকখানি নির্ভর করে স্বামীদেরই গুণাগুণের ওপর। স্বামীরই দোষ, যদি স্ত্রী তাকে ছেড়ে যায়—স্ত্রীকে তেমন করতে বাধ্য করে স্বামীই। কোনো কোনো স্বামী আবার এমন ছাঁচে তৈরী যে তাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা সত্যিই মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। আর যে-মানুষ তার নিজের মেয়েকে জোর ক'রে এমন একটা লোকের হাতে তুলে দেয়, যাকে তার মেয়ে ঘৃণা করে, সে-মানুষ ভগবানের চোখে দোষী হয় তার মেয়ের সমস্ত স্খলনের জন্যে। আবার ভেবে দেখুন, আপনার এই পরিকল্পনা কতখানি বিপজ্জনক হ'তে পারে।

অগর্ঁ। হ্যাঁ, জীবন সম্বন্ধে আজ আমায় শিখতে হবে তোমার কাছে!

দোরিন। ভালো বই মন্দ করবেন না আমার কথা শুনলে।

অগর্ঁ। আজে-বাজে কথার দরকার নেই। শোনো মা, আমি তোমার বাবা, তোমার কিসে ভালো হবে তা আমি জানি। ভালের-কে আগে কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু শুনেছি ছেলেটি জুয়ো খেলে, তার ওপর ওকে নাস্তিক ব'লেও সন্দেহ হয়—ওকে গীর্জায় যেতেও তেমন দেখিনি।

দোরিন। আপনি কি চান ও গীর্জায় ছুটবে যখনি আপনি যান, যেমন কয়েকজন সেখানে ছোটে শুধু আপনার নজরে পড়ার জন্যেই?

অগর্ঁ। তোমার মতামত তো আমি জিজ্ঞাসা করিনি। যাই হোক না কেন, ধর্মের ব্যাপারে অপর ব্যক্তিটি পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এবং সে-সম্পদের তুলনা নেই। এই বিবাহে তোমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হবে, লাভের সীমা থাকবে না—তাঁর মিষ্ট ব্যবহার ও আদরের অন্ত পাবে না। দুটি পাখির মত তোমরা দুজনে একসঙ্গে বাস করবে, যেন দুটি শিশুর মত, বিশ্বস্ততার পরম আগ্রহে মিলিত হ'য়ে। ঝগড়া কোনোদিন করবে না—ওঁকে যেমনটি গ'ড়ে তুলতে চাও, উনি সেইরকমই হবেন।

দোরিন। ওর চোখে ধুলো দেবে মারিয়ান, ওকে ছেড়ে পালাবে—ব'লে রাখলাম।

অর্গ। উঃ, কী মুখ!

দোরিন। ওর চেহারাটাই অসতীর স্বামী হবার মত। আপনার মেয়ের ধর্ম আর কী করবে? লোকটার নক্ষত্রই যে তাকে টেনে নিয়ে যাবে ঐ পথে।

অর্গ। কথায় বাধা দিও না, আর চুপ করতে শেখো—এ-ব্যাপারে তোমার মাথাটি না ঢোকালেও চলবে।

দোরিন। আপনার ভালোর জন্যেই বলছিলাম।

(দোরিন প্রতিবারই বাধা দিতে উদ্যত, যখনি অর্গ তাঁর মেয়ের দিকে মুখ ফেরান কথা বলতে চেয়ে)

অর্গ। আচ্ছা বাড়াবাড়ি করছ তো! দয়া ক'রে চুপ কর।

দোরিন।...ভালোবেসেই বলছি...

অর্গ। আমি চাই না আমাকে কেউ ভালোবাসে।

দোরিন। কিন্তু আমি যে চাই আপনাকে ভালোবাসতে, আপনি চান আর না-ই চান।

অর্গ। আঃ!

দোরিন। আপনার সম্মান যাতে রক্ষা হয়, তা-ই চাই। আপনি. হ'য়ে দাঁড়াবেন সকলের বিদ্রূপের পাত্র, তা সহ্য করি কী ক'রে?

অর্গ। তুমি কি কিছুতেই চুপ করবে না?

দোরিন। বিবেকে যে বাঁধছে—এইরকম একটি মিলন ঘটাতে দিই কী ক'রে আপনাকে?

অর্গ। কী স্পর্ধা তোর, সাপিনী কোথাকার—চুপ করবি কি না?

দোরিন। আপনি না সাধক? তবুও রাগ করছেন?

অর্গ। হ্যাঁ, এরকম কাণ্ড দেখলে আমার পিত্তি জ্ব'লে যায়—তোর মুখ বন্ধ করতে চাই-ই চাই।

দোরিন। উত্তম। কিন্তু কথা না বললেও আমি ভাবতে থাকব সমানই।

অর্গ। ভাব না, যদি ইচ্ছে হয়—কিন্তু মুখটি খোলার চেষ্টা আর করিসনে...ব্যস।

(কন্যার দিকে চেয়ে)

বুদ্ধিমানের মত আমি সকল দিকই ভালো ক'রে বিবেচনা ক'রে দেখেছি।

দোরিন। কথা না বলতে পেয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলছি।

(তখনি চুপ করে যেই অর্গ ওর দিকে ফেরেন)

অর্গ। খুব সুপুরুষ না হ'লেও তার্ত্যুফের গড়নটি এমন—

দোরিন। হ্যাঁ, মুখখানি একেবারে অপূর্ব!

অর্গ। ...যে যদি তোমার কোনো সহানুভূতিই না থাকে তাঁর প্রতি, তাঁর অন্যান্য গুণের দিকে চেয়ে—

(থেমে দোরিন-এর দিকে তাকিয়ে দেখেন: সে দাঁড়িয়ে দুই হাতে দুই কনুই ধ'রে)

দোরিন। অতএব কন্যা সবই পেল! ওর বদলে হতাম যদি আমি তো দেখতাম কী ক'রে লোকটা জোর ক'রে আমাকে বিয়ে করে, আচ্ছা ক'রে সাজা না পেয়ে। উৎসবটি শেষ হওয়ার পরে দেখাতাম নারী জানে প্রতিশোধ নিতে।

অর্গ। আমার শাসন তা' হ'লে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য হ'ল?

দোরিন। চেঁচাচ্ছেন কেন? আপনার সঙ্গে তো কথা বলছি না।

অর্গ। তবে করছিস কী?

দোরিন। আমি আপন মনে কথা বলছি।

অর্গ। খাসা। এই চরম ঔদ্ধত্যের সাজা দিতে আমি জানি—দেব এমন একটি থাপ্পড়।

(চড় মারতে উদ্যত, কিন্তু যে-মুহূর্তে উনি তাকান, দোরিন মুখ বন্ধ ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়)

শোনো মা, আমার কথা ফেলো না—বিশ্বাস কর, যে-স্বামী তোমাকে দিচ্ছি—

(দোরিনকে)

তুই আর বকছিস না আপন মনে?

দোরিন। আমার আর কিছুই বলার নেই নিজেকে।

অর্গ। বল দেখি কিছু।

দোরিন। আমার ইচ্ছেই নেই বলার।

অর্গ। জানতুম, তুই তা' বলবি।

দোরিন। বোকা হ'লে বলতাম আপনার মনের মত কথা।

অর্গ᷾। যাই হোক, আমার ঋণ শোধ তুমি করবেই মা বাধ্যতা দেখিয়ে, শ্রদ্ধা ক'রে আমার এই নির্বাচনকে।

দোরিন। (ছুটে চলে যেতে যেতে) আমি তো কিছুতেই ওরকম একটা বরকে গ্রহণ করতে পারতাম না।

(অর্গ᷾ চড় মারতে উদ্যত, কিন্তু ফ'স্কে গেল)

অর্গ᷾। কী সর্বনাশা মেয়ে! ও রয়েছে তোমার কাছে, মা! মহাপাপ না ক'রে আমি তো কিছুতেই অমন একটা মেয়ের সঙ্গে বাস করতে পারতাম না। আর বলার শক্তি আমার নেই। মেয়েটার কটু কথায় বুকটা জ্ব'লে গেল—যাই, একটু হাওয়া খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করি গে'।

তৃতীয় দৃশ্য — দোরিন, মারিয়ান

দোরিন। বল, তোমার বাক্‌শক্তি লোপ পেল না কি? তোমার হ'য়ে কি আমাকেই সব বলতে হবে? এমন একটা অর্থহীন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কি তোমার কিছুই বলার নেই, সবই সহ্য করবে মুখ বুঁজে?

মারিয়ান। এমন স্বেচ্ছাচারী পিতার বিরুদ্ধে কী করি বল!

দোরিন। একটা কিছু কর যাতে এড়াতে পার এই বিপদ।

মারিয়ান। কী তা'?

দোরিন। ওঁকে বল যে হৃদয় ভালোবাসতে পারে না পরের কথামত—বল, তুমি বিয়ে করবে তোমার জন্যে, ওঁর জন্যে নয়। ওঁকে বল, যেহেতু তোমাকে নিয়েই এই সব ঘটছে, স্বামী যিনি হবেন, তাঁকে তো তোমার বাবার মনে ধরলে হবে না, তোমারই মনে ধরতে হবে। ওঁর যদি এতই পছন্দ ওঁর তার্ত্যুফকে তো উনি নিজেই তাকে বিয়ে করুন না কেন, কে যাচ্ছে বাদ সাধতে?

মারিয়ান। বুঝছিসই তো, আমার কি সে-শক্তি আছে তাঁকে একথা বলার? সন্তানদেব ওপর পিতার কতখানি অধিকার, জানিস না?

দোরিন। একটু ভেবে কথা বল। ভালের কতই না করল তোমার জন্যে— তাকে ভালোবাসো কি না?

মারিয়ান। দ্যাখ দোরিন, কী ক'রে তুই এমন প্রশ্ন করছিস—ঘোর অবিচার তুই করছিস আমার প্রেমের প্রতি। আমি কি এই হৃদয়টাকে

একেবারে খুলে দিইনি তোর কাছে কত অজস্রবার, তুই জানিস না সে-হৃদয় কী চায়?

দোরিন। কী ক'রে জানব যা' মুখ বলেছে, তা' হৃদয়ের কথা কি না—সেই প্রেমিকই যে তোমাকে সত্যি সত্যি টানে, তার প্রমাণ কী?

মারিয়ান। এমন সন্দেহ ক'রে অত্যন্ত অন্যায় করছিস তুই আমার ওপর। কত না বার হৃদয়টাকে ব্যক্ত করেছি তোর কাছে, যেন সে ফেটে বেরিয়ে এসেছে!

দোরিন। তা' হ'লে তাকে সত্যিই ভালোবাসো?

মারিয়ান। হ্যাঁ, অত্যন্ত।

দোরিন। আর ও? মনে হয় ও-ও কি তোমাকে সমানই ভালোবাসে?

মারিয়ান। মনে তো হয়।

দোরিন। আর দুজনেই দুজনকে বিয়ে করার জন্যে পাগল হ'য়ে আছ?

মারিয়ান। নিশ্চয়ই।

দোরিন। তবে অন্য লোকটার সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে করবে কী?

মারিয়ান। আত্মহত্যা করব, যদি আমার ওপর জোর করা হয়।

দোরিন। খাসা! এমন একটা উপায় আমি ভেবে দেখিনি। বিপদ এড়াতে গিয়ে মরণই হবে তোমার কাছে শ্রেয়। সমাধানটি চমৎকার। কথা শুনলে রাগে গা জ্ব'লে যায়।

মারিয়ান। কী আশ্চর্য! এরকম চ'টে গেলি কেন? তুই কি পরের দুঃখ বুঝতে পারিস না?

দোরিন। যারা বাজে বকে, তাদের প্রতি সহানুভূতি আমার নেই। ঠিক সময়টিতে যারা তোমার মত মিইয়ে পড়ে, তাদের ওপরও কোনো আশা আমি রাখিনি।

মারিয়ান। কিন্তু কী করি বল! যদি আমি লাজুক হই—

দোরিন। প্রেম করতে গেলে বাপু হৃদয়টিকে শক্ত করা চাই।

মারিয়ান। সে-শক্তি কি আমি জমিয়ে রাখিনি ভালের-এর ভালোবাসার জন্যে? আর তারই কি উচিত নয় পিতার হাত থেকে আমাকে লাভ করা?

দোরিন। কী! তোমার বাপ যদি হন জবরদস্ত, তিনি যদি উচ্ছ্বসিত

তাঁর তার্ত্যুফকে নিয়ে, যদি তিনি কাউকে বিয়ের কথা দিয়ে পরে সে-কথা নিজেই রাখেন না, তো সব দোষটা গিয়ে পড়বে সেই প্রেমিকের ঘাড়ে?

মারিয়ান। কিন্তু জোর ক'রে প্রত্যাখ্যান ক'রে, বা চরম বিতৃষ্ণা দেখিয়েই কি পারব এই প্রেমে জর্জর হৃদয়টা দেখাতে, দেখাতে কী আমি আসলে চেয়েছি? ওর হৃদয়ের আগুনটা ওর হ'য়ে কি আমাকেই প্রকাশ করতে হবে, ফেলে দিয়ে নারীর লজ্জা, মেয়ের কর্তব্য?

দোরিন। না বাপু, না—আমি কিছুই চাই না। দেখছি তোমার পছন্দ তার্ত্যুফকেই, আমার ঘাট হয়েছে সেই মিলন থেকে তোমাকে সরিয়ে আনতে চেয়ে। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাকে কেনই বা টানতে যাব! পাত্রটি কী আকর্ষণীয়! শ্রীমান তার্ত্যুফ! ওরে বাবা! কিসে তিনি কম? সত্যিই, তেমন ভাবে দেখলে কে না মানবে, তার্ত্যুফ মশাই নিশ্চয় নন কোথাকার একটা-কে—তাঁর অর্ধাঙ্গিনী হওয়া কি কম ভাগ্যের কথা? সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তিনি বড় ঘরের ছেলে, সুপুরুষ, তাঁর কান দুটি লাল টুকটুকে, গায়ের রঙটি ফুলের মত—এমন স্বামীর সঙ্গে কত সুখেই না তুমি বাস করবে!

মারিয়ান। হায় ভগবান—

দোরিন। এমন স্বামীর পাশে নিজেকে স্ত্রী হিসেবে দেখে মনে মনে কী-আনন্দটাই না তুমি পাবে!

মারিয়ান। ঢের হয়েছে, এবার চুপ কর, তোর পায়ে পড়ি। পথ দ্যাখা, কেমন ক'রে মুক্তি পাই এই বিয়ে থেকে। যা' বলবি, সব করতে রাজী আছি।

দোরিন। না, মেয়ে হ'য়ে বাপের অবাধ্য হ'তে নেই—বাপ যদি মেয়েকে বানরের হাতেও সমর্পণ করতে চান, তবুও নয়। তোমার কপাল তো চমৎকার। ভাবনা কী? ভাড়াটে গাড়ী চ'ড়ে যাবে তাঁর গ্রামে, অজস্র শ্বশুর আর ঠাকুরপো'র মধ্যে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করবে, আর তাদের তুষ্ট করতে মেতে উঠবে আনন্দে। আগে তোমায় নিয়ে যাবে ওরা কুটুম্বদের বাড়ীতে, গ্রামের বিশিষ্ট মহিলাদের নমস্কার করতে যাবে পেঁৗছেই—পিঁড়ি পেতে লোকে তোমায় বসতে দেবে। মেলা যখন বসবে, বড় বড় নাচগানের বদলে দেখবে কেবল দু'তিনটি যন্ত্রের প্যাং-প্যাং-প্যাং—আর হ্যাঁ, হয়তো কখনো বানর-নাচ আর পুতুল-নাচও। তা' সত্ত্বেও যদি তোমার বর—

মারিয়ান। উঃ, ম'রে গেলাম! এই আবোল-তাবোল থামিয়ে ভাব দেখি কেমন ক'রে রক্ষা পাওয়াতে পারিস আমাকে।

দোরিন। যে-আজ্ঞা।

মারিয়ান। আঃ, দোরিন, দয়া কর—

দোরিন। ঘটুক না কাণ্ডটা—সাজা তোমার পাওয়াই উচিত।

মারিয়ান। কী যে বলছিস!

দোরিন। না।

মারিয়ান। যদি খুলেই ব'লে থাকি কী চাই—

দোরিন। কোথায়! তার্ত্যুফ-ই তোমার বর—ও-ই নাচছে তোমার কপালে।

মারিয়ান। জানিস তো, চিরকালই তোর কাছে মন খুলেছি। কিছু কর যাতে আমি—

দোরিন। না। তার্ত্যুফ-এর কাছেই এবার খুলো।

মারিয়ান। বেশ, যদি আর তোকে কিছুতেই নড়াতে পারব না তো ছেড়ে দে' এবার আমাকে চরম নৈরাশ্যের হাতে। তার কাছেই যাব সাহায্য চাইতে—আমার সকল দুঃখের মহৌষধটি পাব কোথায়, জানি।

(চ'লে যেতে উদ্যত)

দোরিন। চললে কোথায়? দাঁড়াও। রাগ পড়েছে। সব সত্ত্বেও, তোমায় করুণা না ক'রে করি কী?

মারিয়ান। বুঝছিস তো দোরিন, এই নিষ্ঠুর আত্ম-বলিতে আমাকে বাধ্য করলে না ম'রে আমি যাব কোথায়?

দোরিন। ভেবো না—বুদ্ধি ক'রে ঠেকানো যেতে পারে ...... এই যে ভালের, দেখছি।

চতুর্থ দৃশ্য — ভালের, মারিয়ান, দোরিন

ভালের। এইমাত্র একটি খবর শুনলাম, এই প্রথম শুনছি। এবং সে-খবরটি খাসা।

মারিয়ান। কী!

ভালের। তোমার সঙ্গে নাকি তার্ত্যুফ-এর বিবাহ।

মারিয়ান। বাবার মাথায় ঢুকেছে এ-ধরণের একটি বাসনা।

ভালের। তোমার বাবা—

মারিয়ান। হ্যাঁ, তিনি মত বদলেছেন। প্রস্তাবটা এই তো কিছুক্ষণ হ'ল পাড়লেন আমার কাছে।

ভালের। যাঃ, সত্যি!

মারিয়ান। সত্যিই। তাঁর খুবই ইচ্ছা, এই বিয়েটা দেন।

ভালের। আর তোমার ইচ্ছাটা কী, জানতে পারি?

মারিয়ান। জানি না।

ভালের। চমৎকার উত্তর। সত্যি জানো না?

মারিয়ান। না।

ভালের। না?

মারিয়ান। কী আমায় করতে বল তুমি?

ভালের। আমি বলব, বেশ তো, বিয়েটা কর।

মারিয়ান। তুমি বলছ তা' করতে?

ভালের। হ্যাঁ।

মারিয়ান। সত্যি সত্যিই?

ভালের। নিশ্চয়। এমন পছন্দের কি তুলনা হয়? তা-ই তো বলছি।

মারিয়ান। বেশ, তোমার উপদেশ গ্রহণ করলাম।

ভালের। আমার মনে হয় সে-উপদেশকে কার্যে পরিণত করতে তোমায় বেগ পেতে হবে না।

মারিয়ান। বলতে যেটুকু বেগ তুমি পেলে, তার বেশি বেগ আমিও পাব না তা' করতে।

ভালের। আমি বললাম তো শুধু তোমাকে সুখী করার জন্যেই।

দোরিন। (স্বগত) দেখি, এ ক'রে কী হয়!

ভালের। এমনি ক'রেই তবে মানুষে ভালোবাসে? ছলনা করেছিলে যখন তুমি—

মারিয়ান। থাক, আর আলোচনা নয় এই নিয়ে। তুমি স্পষ্টই বললে, যেন আমি বর হিসেবে তাকেই গ্রহণ করি যার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা

উঠেছে। আমিও ব'লে দিই, তা' করাই আমার বাসনা, যেহেতু তোমার উপদেশ আমি শিরোধার্য ক'রে নিয়েছি।

ভালের। আমি কী চাই-না-চাই, তার দোহাই দিও না—মনস্থির তুমি আগেই করেছ। এখন পেয়েছ একটা তুচ্ছ অজুহাত—তাইতে ভান করতে চাও কথা না রাখার।

মারিয়ান। সত্যি। ঠিকই বলেছ।

ভালের। আমার জন্যে আসলে কোনোদিনই তোমার কোনো আগ্রহ ছিল না।

মারিয়ান। হায়রে! তা-ই যদি ভাবো, বেশ তো।

ভালের। হ্যাঁ, বেশই বটে—কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি, এ-ই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার আহত মন অন্যত্র ছুটবে তার আশা-আবেগ নিয়ে।

মারিয়ান। সে-বিষয়ে আমার সন্দেহই নেই—বিশেষ ক'রে এত গুণ যখন, তখন আবেগ জাগবে না কেন—

ভালের। থাক, গুণের কথা ছেড়ে দাও—গুণ আমার কমই, আর তা' তুমি আমাকে বোঝাতেও চাও। কিন্তু আমি আশা ক'রে থাকব অন্য কারুর করুণার প্রতি, যার চিত্ত গ্রহণ করতে পারবে আমার এই অপমানিত হৃদয়কে, যে সানন্দে মুছিয়ে দেবে তার ক্ষত।

মারিয়ান। এমন কী ক্ষত এটা, আর এ-ঘটনাও তুমি সহজেই ভুলে যাবে—

ভালের। যথাসাধ্য চেষ্টা অন্তত করব, জেনো—যে-হৃদয় এইভাবে ভুলে যায়, সে যে আঁতে ঘা লাগায়, তাকেও ভুলতে তাই প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়। তা' সম্পূর্ণ ক'রে উঠতে না পারলেও অন্তত ভানটা দেখাতে হয়। যে এইভাবে নিজের প্রেমিককে ত্যাগ করতে পারে, তার প্রতি প্রেম সমানে রেখে চলা কাপুরুষতা মাত্র, আর সেই কাপুরুষতা অমার্জনীয়।

মারিয়ান। অতি উঁচু ভাব, মহানও—সন্দেহ নেই।

ভালের। নিশ্চয়! সক্কলেই বলবে। তুমি কি মনে কর যে নিজের চোখে তোমাকে অন্যের বাহুপাশে ধরা দিতে দেখেও তোমার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ বা আবেগ আমি জাগিয়ে রাখব? আমার যে-হৃদয়কে তুমি আর চাইলে না, তাকে দেব না তুলে অন্যের হাতে?

মারিয়ান। বরং সেইটাই আমি চাই। কর না তা', এক্ষুণি!

ভালের। তা-ই চাও?

মারিয়ান। হ্যাঁ।

ভালের। থাক, যথেষ্ট অপমান করলে। চললাম, তোমার অভিপ্রায় পূরণ করার জন্যে।

(চ'লে যেতে গিয়েও ফিরে আসে)

মারিয়ান। চমৎকার।

ভালের। তুমিই আমায় বাধ্য করছ এই চরম প্রয়াসে, অন্তত সেটুকু মনে রেখো।

মারিয়ান। রাখব।

ভালের। এবং আমার মন যা' করতে চায় এখন, তা' একমাত্র তোমারই দৃষ্টান্তে।

মারিয়ান। আমার দৃষ্টান্তে? বেশ।

ভালের। যাকগে। অবিলম্বেই তোমার আদেশ পালিত হবে।

মারিয়ান। উত্তম।

ভালের। আমি বেঁচে থাকতে আমাকে আর দেখবে না তুমি।

মারিয়ান। বা' বা'।

ভালের। (চ'লে যেতে উদ্যত, কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে) এ্যাঁ?

মারিয়ান। কী?

ভালের। ডাকলে আমাকে?

মারিয়ান। ডাকলাম! স্বপ্ন দেখছ?

ভালের। ও! তাই নাকি? আচ্ছা, চলি তবে। বিদায়।

মারিয়ান। বিদায়।

দোরিন। দেখছি, এই অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডায় তোমরা মাথাটি খারাপ করছ। এতক্ষণ ধ'রে ঝগড়া করছ—আমি চুপই ক'রে ছিলাম। ভাবছিলাম, দেখি এইসব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এই? ভালের মশা...ই!

(ভালের-কে টানতে উদ্যত; ভালের-এর প্রতিরোধের ভান)

ভালের। কী? কী চাই তোর?

দোরিন। আমার কাছে এসো।

ভালের। না, না। রাগে গা জবলে যায়। ও যা চেয়েছে, তা' করার থেকে আমাকে ফেরাস নে।

দোরিন। দাঁড়াও।

ভালের। না। সব তো ঠিক হ'য়েই গেছে—দেখছিস না?

দোরিন। কী মুস্কিল!

মারিয়ান। আমাকে সহ্য হয় না ওর—আমার কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচে। বেশ তো, আমিই চ'লে যাচ্ছি।

দোরিন। (ভালের-কে ছেড়ে মারিয়ান-এর দিকে ছুটে গিয়ে) ভালো রে ভালো! তুমি আবার পালাও কোথায়?

মারিয়ান। ছাড়।

দোরিন। ফিরে এসো।

মারিয়ান। না, না দোরিন, বৃথাই তুই আমাকে ধ'রে রাখতে চাস।

ভালের। দেখছিই তো, আমার দৃষ্টি পর্যন্ত বিষ ওর কাছে। আমার উপস্থিতি হ'তে আমিই মুক্তি দিচ্ছি ওকে।

দোরিন। (মারিয়ানকে ছেড়ে এবার ভালের-এর কাছে ছুটে গিয়ে) আবার? এই যদি আমি চেয়ে থাকি তো গোল্লায় যাও। ঠাট্টা রেখে এবার দুজনে এসো এখানে।

(দুহাতে দুজনকে টেনে আনে দোরিন)

ভালের। তোর অভিপ্রায়টা কী?

মারিয়ান। কী করতে চাস?

দোরিন। চাই তোমাদের একত্র করতে, তোমাদের এই বিপদ হ'তে রক্ষা করতে।

(ভালের-এর প্রতি)

কী ক'রে এমন ঝগড়া তুমি কর? মাথাটা কি খারাপ হ'য়ে গেছে?

ভালের। আর ওর কথা বলার ভঙ্গীটা, তা' দেখিসনি, এ্যা?

দোরিন। (মারিয়ান-এর প্রতি) তুমিও এভাবে চৈতন্য হারাতে পার? পাগল হ'য়ে গেলে নাকি?

মারিয়ান। চোখ দিয়েই তো দেখলি, কী ব্যবহারটা আমার সঙ্গে করল!

দোরিন। (ভালের-এর প্রতি) মূঢ়তা দুজনেরই। তোমাকে পাওয়া ছাড়া অন্য কোনো ইচ্ছা ওর নেই—আমি সাক্ষী।

(মারিয়ান-এর প্রতি)

ও একমাত্র তোমাকেই ভালোবাসে, একমাত্র তোমারই স্বামী হ'তে চায়—একথা বলছি বুকে হাত দিয়ে।

মারিয়ান। তবে এমন উপদেশটা আমায় দিতে গেল কেন?

ভালের। হেন প্রসঙ্গে আমার মতটা চাওয়াই বা কেন?

দোরিন। তোমরা দুজনেই বদ্ধ পাগল। এসো এইখানে, হাতে হাত মেলাও।

(ভালের-এর প্রতি)

হাত দাও বলছি।

ভালের। (দোরিনকে হাত দিয়ে) হাত দিয়ে কী লাভ?

দোরিন। (মারিয়ান-এর প্রতি) এবার তুমি, তোমার হাতটা দাও দেখি।

মারিয়ান। (হাত দিয়ে) কী হবে এসব ক'রে?

দোরিন। নাও, এবার এগিয়ে এসো দেখি তাড়াতাড়ি। দেখছি, জানোই না পরস্পরকে তোমরা কত ভালোবাসো!

ভালের। (মারিয়ান-এর প্রতি) না-ই বা করলে যদি কষ্ট হয়। আর লোকের দিকে অমন ঘৃণার সঙ্গে না তাকালেও চলে।

(মারিয়ান ভালের-এর দিকে চোখ ফেরায় ও মুচকি হাসে)

দোরিন। আসলে, প্রেমে পড়লে মানুষের মাথা খারাপ হ'য়ে যায়!

ভালের। হ্যাঁ, তোমার প্রতি রাগ করার কি কারণ নেই আমার? সত্যি ক'রে বল তো, তুমি কি নিষ্ঠুরতা দেখাওনি—ইচ্ছে ক'রে এমন আঘাত দিয়ে কথা ব'লে?

মারিয়ান। আর তুমি, অকৃতজ্ঞের শেষ—

দোরিন। আচ্ছা, এ-তর্ক পরে করলেও চলবে। দ্যাখো এখন, কী ক'রে এই অশুভ বিয়েটা ঠেকানো যায়।

মারিয়ান। তুই উপায় বাতলে দে' না!

দোরিন। আমাদের যুদ্ধ চালাতে হবে সকল দিকেই। তোমার বাবা ছেলেমানুষি করছেন, বকছেন আবোল-তাবোল। কিন্তু তোমার পক্ষে ভালো হবে যদি তাঁর এই মূঢ় প্রস্তাবে তুমি শুধু মিষ্ট সম্মতির ভান

দেখাও। তা করলে দরকারের সময় তাঁকে সহজেই রাজী করানো যাবে বিয়েটা পিছিয়ে দিতে। আর হাতে যদি সময় পাও তো সব সমস্যারই সমাধান হবে। কখনো বলবে, তুমি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছ, সময় চাই—কখনো বলবে দেখেছ কুলক্ষণ, হয় মড়া দেখে ফেলেছ, নয়তো আয়নাটা তোমার হাত থেকে প'ড়ে হঠাৎ ভেঙে গেল, অথবা স্বপ্ন দেখেছ অশুভ। অর্থাৎ, মজা হবে এই যে যতক্ষণ তুমি নিজে রাজী না হচ্ছ, ততক্ষণ এ-বিয়ে দেওয়ার সাধ্য কারুরই থাকবে না, ওঁরও নয়। কিন্তু যাতে এটা সত্যিই ফলপ্রসূ হয়, আমার মনে হয় এখন থেকে তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে কথা বলতে যেন কেউ না দেখে!

(ভালের-এর প্রতি)

যাও, আর দাঁড়িয়ে থেকো না। বন্ধুবান্ধবদের কাজে লাগাও, যাতে যা তোমায় দেওয়া হবে বলা হয়েছে, তারা তা' তোমাকে পাইয়ে দেয়। ওর ভাইকেও আমরা উস্কে দিতে চলেছি, শাশুড়ীটিকেও টানছি দলে। চললাম।

ভালের। (মারিয়ান-এর প্রতি) সকলে মিলে আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন, আমার সবচেয়ে বড় আশা কিন্তু তুমিই।

মারিয়ান। (ভালের-এর প্রতি) পিতা কী চান-না-চান, তা' আলাদা—তুমি ছাড়া অন্য কেউ আমাকে পাবে না।

ভালের। শুনে কী আনন্দই হ'ল! যে যা-ই করুক না কেন—

দোরিন। উঃ, প্রেমিক-প্রেমিকার কথায় কি কিছুতেই ক্লান্তি আসে না? যাও এবার, বলছি।

ভালের। (যেতে গিয়ে আবার ফিরে এসে) আচ্ছা—

দোরিন। আবার? ·.কী মুখ রে বাবা!

(দুজনের কাঁধ দুহাতে ধ'রে, ধাক্কা দিয়ে)

তুমি এদিকে যাও—আর তুমি, তুমি যাও ঐদিকে।

তৃতীয় অংক

প্রথম দৃশ্য — দামিস, দোরিন

দামিস। শক্তির নামেই হোক আর সম্ভ্রমের নামেই হোক, যদি নিজেকে সংবরণ আর না করতে পেরে ক'রে না ফেলি একটা প্রচণ্ড কাণ্ড, তো এই মুহূর্তেই মরি না কেন বজ্রাহত হ'য়ে, সর্বত্রই লোকে বলুক না কেন গাধা আমায়।

দোরিন। দয়া ক'রে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর। তোমার বাবা তো কথাটি পেড়েছেন মাত্র। ইচ্ছে থাকা এক, কিন্তু সেইটাকে কাজে পরিণত করা কি সব সময় সম্ভব হয়? পরিকল্পনা আর তার লক্ষ্যের মাঝখানে কি কম পথের ব্যবধান?

দামিস। বদমাসটার চক্রান্তের ইতি আমি ঘটাবই—ওর কানে দুটো কথা বলতেই হবে আমাকে।

দোরিন। আস্তে, আস্তে। ওর প্রতি, যেমন তোমার বাবারও প্রতি, কাজের ভারটা ছেড়ে দাও তোমার সৎমাকে। তার্তুফ-এর হৃদয়ের ওপর তাঁর বেশ একটু দখল আছে—উনি যা-ই বলেন, ও শোনে হাসি মুখে, হয়তো ওঁর প্রতি লোকটার হৃদয়ের দৌর্বল্য আছে। ভগবান করুন, তা-ই যেন হয়! তা' হ'লে মজাটা জমবে চমৎকার। তোমার কথাটা তো উনি ফেলতে পারবেন না—তোমার খাতিরে তাকে নিশ্চয় ডেকে পাঠাবেন। যে-বিয়ের ব্যাপারে তুমি মাথা ঘামিয়ে মরছ, তা' সম্বন্ধে উনি ওকে জিজ্ঞাসা করবেন, দেখবেন এ-ব্যাপারে লোকটার সত্যিকার ইচ্ছেটা কী ভেতরে-ভেতরে। এবং উনি তাকে বলতেও পারেন যে এই প্রস্তাবের বিষয়ে ওর যদি তেমন উৎসাহ থাকে তো পরে কত গোলযোগ ঘটতে পারে। ওর চাকরটা বলছিল ও নাকি পুজোয় রত—তাই এখনো ওর সঙ্গে দেখা ক'রে উঠতে পারিনি। কিন্তু তলায় নামছে নাকি শীগগিরই, চাকরটার মুখেই শুনলাম। সুতরাং তুমি এখান থেকে দয়া ক'রে ভেগে পড়—আমি তার্তুফ-এর অপেক্ষা করি।

দামিস। কিন্তু আমিও তো উপস্থিত থাকতে পারি তোমাদের কথাবার্তায়।

দোরিন। না মশাই, না। এ-কথাবার্তা আমি ওর সঙ্গে একলাই করব।

দামিস। আমি মুখটি পর্যন্ত খুলব না।

দোরিন। ঠাট্টা রাখো। সব্বাই জানে তোমার মেজাজ, আর তা-ই সব পণ্ড ক'রে দেবার পক্ষে হবে উৎকৃষ্ট উপায়। যাও, ভাগো।

দামিস। না, আমি কিছুতেই রাগব না—শুধু দেখতে চাই।

দোরিন। আচ্ছা বিপদ তো! ঐ আসছে—যাও, পালাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য — তার্তুফ, লোরাঁ, দোরিন

তার্তুফ। (দোরিনকে দেখে) লোরাঁ, আমার পূজা-অর্চনার সামগ্রীগুলি একজায়গায় রাখো—প্রার্থনা কর যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ সর্বদাই পাও। যদি কেউ দেখা করতে আসে তো বোলো আমি গেছি কারাগারে, বন্দীদের আমার ভিক্ষার উপার্জন দিতে।

দোরিন। কী ভণ্ডামি, আর কী দম্ভ!

তার্তুফ। কী চাই তোমার?

দোরিন। আপনাকে বলতে এসেছিলাম—

তার্তুফ। (রুমাল বার ক'রে) ওঃ, ভগবান! কিছু বলার আগে দয়া ক'রে এই রুমালটা নাও।

দোরিন। কেন?

তার্তুফ। তোমার ঐ স্তনটি একটু ঢাকো, যাতে নজরে না পড়ে। ওরকম জিনিষ দেখে মানুষের মন ঠিক থাকে না, পাপের চিন্তা আসে।

দোরিন। আচ্ছা! আপনি তবে এত সহজেই প্রলুব্ধ হ'তে পারেন, দেহ আপনার ইন্দ্রিয়কে এতখানি অভিভূত করে! অবশ্য জানি না কী উত্তাপে জ্বলতে পারেন আপনি—তবে আমি অতটা আকুল একেবারেই নই জানবেন। আপনাকে আপাদমস্তক উলংগ দেখলেও আপনার দেহ আমাকে এতটুকু প্রলুব্ধ করবে না।

তার্তুফ। একটু বিনয়ী হ'য়ে কথা বলতে শেখো, নইলে আমি এখুনি চ'লে যাব।

দোরিন। সে কী কথা! আমি নিজেই যাচ্ছি, আপনি বিশ্রাম করুন। শুধু এইটুকু বলতে এসেছিলাম যে মা আসছেন এই তলার ঘরে। তিনি আপনার সঙ্গে একটু কথা বলার ভিক্ষা চেয়েছেন।

তার্তুফ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

দোরিন। (স্বগত) দ্যাখো—মেজাজটা সঙ্গে সঙ্গে নরম! যা' ভেবেছি, তা-ই।

তার্তুফ। উনি কি এখুনি আসছেন?

দোরিন। শুনছি যেন ওঁর পায়ের শব্দ। হ্যাঁ, উনিই স্বয়ং। যাই, আপনারা একলা থাকুন।

তৃতীয় দৃশ্য — এলমির, তার্তুফ

তার্তুফ। পরম কারুণিক ঈশ্বর যেন চিরকাল আপনার শারীরিক ও মানসিক কল্যাণ সাধন করেন, আপনার দিনগুলি যেন পূর্ণ হয় তাঁর আশীর্বাদে—এই কামনা ঈশ্বরের প্রেমদীপ্ত ও আপনার এক অধমতম দাসের।

এলমির। আপনার এই মহান শুভেচ্ছায় সত্যিই বড় ধন্য বোধ করছি। আসুন, একটু বসা যাক ভালো ক'রে।

তার্তুফ। অসুখের পর কেমন বোধ করছেন?

এলমির। বেশ ভালো আছি—জ্বরটা ছেড়ে গেছে তাড়াতাড়িই।

তার্তুফ। ঈশ্বরের এই দয়া আমার সামান্য প্রার্থনারই ফল, তা' বিশ্বাস করতে বাধে—তবু জানবেন আপনার আরোগ্য চেয়ে যে-প্রার্থনা আমি করেছি, সেরকমভাবে অন্য কিছুরই জন্য কখনো প্রার্থনা করিনি।

এলমির। আমার প্রতি এই আগ্রহ দেখছি আপনাকে অত্যধিক অশান্ত ক'রে তুলেছে।

তার্তুফ। আপনার স্বাস্থ্য এত কাম্য যে তার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ থাকাই স্বাভাবিক। সেই স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার চেয়ে আমি নিজের স্বাস্থ্যও বিসর্জন দিতে পারি।

এলমির। ও বাবা, এ যে খৃষ্টীয় করুণারও ওপর যায়! এত দয়ার জন্যে আমি যে কী কৃতজ্ঞ, কী ক'রে বলব!

তার্তুফ। এ তো কিছুই নয় তার তুলনায়, যা' সত্যিই পাওয়ার যোগ্য আপনি।

এলমির। একটা ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে গোপনে কথা বলতে চেয়েছিলাম—এ-জায়গাটা ভালো, কারণ কান পেতে কেউ কিছু শুনতে পারবে না।

তার্ত্যুফ। দেবী, আমাকে আত্মহারা করছেন—কী ক'রে বলি, আপনাকে এই একলা পেয়ে কী আনন্দ আমার! এরকম একটি সুযোগের প্রার্থনা কত না করেছি ঈশ্বরের কাছে—তা' তিনি মঞ্জুর করলেন এতদিনে।

এলমির। আমি যা' চাই তা' হচ্ছে খোলাখুলি কথা বলতে—আপনি যেন খোলেন আপনার হৃদয়, গোপনে কিছু না রাখেন।

তার্ত্যুফ। এই আশ্চর্য দয়াই যদি দেখালেন. আমিও তবে চাই আমার হৃদয়টা একেবারে উন্মুক্ত ক'রে দিতে আপনার চোখের সামনে—এবং এ-বাড়ীতে আপনার গুণমুগ্ধ লোকজনের আনাগোনার ব্যাপারে যত সমালোচনা করেছি আজ পর্যন্ত, তা' যে আপনার প্রতি কোনো বিদ্বেষ নিয়ে নয়, বরং এক পবিত্র বাসনা ও আগ্রহের দ্বারা প্ররোচিত হ'য়েই সেরকম করেছি, তাও শপথ ক'রে বলতে চাই—

এলমির। আমিও তো ভালোভাবেই তা' গ্রহণ করি—জানি, আমার মুক্তি চেয়ে উদ্বিগ্ন আপনি।

তার্ত্যুফ। (এলমির-এর আঙুলে চাপ দিয়ে) হ্যাঁ দেবী, সত্যিই, আমার আবেগ এমন—

এলমির। উঃ! লাগছে। বড্ড চাপ দিচ্ছেন।

তার্ত্যুফ। আবেগের আতিশয্যেই। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার কল্পনাও করতে পারি না—আমি বরং—

(এলমিরের কোলে হাত দেয়)

এলমির। ও কি, ওখানে হাত দিয়ে কী করছেন?

তার্ত্যুফ। কাপড়টা একটু ছুঁচ্ছি। এত মসৃণ!

এলমির। আঃ, ছাড়ুন দয়া ক'রে—সুড়সুড়ি লাগছে।

(একটু দূরে স'রে গিয়ে বসলেন—তার্ত্যুফও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে কাছে এল)

তার্ত্যুফ। বাবা! কী চমৎকার সূক্ষ্ম কাজটা কাপড়ের! এরকম অদ্ভুত কাজ আজকাল মানুষ করে—আগে কখনো দেখিনি, কোনো ব্যাপারেই।

এলমির। তা' ঠিক। কিন্তু যা' বলছিলাম—শুনেছি, আমার স্বামী নাকি তাঁর আগের শপথ ভেঙে আপনাকেই কন্যা দিতে মনস্থ করেছেন। সত্যি?

তার্ত্যুফ। সে-প্রসঙ্গে মাত্র দুয়েকটি কথা তিনি বলেছিলেন। কিন্তু দেবী, সত্যি বলতে কি, সেই সুখের আশায় আমি চেয়ে ব'সে নই—যে-আশ্চর্য

মনোহর আনন্দের প্রতি ধাবিত আমার সমস্ত অভিলাষ, তার বিকাশ সম্পূর্ণ অন্যত্র।

এলমির। তার অর্থ, পার্থিব কোনো কিছুর প্রতিই আপনার আকর্ষণ নেই।

তার্তুফ। নিঃসাড় কোনো হৃদয় আমি রাখি না বুকে ক'রে।

এলমির। আমার তো মনে হয় একমাত্র স্বর্গের দিকে চেয়েই আপনি বাঁচেন, এই নিম্নের কিছুরই প্রতি আপনার আসক্তি নেই।

তার্তুফ। যে-প্রেম আমাদের টানে শাশ্বত সৌন্দর্যের প্রতি, তা' বলে না যে নশ্বরের প্রতি আসক্তি আমাদের থাকা উচিত নয়। ঈশ্বরের অনবদ্য সৃষ্টি অনায়াসেই পারে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে চরিতার্থ করতে। সেই জ্যোতি প্রতিভাত হয় আপনার মত রমণীদের মধ্যে, যদিও সেই ঐশ্বর্যের যা' কিছু দুর্লভতম তা' বিচ্ছুরিত আপনাতেই। ঈশ্বর তাঁর সৌন্দর্য যেন উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েছেন আপনার মুখে, যা' দেখে চোখ চমকে যায়, হৃদয় হারায়। আপনি তাঁর এক সম্পূর্ণ সৃষ্টি। এবং যখনি দেখি আপনাকে, আপনার মধ্যে সবিস্ময়ে চিনি সেই সৃষ্টিকর্তাকে, অনুভব করি এই জ্বলন্ত প্রেমে উদ্দীপ্ত হৃদয় আমার যেন এসে দাঁড়িয়েছে সুন্দরতম এক ছবির সামনে—ঈশ্বর এক নিজেকেই এ'কেছিলেন এত সুন্দর ক'রে। আগে ভাবতাম ভয়ে ভয়ে, হয়তো এই গোপন আগ্রহে লুকোনো আমার শয়তান মনেরই স্বাভাবিক পরিচয়—তাই চেয়েছিলাম আপনার দৃষ্টি হ'তে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে, আমার মুক্তির পথে আপনাকে বাধা হিসাবে দেখে। অবশেষে অবশ্য জেনেছি, হে মনোহর সৌন্দর্যের রাণী, এ-আবেগে কিছুই নেই দোষণীয়, একটু চেষ্টা করলেই তাকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়। আর তাইতেই হারাল আমার হৃদয়। সেই হৃদয়কে আপনার প্রতি উৎসর্গ করা, তা' কম স্পর্ধার কথা নয়, মানি। কিন্তু আমার সকল অভীপ্সা আশা রাখে আপনার করুণায়, নয় আমার দৌর্বল্যের ব্যর্থ প্রয়াসে। আপনাতেই আমার আশা, আমার মঙ্গল ও শান্তি। আমার শাস্তি অথবা পরম সুখ, তা' নির্ভর করছে আপনারই ওপর। এখন আপনার সিদ্ধান্তই আমাকে করতে পারে সুখী, যদি তা-ই চান—অথবা অসুখী, যদি সেইরকমই হয় আপনার বাসনা।

এলমির। ঘোষণাটি খুবই বীরোচিত, যদিও বেশ একটু আশ্চর্যকর। আমার তো মনে হয় হৃদয়টাকে আপনার শক্ত করা উচিত ছিল—এমন একটি অভিপ্রায় খাড়া করবেন কী যুক্তি দিয়ে! আপনার মত ধার্মিক, যাঁকে সকলে আদর্শ হিসাবে নেয় ...

তার্ত্যুফ। কেন, ধার্মিক ব'লে কি আমি মানুষ নই? আপনার এই দেবীর মত রূপ দেখে কার না মন ভোলে—কে ধারে যুক্তির ধার! জানি, আমার মুখে এ-ধরণের কথা একটু আশ্চর্য ঠেকতে পারে। কিন্তু দেবী, হাজার হ'লেও আমি তো দেবদূত নই। আর আমার এই মনস্কামনাকে যদি ধিক্কার দেন, তার জন্যে দায়ী কি আপনার রূপটিই নয়? এ-রূপ তো মানুষী নয়, তার চেয়েও বেশি—তার কিরণের ছটা যে-মুহূর্তে দেখেছি, সেই মুহূর্তেই আমার অন্তরের রাণী হয়েছেন আপনি। ঐ ঐশী দৃষ্টির অপূর্ব মাধুর্যে আর বাঁধ সইল না আমার হৃদয়ে, ভেসে গেল সব, উপবাস, প্রার্থনা, ভগবানকে চেয়ে কান্না—আমার সকল কামনা যেন মোড় ফিরে ধাবিত হ'ল আপনার রূপের দিকে। আমার দীর্ঘনিশ্বাস, চোখের চাওয়া, তারা এতদিন আপনাকে যা' বলেছে সহস্রবার, তাই আজ ব্যক্ত করলাম ভাষায় আরো ভালো ক'রে বোঝানোর জন্যে। এবং যদি আপনি দয়ার সঙ্গে ভাবেন যে আপনার দাসের এই বিক্ষোভ অনুচিত ও করুণা দেখিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার ততক্ষণ যতক্ষণ না আমার রিক্ততা তার হীনতা স্বীকার ক'রে আত্ম-সমর্পণ করে, তবুও, হে মাধুর্যময়ী, তবুও চিরকাল থাকবে আপনার প্রতি আমার একই পরম অনুরাগ। আমার কাছে এলে আপনার সম্মান ব্যাহত হবে, সে-বিপদ নেই; আমার দিক থেকেও কোনো ভয় নেই কোনো কুখ্যাতির। ঐ যে সব সাহসী পুরুষ কেবলি নারীর মনোরঞ্জনে রত, আর তাদের মতিভ্রান্ত স্ত্রীর দল, ওদের কেবল লোক-দেখানো কাজ আর ব্যর্থ বাচালতা। কেবলি গর্ব ওদের নিজেদের উন্নতি নিয়ে—এতটুকু যদি কিছু ক'রে থাকে তো তা' হাটে গিয়ে চেঁচিয়ে বলা; ওদের অসংযমী মুখ পেটে কোনো কথাই রাখতে জানে না। তা' ক'রে ওরা অপমান করে সেই বেদীকেই যে-বেদীতে আসে নিজেদের হৃদয় উৎসর্গ করতে। কিন্তু যারা আমার মত, তারা জ্বলে অদৃশ্য বহ্নিতে, তাদের মুখ থেকে কিছুতেই একটি কথাও বেরোয় না। আমাদের সুনামের দিকে আমরা দৃষ্টি রাখি—প্রিয় কেউ যদি আসে, তাকে বঞ্চনা কখনো করি না। আমাদের মত লোকের মধ্যেই পাওয়া যায় সকল নিন্দার অতীত যে-প্রেম, যে-আনন্দ ভয়বিহীন—অবশ্য আমাদের গ্রহণ যদি করতে পারে কেউ।

এলমির। শুনলাম। আমার উদ্দেশে এই মুখর কবিত্ব, তার অর্থও দেখতে পাচ্ছি। একবারও কি ভেবেছেন যে হয়তো আমার ভালো নাও লাগতে পারে, হয়তো আমার স্বামীকে ব'লে দিতে পারি এই প্রেম-নি

কাহিনীটা, এবং তা' জানলে আপনার প্রতি এত বন্ধুত্ব তাঁর উল্টে যেতে পারে নিমেষেই ?

তার্ত্যুফ। আমি যে জানি আপনার অতিশয় সদয়তা—জানি আমার স্পর্ধা পাবে আপনার করুণা। এ-দুর্বলতা মানুষিক; তাই, যদি আহত হ'য়ে থাকেন, ক্ষমা আপনি করবেন এই দুরন্ত প্রেম-নিবেদন। তা' ছাড়া, আপনার রূপের দিকে চেয়ে নিশ্চয়ই বিবেচনা ক'রে দেখবেন যে লোকে তো অন্ধ নয়, যে-কোনো পুরুষ মানুষেরই দেহটাও যে আছে।

এলমির। অন্যে হয়তো ব্যাপারটাকে নিত অন্যভাবে—কিন্তু আমি চলব বুঝেসুঝেই। আমার স্বামীকে কিছু বলব না। কিন্তু, প্রতিদানে আপনার কাছে চাই একটি জিনিষ। তা' হচ্ছে পরিষ্কার ক'রে, কোনো ছল-চাতুরী না ক'রে, ওঁকে আপনার রাজী করাতে হবে তাড়াতাড়ি ভালের-এর সঙ্গে মারিয়ান-এর বিয়েটা দিয়ে দিতে। নিজের দাবীটি আপনার ত্যাগ করতে হবে। পরের জিনিষটি জোর ক'রে দখল ক'রে আপনি নিজের প্রতিপত্তি বাড়াবেন, তা' হবে না। আর—

চতুর্থ দৃশ্য—এলমির, দামিস, তার্ত্যুফ

দামিস। (লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে সংলগ্ন কক্ষাংক থেকে, যেখানে লুকিয়ে ছিল) না মা, না—এ জানাজানি হবে। এই কোণে লুকিয়ে থেকে আমি সব শুনেছি। ঈশ্বরের করুণায় দেখতে পেলাম এই বিশ্বাসঘাতকের অহংকার, এবং তা' আমার সর্বনাশ করতে চলেছে। এই শঠতা ও স্পর্ধার প্রতিশোধ আমি নেব, পথ খুলে গেল আজ চোখের সামনে। বাবার ভুল ভাঙতেই হবে—যে-বদমাশটা তোমাকে আজ প্রেম-নিবেদন করল, তার সত্য রূপ খুলে দেখাবই বাবার কাছে।

এলমির। না, দামিস—উনি যদি এখন হ'তে সৎ পথে চলেন, আমার এই মার্জনার যোগ্য হওয়ার চেষ্টা করেন, তো তা-ই হবে যথেষ্ট। ওঁকে যখন কথা দিয়েছি, তখন তা' আর আমাকে লংঘন করিও না। কাণ্ড বাধানো আমার স্বভাব নয়—এরকম বোকামি নারীরা আমোদের সঙ্গেই নেয়, স্বামীর কানে তা' তোলে না মিছিমিছি।

দামিস। তোমার দিক থেকে তা' সত্যি হ'তে পারে—কিন্তু তার উল্টোটা করায় আমারও যুক্তি কম নেই। ওকে বাঁচাতে চাওয়া মূর্খতা মাত্র—ওর ভণ্ডামির দুঃসহ স্পর্ধা আমায় জাগিয়েছে ন্যায়সংগত ক্রোধে, অত্যন্ত

ক'রে—আমাদের মধ্যে তা' সৃষ্টি করেছে বিশৃংখলার চরম। বহুকাল ধ'রেই ঠকটা চালাচ্ছে বাবাকে—আমার আর ভালের-এর উভয়ের প্রেমেই বাদ সেধেছে। ওর ছলনার ভ্রম হ'তে বাবাকে মুক্ত হ'তেই হবে—আর আজ ভগবান দিলেন আমাকে এমনি এক সহজ সুযোগ, কী ক'রে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই! এ-সুযোগ নষ্ট হ'তে আমি দেব না—তা' করলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব।

এলমির। দামিস——

দামিস। না মা, দয়া ক'রে আমাকে করতে দাও যা' চাই করতে। মন আমার নাচছে আহ্লাদে। সেই প্রতিহিংসার আনন্দ হ'তে তুমি বৃথাই আমাকে জোর ক'রে বঞ্চিত করতে চাও। এ-ব্যাপারের মীমাংসা এখুনি করব—আর সেই সুযোগও দেখছি সামনে।

পঞ্চম দৃশ্য—অর্গ, দামিস, তার্ত্যুফ, এলমির

দামিস। আসুন বাবা, আপনার আগমনটি পালন করি আনন্দের সঙ্গে। আপনাকে দিচ্ছি এমন একটি টাটকা খবর যাতে শুধু চমকে যাবেন। এত আদর-আপ্যায়নের উপযুক্ত শাস্তি আপনি পেলেন—আপনার এই মহাশয় ব্যক্তিটি সেই সম্মানের অতি যথার্থ মূল্যই দিয়েছেন। আপনার প্রতি কী প্রচণ্ড তাঁর আন্তরিকতা, তা' দেখলাম। আপনাকে অপমান করতেও উনি পিছপাও নন। এখুনি মাকে করছিলেন নির্লজ্জ প্রেম-নিবেদন, আমি এখানে লুকিয়ে থেকে ওঁকে হাতে-নাতে ধরেছি। মা অবশ্য ব্যাপারটা নিয়েছেন কৌতুকেরই সঙ্গে, এবং তাঁর বিচক্ষণতায় ভাবছিলেন আপনাকে কোনোরকমেই কিছু জানাবেন না। কিন্তু এই ধৃষ্টতা আমি সহ্য করি কী ক'রে? তাই ভাবলাম, আপনাকে জানানোই আমার কর্তব্য, নইলে মহা অপরাধ করব।

এলমির। হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম, কাজ কী এই সব আজেবাজে কথা ব'লে স্বামীর শান্তি নষ্ট করা। নারীর সম্মান নির্ভর করে না এত তুচ্ছ ব্যাপারের ওপর—তার শুধু জানলেই হ'ল দরকার পড়লে কী ক'রে আত্মরক্ষা করতে হয়। এ আমার মত—আর দামিস, তোমার ওপর যদি আমার এতটুকু প্রভাবও থাকত তো তুমি কিছুই বলতে না।

ষষ্ঠ দৃশ্য—অর্গ, দামিস, তার্ত্যুফ

অর্গ। এ কী শুনছি! হায় ভগবান! এ কি বিশ্বাস্য?

তার্ত্যুফ। হ্যাঁ, হ্যাঁ ভাই, আমি একটা শয়তান, একটা অপরাধী, একটা হতচ্ছাড়া পাপী, অধার্মিকতায় আমার ভেতরটা ভর্তি, আমার চেয়ে বড় বদমাশ আর হয়নি। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার কলুষিত, সারা জীবনটাই শুধু নোংরামি আর পাপের সমষ্টি। তাইতো ভগবান আজ আমায় শাস্তি দিতে চান, আঘাত দিয়ে। যার জন্যে পেতে পারি ভর্ৎসনা, সে-পাপ হোক না যতই সাংঘাতিক, অহংকার ক'রে তার থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি চাই না। এ'রা যা' বলছেন, তা' বিশ্বাসই করুন—ক্রোধে উন্মত্ত হ'ন, পাষণ্ডের মত আমায় ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিন। আসলে এর চেয়ে আরো বেশি শাস্তিই আমার পাওয়া উচিত, কোনো লজ্জাই হবে না অতিরিক্ত আমার পক্ষে।

অর্গ। (পুত্রের প্রতি) মিথ্যুক, এত বড় স্পর্ধা তোর! এই মিথ্যার দ্বারা তুই ওঁর ধার্মিকতার বদনাম দিতে চাস, দেখাতে চাস, তোর পবিত্রতা?

দামিস। কী! এই শঠের এতটুকু মিষ্ট ভানেই এতটা ভুলে গেলেন——

অর্গ। চুপ কর, পাষণ্ড কোথাকার!

তার্ত্যুফ। না না, ওকে বলতে দিন—কেন অনর্থক ওর দোষ দিচ্ছেন! ওর কথা বিশ্বাস ক'রে ভালোই করবেন। কেন আমাকে এমন ক'রে সমর্থন করবেন? জানেন, দোষটা কী? আমার বাইরেটা দেখেই ভুলেছেন আপনি। তাইতেই মনে করছেন, আমি খুব ভালো? না, না, যা' বাহ্যিক, তাই দেখেই আপনি ভুল করছেন। আমার সম্বন্ধে যা' শুনলেন, তার থেকে আমি যে কিছুই কম নই। সকলেই মনে করে আমি খুব ভালো—কিন্তু সত্য যা', তা' হচ্ছে আমার কোনো দামই নেই।

(দামিস-এর প্রতি)

হ্যাঁ বাপু, বলতে থাকো তুমি, বল আমি বদমাশ, আমি পাপী, আমি ভ্রষ্ট, আমি চোর, আমি খুনী! আরো অনেক অজস্র যা' তা' নামে আমাকে ভূষিত কর। আমি তো অস্বীকার করছি না—আসলে এই সবেরই যে যোগ্য আমি। সারাজীবন পাপ করেছি, এ-অপযশ আজ তো মাথা পেতে নিতেই হবে।

অর্গ। (তার্ত্যুফকে) এ কী ভাই! এ যে সহ্যের সীমা পেরিয়ে যাচ্ছে।

(পুত্রের প্রতি)

দেখছিস না, বাঁদর?

দামিস। কী! ওর কথাতে আপনি এমন-ই গ'লে গেলেন——

অগর্ঁ। চুপ কর, পিশাচ!

(তার্তুফকে)

উঠুন ভাই, দয়া ক'রে।

(পুত্রকে)

বাঁদর কোথাকার!

দামিস। ও হয়তো——

অগর্ঁ। চুপ!

দামিস। উঃ, মরছি রাগে। শেষে আমি কি না——

অগর্ঁ। আবার কথা বলেছিস কি তোর মাথা ভেঙে দেব।

তার্তুফ। দোহাই ঈশ্বরের, রাগ করবেন না ভাই। আমার জন্যে ওকে এতটুকু কষ্ট পেতে দেব না—বরং আমিই হেসে গ্রহণ করব চরমতম শাস্তি।

অগর্ঁ। (পুত্রকে) অকৃতজ্ঞ!

তার্তুফ। ওকে ছেড়ে দিন। ওর হ'য়ে হাঁটু গেড়ে যদি আমাকেই মার্জনা চাইতে হয়——

অগর্ঁ। (তার্তুফকে) সে কি! কী বলছেন!

(পুত্রকে)

হতভাগা, চেয়ে দ্যাখ ওঁর করুণা।

দামিস। তবে——

অগর্ঁ। চুপ!

দামিস। কী, আমি——

অগর্ঁ। চুপ, বলছি। জানি, কেন ওঁর পিছনে তোরা উঠে প'ড়ে লেগেছিস—ওঁকে তোরা সকলে ঘৃণা করিস। দেখছিই তো, আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, চাকর-বাকর, সব্বাই ওঁর বিরুদ্ধে খাপ্পা হ'য়ে আছে। এত বড় ধৃষ্টতা তোদের, এমন একজন ধার্মিককে আমার বাড়ী থেকে কি না সরাতে চাস সকল রকম ছল-চাতুরী ক'রে! কিন্তু তোরা যতই চেষ্টা করবি ওঁকে তাড়াতে, আমিও ততই ওঁকে ধ'রে রাখতে উঠে প'ড়ে লাগব। আর আমার পরিবারের সকল দর্প চূর্ণ করতে, যত তাড়াতাড়ি পারি ওঁকে আমার কন্যা সমর্পণ করব।

দামিস। তাকে বাধ্য করবেন এই বিয়েতে?

অর্গ। হ্যাঁ শয়তান, হ্যাঁ, আজ সন্ধে হ'তেই—তোদের রাগাবার জন্যেই। ভারী তো তোয়াক্কা করি তোদের—দেখিয়ে দেব এ-বাড়ীতে কে কর্তা। আমারই কথা সকলকে শুনতে হবে। নে, এবার ঘাট স্বীকার কর শয়তান—পায়ে প'ড়ে ওঁর ক্ষমা চা'।

দামিস। কী, ঘাট স্বীকার করব ওর কাছে? যে-বদমাশ শুধু মিথ্যা ফাঁকি দিয়ে——

অর্গ। এ্যাঁ, শুনবি না? আবার ওঁকে অপমান করবি? বেত, একটা বেত চাই!

(তার্তুফকে)

না, আমাকে বাধা দেবেন না।

(পুত্রকে)

দূর হ'য়ে যা' এখান থেকে এই মুহূর্তে! যেন এ-বাড়ীতে ঢোকার স্পর্ধা তোর আর কখনো না হয়।

দামিস। যাচ্ছি, কিন্তু——

অর্গ। বেরো, এই মুহূর্তেই। তোকে আমার উত্তরাধিকার হ'তে বঞ্চিত করলাম—আর, শুধু তাই নয়, তোকে দিলাম আমার অভিশাপ। দুর্বৃত্ত কোথাকার!

সপ্তম দৃশ্য—অর্গ, তার্তুফ

অর্গ। একজন সাধু ব্যক্তিকে এইভাবে অপমান করা!

তার্তুফ। হায় ঈশ্বর! ওকে ক্ষমা ক'রো আমাকে এই দুঃখ দেওয়ার জন্যে।

(অর্গকে)

যদি আপনি জানতেন কী কষ্টই হয় আমার যখন দেখি আমার ভাই-এর কাছে লোকে চায় এইভাবে আমায় চিত্রিত করতে!

অর্গ। হায় রে!

তার্তুফ। এই অকৃতজ্ঞতার চিন্তা পর্যন্ত আমার অন্তরে এমন দারুণ যন্ত্রণার উদ্রেক করে ... কী ভয়ংকর ফল হ'তে পারে এর ... আমার এত কষ্ট হয় ভেতরে যে কথা বন্ধ হ'য়ে আসে, মনে হয় বুঝি ম'রে যাব।

অর্গ। (কাঁদতে কাঁদতে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে, যে-দরজা দিয়ে পুত্রকে তাড়িয়ে দিয়েছেন) হতভাগা, তোকে না মেরে ছেড়ে দিয়েছি ভেবে

অনুশোচনা হচ্ছে—কেন যে তোকে তখুনি মাটীর ওপর ফেলে দিইনি! এবার একটু শান্ত হন, ভাই আমার, অপরাধ নেবেন না।

তার্ত্যুফ। থাক, এই অপ্রীতিকর আলোচনার এইখানেই ইতি টানা যাক। আমাকে নিয়ে আপনাদের মধ্যে এত অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মাঝে মাঝে মনে হয় এসবের কী দরকার ভাই, আমি চ'লে যাই।

অর্গ। সে কি কথা!

তার্ত্যুফ। দেখছি তো, আমায় সকলেই ঘৃণা করে, আমার আন্তরিকতার বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ জাগাতে চায়।

অর্গ। কী এসে-যায়! আপনি কি ভাবেন আমি তাতে কান দিই?

তার্ত্যুফ। দেখবেন, আমাকে ওরা কিছুতেই এত সহজে ছাড়বে না—আর এই একই ব্যাপারে যা' আজ আপনি বিশ্বাস করছেন না, তা' হয়তো একদিন বিশ্বাস করবেন।

অর্গ। কোনোদিনও না।

তার্ত্যুফ। ভাই, স্বামীর মনে মিছিমিছি সন্দেহ জাগাতে কতক্ষণ লাগে নারীর?

অর্গ। না, না।

তার্ত্যুফ। আমায় ছেড়ে দিন। যদি চ'লে যাই তাড়াতাড়ি এখান থেকে, কোনো উপায়েই আর আমাকে এরা আক্রমণ করতে পারবে না এইভাবে।

অর্গ। না, জীবন থাকতে তা' হ'তে দেব না। আপনি থাকবেন।

তার্ত্যুফ। অতএব, তপশ্চর্যায় আমার নিজের স্বার্থ তুচ্ছ করবই। তবুও, যদি চান——

অর্গ। উঃ!

তার্ত্যুফ। আচ্ছা থাক, আর বলব না। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রে কীভাবে চলতে হয়, তা' আমি জানি। সম্মান এমন বস্তু যে তা' নিয়ে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। আপনার প্রীতি স্মরণ ক'রে কলহের সকল সম্ভব কারণ ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলব। আপনার স্ত্রীর কাছ থেকে পালাব, আমাকে আর দেখবেন না——

অর্গ। না, কারুর কোনো কথায় ভ্রূক্ষেপ না ক'রে আপনি ওর কাছে ঘন ঘনই যাবেন। লোককে রাগে পাগল ক'রে দিতে পারলেই আমি পাব পরম

আনন্দ। ওর সঙ্গে সব সময়ই যেন লোকে আপনাকে দেখে—তা-ই আমি চাই। এ-ই সব নয়ঃ লোককে আরো রাগানোর জন্যে, আমি আপনাকেই করতে চাই আমার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। আপনাকে যথাযথ-ভাবে সমস্ত দান করতে চললাম এখুনি। সত্যিকারের বন্ধু আপনি, আপনাকেই গ্রহণ করব জামাতা হিসেবে। আপনি আমার প্রিয়, ছেলের চেয়েও, স্ত্রীর চেয়েও, পিতামাতার চেয়েও। আপনি কি গ্রহণ করবেন যা দিতে চাই?

তার্ত্যুফ। ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

অর্গ। বেচারা! চলুন, তাড়াতাড়ি দলিল তৈরী ক'রে ফেলা যাক। যারা হিংসেয় জ্ব'লে পুড়ে মরবে, তারা মরুকগে'!

চতুর্থ অংক

প্রথম দৃশ্য—ক্লেয়াঁত, তার্ত্যুফ

ক্লেয়াঁত। হ্যাঁ, একথা ঘুরছে সকলেরই মুখে মুখে. এবং তাতে ফল যা হচ্ছে, তা' আপনার পক্ষে বিশেষ সম্মানজনক নয়—জানবেন। ভালোই হ'ল আপনার দেখা পেয়ে ঠিক সময়ে—দুটি কথায় স্পষ্ট ক'রে আপনাকে বলতে চাই আমার কী ধারণা এ-সম্বন্ধে। যা' শুনলাম, তার কোনো গভীর বিশ্লেষণে আমি যাচ্ছি না—তা' ছেড়ে দিয়ে চরমতম যা' ঘটতে পারে এই ব্যাপারে, তা-ই মেনে নিলাম। না হয় ধরা যাক, দামিস ভালো করেনি, ভুল ক'রে আপনাকে অপবাদ দিয়েছে। কিন্তু খৃষ্টান হ'য়ে সে-দোষ কি আপনি মার্জনা করতে পারেন না, প্রতিহিংসার লোভটা হৃদয় হ'তে সরিয়ে ফেলে? চান কি আপনারি কারণে পিতার গৃহ হ'তে পুত্রকে বেরিয়ে যেতে হবে? বার বার বলছি আপনাকে, স্পষ্ট ক'রেই—এই কেলেংকারিতে ছোট-বড় সবাই স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। আমার কথা যদি শোনেন তো আপনি এখুনি শান্ত হবেন, ব্যাপারটাকে শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবেন না। যা' কিছু রাগ আপনার, তা' ঈশ্বরকে সমর্পণ করুন—ছেলেকে দয়া ক'রে ফিরিয়ে দিন বাপের কাছে।

তার্ত্যুফ। 'আমি তো অন্তর দিয়ে তা-ই চেয়েছিলাম—ওর প্রতি জানবেন আমার কোনো তিক্ততাই নেই। ওর সব ক্ষমা করি, ওকে কোনো দোষই দিই না। ওর ভালো যাতে হয়, তাই করতে চেয়েছিলাম অন্তরের সঙ্গে—শুধু ঈশ্বরের নেই সম্মতি। ও যদি থাকে তো আমায় বেরোতে হবে এখান থেকে। ও যা' করল, তার তুলনা নেই, এবং তার পরে আমাদের সম্বন্ধে শুধু কুৎসার সৃষ্টি করবে। প্রথমত, লোকে কী ভাববে ভগবানই জানেন, হয়তো তারা আমায় কুশলী ব'লে নিন্দা করবে। বলবে আমি নিজেকে অপরাধী হিসেবে জানি ব'লেই এই করুণার ভান দেখাচ্ছি আমারই অভিযোক্তার প্রতি, বলবে ভয় পেয়ে তাকে আমি কৌশলে হাতে আনতে চাই, তার মুখটা বন্ধ করতে চাই।

ক্লেয়াঁত। এসব সারহীন মিথ্যা অজুহাত মাত্র। অনর্থক যুক্তিকে আপনি বড্ড বেশি টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। ঈশ্বরের কী ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সে-ভার কি আপনার? পাপীকে শাস্তি দেওয়ার জন্যে আমাদের তাঁর কী দরকার?

তাঁর ওপরই ছেড়ে দিন তাঁর প্রতিশোধের ব্যাপারটা। অপরাধ মার্জনা করার যে-নির্দেশ তাঁর, তারই কথা ভাবুন। তাঁর মহান আদেশেই যদি চলেন, মানুষকে বিচার আপনি করবেনই না। সৎ কোনো কর্মের জন্যে লোকে কী বলবে, সেই ভয়ে ধর্ম পর্যন্ত মানবেন না? না, ধর্মের যা' নির্দেশ, তা-ই আমাদের সব সময় পালন করা উচিত। অন্য কোনো চিন্তায় মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

তার্ত্যুফ। আমি তো বলেইছি আপনাকে, আমার হৃদয় ওকে ক্ষমা করেছে, আর তা' ঈশ্বরেরও নির্দেশ। কিন্তু আজকের এই অপমান ও কেলেংকারির পর ঈশ্বর এমন নির্দেশ কিছুতেই দেন না যে আমি বাস করি ওর সঙ্গে।

ক্লেয়াঁত। তা' হ'লে বাপ খামখেয়ালে কী বলেছেন, তা' শুনতেই কি ঈশ্বর আপনাকে নির্দেশ দেন? আর আইনত যাতে আপনার কোনো দাবীর ভানও থাকতে পারে না, সেই সম্পত্তির দান গ্রহণ করতেও কি ঈশ্বর আপনাকে বলেন?

তার্ত্যুফ। যারা আমায় চেনে, তারা কখনো ভাববে না যে এতে আমার স্বার্থপরায়ণ চিত্তেরই পরিচয়। জাগতিক ঐশ্বর্যের প্রতি কোনো লোভ আমার নেই, তার মন-ভুলোনো জলুসে আমার চোখে ধাঁধা লাগে না। তবুও যদি সেই দান গ্রহণ করতে আমি রাজী হ'য়ে থাকি তো তার পিছনে আছে আমার এই ভয়টুকুঃ পাছে এত সব সম্পত্তি অযোগ্য হাতে গিয়ে পড়ে, পাছে তা' এমন লোকের অধিকারে আসে যারা তা' শুধু উড়িয়ে দেবে অন্যায়ভাবে—ধর্ম ও পরের কল্যাণে তা' তারা খরচ করবে না, যেমন আমি চাই।

ক্লেয়াঁত। নাই বা করলেন এই অহেতুক ভয়—ন্যায্য অধিকারী যে, সে এর প্রতিবাদ করতে পারে। আপনি ভাববেন না! দামিসকেই হ'তে দিন না কেন তার প্রাপ্যের যথার্থ অধিকারী—এ-সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার বিপদ যদি থাকে তাতে, তা' সত্ত্বেও। ও যদি এর অপব্যবহারও করে তো সেটাও ভালো হবে ওকে এর থেকে বঞ্চনা ক'রে আপনার অপযশ কুড়োনো হ'তে। আমার শুধু আশ্চর্য লাগে ভেবে যে কী ক'রে এত সহজে আপনি প্রস্তাবটিতে রাজী হলেন। কোন সত্য ধর্মে বলে বলুন তো, ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে তার প্রাপ্য হ'তে বঞ্চনা করতে? আর যদি সত্যিই ঈশ্বর আপনার মনে এমন একটি অলংঘ্য বাধার সৃষ্টি করেছেন যাতে

দামিস-এর সঙ্গে আপনি আর কিছুতেই বাস করতে পারেন না তো সজ্জনের মত আপনারই কি এখান থেকে চ'লে যাওয়া উচিত নয় সব বিবেচনা ক'রে? তা' নয়, সমস্ত যুক্তির বিরুদ্ধে আপনি সহ্য করবেন আপনারি কারণে বাড়ীর ছেলেকে লোকে তাড়িয়ে দেয়? অবশ্য, এ হবে আপনার সাধুতা দেখানো——

তার্ত্যুফ। সাড়ে তিনটে বাজল। ধর্মানুষ্ঠানের কিছু কাজে আমাকে ওপরে যেতে হচ্ছে। ক্ষমা করবেন, আমাকে উঠতে হচ্ছে এত তাড়াতাড়ি।

ক্লেয়াঁত। আঃ!

দ্বিতীয় দৃশ্য—এলমির, মারিয়ান, দোরিন, ক্লেয়াঁত

দোরিন। আমাদের সঙ্গে আপনিও দয়া ক'রে মেয়েটার হ'য়ে একটু উঠে প'ড়ে লাগুন, বাবু—অসহ্য যন্ত্রণায় ওর হৃদয়টা জ্ব'লে গেল। যে-শর্তের সিদ্ধান্ত ওর বাবা নিয়েছেন আজ সন্ধের জন্যে, তা' ওকে প্রতি মুহূর্তে মরিয়া ক'রে তুলছে। উনি আসছেন। আমরা এক সঙ্গে লাগি কোমর বেঁধে। শক্তি দিয়েই হোক আর কৌশলেই হোক, ভাঙতেই হবে এই হতভাগ্য পরিকল্পনা যা' আমাদের সকলকেই বিপদগ্রস্ত ক'রে তুলেছে।

তৃতীয় দৃশ্য—অর্গঁ, এলমির, মারিয়ান, ক্লেয়াঁত, দোরিন

অর্গঁ। আঃ! তোমাদের একত্রে দেখে খুশী হলাম।

(মারিয়ানকে)

তোমাদের আনন্দের জন্যে এনেছি এই চুক্তিপত্র—তোমরা ইতিমধ্যেই জানো এর বক্তব্য কী।

মারিয়ান। (হাঁটু গেড়ে ব'সে) দোহাই ঈশ্বরের, বাবা, আপনি জানেন আমার মনঃকষ্ট—যা' কিছু পারে আপনার মনে করুণা জাগাতে, তার নামে বলছি, একটু শিথিল করুন আমাকে জন্ম দেওয়ার দরুন যে-অধিকার আমার ওপর আপনার। আমার হৃদয়বাসনাকে মুক্তি দিন এই বাধ্যবাধকতা হ'তে। আমার কী কর্তব্য আপনার প্রতি, তা' নিয়ে ঈশ্বরের কাছে অনুযোগ করতে আমাকে ঠেলে দেবেন না এই কঠিন শাসনের দ্বারা। যে-জীবন আপনি দিয়েছেন, তাকে আপনিই হতভাগ্য করবেন না বাবা। যদি কোনো মধুর আশা রেখেছিলাম একদিন, চেয়েছিলাম কাউকে

ভালোবাসতে, আর আজ যদি তা' করতে আপনি আমাকে বারণ করেন তো আপনার পায়ে পড়ি বাবা, অন্তত আপনার স্বাভাবিক দয়ায় আমাকে রক্ষা করুন সেই যন্ত্রণা হ'তে, যাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি ঘৃণা করি। আপনার সকল শক্তি আমার ওপর প্রয়োগ ক'রে আমাকে মরিয়া ক'রে তুলবেন না।

অর্গ। (হৃদয়ের দৌর্বল্য অনুভব ক'রে) একি! শক্ত কর হৃদয়। কী এ-সমস্ত মানুষিক দুর্বলতা!

মারিয়ান। ওঁর প্রতি আপনার এত ভালোবাসা, তা' নিয়ে কোনো অনুযোগ আমার নেই। আরো বেশি ক'রে ওঁকে ভালোবাসুন, ওঁকে দিন আপনার সম্পত্তি—আর তা' যদি যথেষ্ট না হয়, আমার সম্পত্তিটাও যোগ করুন সেই দানে। আমি কথা দিলাম বাবা, ত্যাগ করছি আমার অধিকার। কিন্তু দয়া ক'রে আমাকে অন্তত ছেড়ে দিন—আরো যে-ক'টি দিন ভগবান দিয়েছেন আমাকে, তা' কাটাব দুঃখের সঙ্গে কোনো মঠে বা আশ্রমে।

অর্গ। হ্যাঁঃ, বাবা প্রেমে বাধা দিয়েছে কি মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুণী হবার সাধ! ওঠো। এ গ্রহণ করতে যত বিতৃষ্ণা জাগবে তোমার, ততই তো হবে তোমার কৃতিত্ব সেই গ্রহণে। এই বিবাহের দ্বারা শুদ্ধ করবে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে—খামাখা আমার মাথাটা আর খারাপ ক'রো না।

দোরিন। কী আশ্চর্য!

অর্গ। চুপ কর তুমি। যাও যেখানে খুশী। আর একটি কথাও বলবে না ব'লে দিচ্ছি।

ক্লেয়াঁত। যদি কোনো উপদেশ শুনতে প্রস্তুত থাকো——

অর্গ। ভাই, তোমার উপদেশ তো সর্বোত্তম—তা' খুব যুক্তিযুক্ত, তাকে খুব সম্মান করি। কিন্তু তা' শুনতে এখন আমি প্রস্তুত নই।

এলমির। (স্বামীর প্রতি) দেখে শুনে কী যে বলব জানি না—এই অন্ধত্ব তোমার না প্রশংসা ক'রে পারি না। ও তোমাকে এত মোহিত, এত বশীভূত করেছে যে আজ যা হ'য়ে গেল তা' সম্বন্ধে আমাদের কোনো কথাই তুমি আজ বিশ্বাস করবে না।

অর্গ। আমি তোমার দাস। আমি বিশ্বাস করি যা' চোখে দেখি। আমার ঐ দুর্বৃত্ত ছেলেটার কারণে জানি কতখানি তোমারও শিষ্টতা—যে-চালাকি ও চালাতে চেয়েছিল ঐ সব্যক্তির প্রতি, তা' অস্বীকার করার সাহস

তোমার ছিল না। এমন শান্তভাবে তোমাকে দেখলাম সেখানে যে যা' বলছ তা' কী ক'রে বিশ্বাস করব? কারণ তা' সত্য হ'লে তোমাকে অন্যভাবে বিচলিত দেখতাম।

এলমির। কী, কোথাকার কার এক তুচ্ছ প্রেমনিবেদনেও নারীকে তার সম্মান বাঁচানোর জন্যে হ'তে হবে রণরংগিণী? তার উত্তরে চোখ দিয়ে তাকে ছোটাতে হবে আগুন, মুখ ভর্তি করতে হবে গালাগালিতে? এমন প্রসঙ্গে আমার তো শুধু হাসিই পায়· বাড়াবাড়ি আমার ধাতে সয় না। আমি তো মনে করি, শান্ত হ'য়ে মাথাটা ঠাণ্ডা রাখলেই হ'ল। যাদের শিষ্টতা এত বর্বরোচিত যে এতটুকু কথায় নিজেদের সম্মান বাঁচাতে গিয়ে তারা নখ উঁচিয়ে দাঁত কিড়মিড় ক'রে ছুটে আসে, যেন লোকের মুখটাই দেবে ছিঁড়ে, আমি তাদের দলে নই। সেইরকম শিষ্টতা হ'তে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন। আমার ধর্ম পৈশাচিকতা সহ্য করে না। আমার তো মনে হয় একটা কঠিন সতর্ক প্রত্যাখ্যান কিছু কম জোরালো নয় কোনো হৃদয়কে প্রতিহত করার জন্যে।

অর্গ। যাই হোক, জানি কী হয়েছে—আর কথায় ভুলছি না।

এলমির। সত্যি, এই অদ্ভুত দৌর্বল্যের আবার প্রশংসা না ক'রে পারি না। আচ্ছা, যদি তোমাকে দেখাতে পারি যে যা' বলছি তা' সত্য, তখন কি বিশ্বাস হবে?

অর্গ। দেখাবে?

এলমির। হ্যাঁ।

অর্গ। হ্যাঁঃ।

এলমির। কী হ্যাঁঃ? যদি উপায় বার করতে পারি তোমায় দেখাতে, চোখের সামনে?—–

অর্গ। যত সব বাজে কথা!

এলমির। কী আশ্চর্য! অন্তত উত্তর দাও। আমাদের কথায় বিশ্বাস করতে তোমায় বলছিই না। কিন্তু যদি ধর কোনো একটা জায়গা আগে থেকে ঠিক ক'রে তোমাকে পরিষ্কার সব দেখাতে পারি, শোনাতে পারি, তখন কী বলবে তোমার এই সদ্ব্যক্তিটি সম্বন্ধে?

অর্গ। তা' হ'লে বলব যে . . . আমি কিছুই বলব না। কারণ তা' হ'তেই পারে না।

এলমির। ভুল সহজে যায় না—উল্টে আমাকে বলছ মিথ্যুক, এটা সত্যিই বাড়াবাড়ি। অন্তত আমোদের খাতিরেও তোমাকে এখুনি আমি দেখাবই, যা' কিছু লোকে তোমাকে বলছে।

অর্গ। তথাস্তু। দেখি তোমাদের দৌড় কতদূর। কী ক'রে তুমি এই শপথ রাখবে?

এলমির। ওঁকে নিয়ে আয় তো এখানে।

দোরিন। উনি ভয়ংকর ধূর্ত—অত সহজে বোধ হয় ওঁকে ধরতে পারবেন না।

এলমির। না। যাকে ভালোবাসে, তার দ্বারা মানুষ সহজেই ঠকে—আর আত্মাভিমানে মানুষ নিজেকে আপনা হ'তেই ঠকায়। ওঁকে নিয়ে আয় ওপর থেকে।

(ক্লেয়াঁত ও মারিয়ানকে)

তোমরা যাও এখন।

চতুর্থ দৃশ্য—এলমির, অর্গ

এলমির। এগিয়ে এসো এই টেবিলটার কাছে, তলায় সেঁধিয়ে যাও।

অর্গ। কেন?

এলমির। দরকার আছে তোমায় ভালো ক'রে লুকিয়ে রাখার।

অর্গ। এই টেবিলটার তলায় কেন?

এলমির। ওঃ, ভগবান! যা' বলছি কর। আমি ভেবে রেখেছি এই ফন্দী, পরে দেখবে। বলছি, ঢোকো এইখানে। আর ঢুকে একটু সাবধানে থেকো যাতে তোমাকে কেউ দেখতে বা শুনতে না পায়।

অর্গ। না মেনে উপায় নেই, আমার সুশীলতার চরম পরীক্ষা এইখানে-- কিন্তু দেখি তুমি কী ক'রে বেরোও এই অংগীকার হ'তে।

এলমির। এর পর আশা করি আমাকে বলার আর তোমার কিছুই থাকবে না।

(স্বামীর প্রতি, যিনি ইতিমধ্যেই টেবিলের তলায়)

আমি কিন্তু কথা বলব ভারী অদ্ভুতভাবে—চমকে যেও না। আমাকে বলতে দিও যা' খুশী—তা' শুধু তোমারই ভুল ভাঙানোর জন্যে, যেমন আমি কথা দিয়েছি। উপায় নেই, তাই এগোব মিষ্টি কথায়, এমনি

ক'রেই ভণ্ডের মুখোশটা খুলে দেব। ওর প্রেমাবেগকে মিথ্যা সমর্থনের ভাব দেখিয়ে উস্কে দেব, সম্পূর্ণ মুক্তি দেব ওর ঔদ্ধত্যকে। যেহেতু এটা তোমার একলারই কারণে, ওকে আরো ভালো ক'রে গুলিয়ে দেবার জন্যে আমি ভান করব ওর প্রেমনিবেদনে সাড়া দেওয়ার। যেই তোমার বিশ্বাস হবে, থামব সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা গড়াবে ততদূর যতদূর তুমি তা' গড়াতে দিতে চাও। যখন দেখবে আর এগোতে দেওয়া উচিত নয়, তখন তোমারই উচিত হবে ওর উন্মত্ত আবেগ থামানো। তোমার ভ্রান্তি ঘুচোনোর জন্যে ঠিক যতটুকু দরকার, তার বেশি ব্যাপারটাকে না যেতে দিয়ে আশা করি তোমার স্ত্রীর সম্মান রক্ষা করবে। এ বলছি তোমারই ভালোর জন্যে—তুমিই কর্তা হ'য়ে এই আলাপ নিয়ন্ত্রণ করবে, আর . . . ভদ্রলোক আসছেন। ব'সো ঠিক ক'রে। যেন হুট ক'রে বেরিয়ে প'ড়ো না।

পঞ্চম দৃশ্য—তার্ত্যুফ, এলমির, অর্গ (লুক্কায়িত)

তার্ত্যুফ। শুনলাম এইখানে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

এলমির। হ্যাঁ, কয়েকটি গোপন কথা প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু দরজাটা ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিন যাতে সে-কথা আপনার আগেই না জেনে নেয় অন্যে। চারদিকে একটু ভালো ক'রে দেখে নিনও, যাতে আবার কেউ না চমকে দেয়। যা' হ'য়ে গেল খানিক আগে, সেরকম কাণ্ড এবার আমাদের এড়াতেই হবে। এরকমভাবে চমকে কখনো যাইনি—দামিস আমাকে কী সাংঘাতিক ভয়টাই না পাইয়ে দিয়েছে আপনাকে নিয়ে। আর আপনি তো দেখলেনই, কত চেষ্টাই আমি করলাম ওকে সামলাতে, ওর অভিপ্রায়টা নষ্ট করতে। আসলে আমি এত অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম যে ওর বিরুদ্ধে যে কিছু বলব, সে-চিন্তাই আসেনি। কিন্তু ঈশ্বরের করুণায় তাতে শুধু আরো ভালোই হয়েছে--ব্যাপার-স্যাপার চলছে আরো স্থিরতার পথে। ঝড় আপনার সুনামের গুণে কেটে গেছে, আমার স্বামী আপনাকে অপরাধী কখনোই মনে করবেন না। সকলের মুখ আরো ভালো ক'রে শায়েস্তা ক'রে দেবার জন্যে এখন তিনি চান যে আমরা সব সময়ই একত্রে থাকি। তাই তো পরনিন্দার আর কোনো ভয় না ক'রে আমি আপনার কাছে চ'লে এসেছি একলা, এই বন্ধ ঘরে—খুলতে পারছি মন আপনার কাছে, হয়তো একটু অতিরিক্ত তাড়াতাড়িই আপনার আবেগের পক্ষে।

তার্ত্যুফ। ঠিক বুঝতে পারছি না এই ভাষা আপনার—এইমাত্র আপনার কথার ভঙ্গীটা যেন একটু অন্যরকম ঠেকছিল।

এল্‌মির। হায়রে, সেই প্রত্যাখ্যানে যদি আপনার অভিমান হ'য়ে থাকে তো নারীর হৃদয় আপনি এতটুকুও চেনেননি। আপনি দেখছি সে-ধরণের মৃদু আপত্তির অন্তর্নিহিত অর্থ তেমন বোঝেন না। এমন মুহূর্তে লজ্জা এসে যে নারীকে বাধা দেয়, আমরা কিছুতেই নরম হ'তে পারি না। প্রেম যদি আমাদের বশীভূতও করে, তবু তা' মানতে শরম লাগে। প্রথমেই দেখাই রাগের ভাব--কিন্তু যে-ভাবে সেটা দেখাই, তাইতেই বোঝা যায় যে হৃদয় দিয়েছি কি না, কিন্তু মুখে তা' বলতে পারি না, কারণ সম্মানে বাধে। তাইতেই দেখাই যে এরকম প্রত্যাখ্যান সম্মতিরই লক্ষণ। আপনাকে বলতেই হ'ল এত স্পষ্ট ক'রে, লজ্জার মাথা খেয়ে। কিন্তু কথাটা যখন উঠেছেই, বলুন তো দামিস-এর মুখ যদি বন্ধ করতে না পেরে থাকি, সে কি আমার দোষ? নইলে কী ক'রে অতক্ষণ ধ'রে আপনার প্রেমনিবেদন শুনতে পারলাম হাসি মুখে? যদি আপনাকে ভালো না লাগত তো ব্যাপারটা কি আমি নিতে পারতাম অমনভাবে? আর যদি আপনাকে জোর ক'রে থাকি যাতে এই বিয়ের প্রস্তাবে আপনি না ব'লে দেন, তাতেও কি আপনার প্রতি আমার আগ্রহেরই প্রমাণ হয় না—প্রমাণ হয় না আমার সেই মানসিক উদ্বেগেরই, যে-মন আপনাকে পেতে চায় সম্পূর্ণ ক'রে এবং যা' সম্ভব হবে না এ-মিলনটি ঘটলে? তা' ঘটলে, অন্যের সঙ্গে যে আপনার হৃদয়টি আমাকে ভাগ ক'রে নিতে হবে।

তার্ত্যুফ। যাকে ভালবাসি, তার মুখ হ'তে এরকম কথা শোনা কী পরম আনন্দেরই কথা দেবী! মধু যেন চুঁইয়ে-চুঁইয়ে ঝরছে আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ে—এত আনন্দ পাইনি কখনো। আপনার মনোরঞ্জন করতে পারার সৌভাগ্যই আমার শেষ অভীপ্সা, আপনার সাধ মেটাতেই আমার হৃদয় পাবে চরম আনন্দ। কিন্তু সেই আনন্দ সম্বন্ধে যে এ-হৃদয়ের এখনো সন্দেহ, সে-সন্দেহ করার অধিকার আপনি আমাকে দেবেন। হ'তেও তো পারে আপনার এত কথা শুধু চাতুরীমাত্র, শুধু আমাকে বাধ্য করতে এই আসন্ন বিবাহটি ভাঙতে। এবং, সত্যি বলতে কি, এমন মিষ্টি কথায় আমি ভুলতে চাই না, তা' প্রমাণ করতে হ'লে আমায় কিছুটা অনুগ্রহ আপনার আগে করা চাই—যে-অনুগ্রহের আশায় আমি বেঁচে আছি। তবেই পারব আমার প্রতি আপনার এত মাধুর্য ও করুণায় দৃঢ় বিশ্বাসী হ'তে।

এলমির। (একটু খক খক ক'রে কেশে, স্বামীকে সতর্ক করার জন্য) এ কী! আপনি এত তাড়াতাড়ি এগোতে চান, এখুনি ক্লান্তিতে নিঃশেষ করতে চান আমার হৃদয়াবেগ? লজ্জায় মরতে ব'সেও এত বড় স্বীকার করলাম আপনার কাছে, তাও যথেষ্ট নয়? আপনাকে সন্তুষ্ট করতে তো দেখছি আমায় একেবারে শেষ পর্যন্ত যেতে হয়!

তার্তুফ। যা পেতে পারে না, তা' নিয়ে মানুষ আশাও করে না। শুধু কথায় তো আর মন ভোলে না। তাই যখন হাতে আসে সে-সুখ, মানুষ যেন বিশ্বাসই করতে পারে না, সে আগে ভোগ ক'রে চেখে দেখতে চায়। আমি তো জানি কত কম যোগ্য আমি আপনার করুণার, তাইতো সন্দেহ হয় আমার স্পর্ধার এই সৌভাগ্যকে। যতক্ষণ আমার আবেগকে আপনি কাজে চরিতার্থ না করছেন, ততক্ষণ আমি কিছুই বিশ্বাস করব না।

এলমির। হায় ভগবান! একী দুর্দান্ত প্রেম আপনার! আচ্ছা বিপদে ফেললেন আমাকে। প্রচণ্ড মত্ততায় অধিকার করতে চান হৃদয়, চান বলের সঙ্গে বাসনা মেটাতে। আপনার তাড়ার চোটে মানুষ পাবে না আত্ম-রক্ষার অবকাশ, পাবে না একটু নিশ্বাস ফেলারও সময়? এমন ক'রে তাড়া লাগানো কি ভালো—যা' চান, তার সবই আপনাকে দিতে হবে এক্ষুণি-এক্ষুণি? আপনার প্রতি যে-দৌর্বল্য আমার, তার অন্যায় সুযোগ আপনি নিচ্ছেন এইরকম পীড়াপীড়ি ক'রে।

তার্তুফ। আমার প্রেমকে যদি ভালো চোখেই দেখে থাকেন তো এখন কেন গররাজী হচ্ছেন প্রমাণটি দেবার বেলায়?

এলমির। কিন্তু যা' চাইছেন, তাতে আমি কী ক'রে রাজী হই ধর্মের বিরুদ্ধে না গিয়ে? আপনি স্বয়ংই না সেই ধর্মের দোহাই সব সময় পাড়েন?

তার্তুফ। আমার কথায় রাজী হ'তে যদি ধর্মই হয় আপনার বাধা তো সে-বাধা সরানো আমার পক্ষে কিছুই নয়। তা' ভেবে আপনি পিছিয়ে যাবেন না।

এলমির। কিন্তু ধর্মের শাসনকে ভয় না ক'রে করি কী?

তার্তুফ। দেবী, এ আপনার হাস্যকর ভয়, এ আমি দূর করতে পারি। আর দরকার পড়লে নীতি কী ক'রে এড়ানো যায়, তাও আমার জানা আছে। অবশ্য, ধর্ম মানা করে কয়েকটি ভোগবিলাস।

(এখন একেবারে যথার্থ পাষণ্ড কথা বলছে)

কিন্তু সবই খাপ খাইয়ে নেওয়া চলে। সেরকম প্রয়োজন হ'লে, আমাদের

বিবেককে আলগা করার বিদ্যাটি জানা চাই। সেই বিদ্যাই শেখায় কী ক'রে অভিপ্রায়ের শুচিতা দিয়ে কর্মের পাপ শোধন করা যায়। দাঁড়ান দেবী, সেই গুহ্য বিদ্যাটি আপনাকে শেখাই—আপনি শুধু যা' বলছি তাই করুন, আমি অভয় দিচ্ছি। আমার বাসনা পূর্ণ করুন। সব দায়িত্ব আমিই নিচ্ছি — পাপ যদি কিছু থাকে, তাও আমারই ঘাড়ে। বড্ড কাশছেন আপনি।

এলমির। হ্যাঁ, শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।

তার্তুফ। একটু যষ্টিমধু দেব?

এলমির। সর্দিটা এত ব'সে গেছে ভেতরে যে কোনো মধুতেই কিছু হবে না।

তার্তুফ। বড় ভাবনার কথা তো।

এলমির। হ্যাঁ, অত্যন্তই।

তার্তুফ। সে যাই হোক, আপনার সংকোচ সহজেই নষ্ট করা যায়—এই নিভৃতে আপনার ভয়টা কী? আর যতক্ষণ না লোকে জানতে পেরে কাণ্ড বাঁধাচ্ছে, ততক্ষণ পাপ হচ্ছে কী ক'রে? কুৎসাই অপরাধকে অপরাধ করে- নীরবে পাপ করা পাপই নয়।

এলমির। (আবার কেশে), দেখছি রাজী না হ'য়ে আর উপায় নেই— আপনাকে দিতেই হবে সব। নইলে এই আনন্দের, এই আত্মসমর্পণের ভান করা উচিত হবে না। এমন দশায় পড়া সত্যিই লজ্জার কথা—আর তাতে আমায় পড়তে হচ্ছে বাধ্য হ'য়েই। কিন্তু আমায় এতদূর না নামিয়ে যখন ছাড়বেনই না, আমার কথায় বিশ্বাসই করবেন না, চাইবেন সন্তোষজনক প্রমাণ, তখন এই মন-যোগানো ছাড়া আমার গতি কী! এই সম্মতিতে যদি অপরাধ হয় তো সে-অপরাধ আমার নয়, সে-অপরাধ তাঁরই যিনি আমাকে জোর ক'রে বাধ্য করাচ্ছেন এমন করতে।

।। হ্যাঁ দেবী, সে-ভার তো নিয়েইছি—আর নিজের ব্যাপারটা—

এলমির। দরজাটা খুলে একটু দেখুন, আমার স্বামী নেই তো বারান্দায় কোথাও?

তার্তুফ। ওঁর জন্যে এত চিন্তার দরকারটা কী? সত্যি বলতে কি, উনি তো একটা নাকে-দড়ি-দিয়ে টানার মত লোক। আমাদের এই আলাপে উনি গর্বই বোধ করবেন—তা' ছাড়া ওঁকে এমন একটি অবস্থায় নিয়ে

এসেছি যে চোখ দিয়েও উনি যদি বা দেখেন সবই, বিশ্বাস কিছুই করবেন না।

এলমির। তবুও, দয়া ক'রে একটু বেরোন। দেখুন সর্বত্র ভালো ক'রে।

ষষ্ঠ দৃশ্য—অর্গঁ, এলমির

অর্গঁ। (টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে এসে), উঃ, সত্যিই তো! কী জঘন্য লোক রে বাবা! বিশ্বাসই করতে পারছি না, একেবারে থ' হয়ে গেছি।

এলমির। আরে, এত তাড়াতাড়িই বেরোলে? সাহসকে বলিহারি। ঢোকো, ঢোকো, গালিচাটার তলায়—এখনো সময় হয়নি। নিশ্চিত হওয়ার আগে দ্যাখো শেষ পর্যন্ত, অনুমানের ওপরই ভর ক'রে কেন বিশ্বাস করতে যাবে?

অর্গঁ। না, এত বড় বদমাশ নরক হ'তে আগে কখনো বেরোয়নি।

এলমির। হায় ভগবান! এত সহজেই বিশ্বাস করা উচিত হবে না তোমার—যতক্ষণ না তোমার সন্দেহ সম্পূর্ণভাবে যাচ্ছে, ততক্ষণ বেরিও না। তাড়াহুড়ো করলে বলা যায় না, হয়তো ভুল করবে।

(স্বামীকে লুকোলেন নিজের পিছনে)

সপ্তম দৃশ্য — তার্তুফ, এলমির, অর্গঁ

তার্তুফ। দেবী, সকলি যেন চক্রান্ত ক'রে সহায় হয়েছে আমার আনন্দ-লাভের পথে—বাড়ীর সর্বত্র ভালো ক'রে ঘুরে দেখেছি, কেউ কোথাও নেই। আর আমার মন আহ্লাদে আটখানা—

অর্গঁ। (তাকে থামিয়ে), একটু আস্তে! আবেগে আত্মহারা হ'য়ে বড্ড যে ছুটছ, অত আকুল হ'লে তো চলবে না। ওরে আমার ভালো মানুষ রে, ধুলো দিতে চাও তুমি আমার চোখে, এ্যাঁ? তোমার হৃদয়টি তা' হ'লে এমনি ক'রে প্রলোভনে ঝাঁপ দেয়! আমার মেয়েকে বিয়ে করবে, আর আমারই স্ত্রীর পিছনে ছুটবে! সন্দেহ আমার হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকেই, কী ক'রে এইসব ভালো লক্ষণ হ'তে পারে- তবু ভাবছিলাম, কথার সুরটা হয়তো বদলাবে। কিন্তু এই প্রমাণকে আর বেশি দূরে টেনে না নিয়ে গেলেও চলবে—যা' দেখলাম, তা-ই যথেষ্ট আমার পক্ষে। আর দেখতে চাই না।

এলমির। (তার্ত্যুফকে) এই যা' করলাম, এ আমার ঘোর অনিচ্ছা সত্ত্বেও—কিন্তু উনি আমায় এমন দশায় ফেলেছিলেন যে, আপনার প্রতি এইরকম আচরণ না ক'রে আমার উপায় ছিল না।

তার্ত্যুফ। কী! আপনি কি ভাবছেন—

অর্গ। থাক, আর কথার দরকার নেই। এবার দয়া ক'রে এখান থেকে বেরিয়ে চ'লে যাও, কোনো আড়ম্বর না ক'রেই।

তার্ত্যুফ। আমি চাচ্ছিলাম—

অর্গ। আর ভুলছি না তোমার কথায়—বেরিয়ে যাও এই মুহূর্তেই।

তার্ত্যুফ। খুব যে কর্তাগিরি ফলাচ্ছেন! আমি বেরোব কেন? আপনিই বেরোবেন। এ-বাড়ী এখন আমার, তা' প্রমাণও করব। আর আপনাকে দেখিয়েও দেব যে মিথ্যে মিথ্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া পাকানোয় লাভ নেই—লাভ নেই এই সমস্ত চালাকি ক'রে। আমার ক্ষতি অত সহজে করতে পারবেন না—এমন অস্ত্র আমার আছে যা' আপনাকে চমকে দিতে পারে, এই চালাকির উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারে। ধর্মকে অপমান করছেন, তার প্রতিশোধ আমি নেবই। আর যারা আজ আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছে, তাদেরও অনুতপ্ত ক'রে ছাড়ব।

অষ্টম দৃশ্য — এলমির, অর্গ

এলমির। এসব কী কথা, ও বলতে চায় কী?

অর্গ। আমার মাথাটা ঘুরে গেছে—হেসে উড়িয়ে দিই কী ক'রে?

এলমির। কী?

অর্গ। ভুল যে আমারই হয়েছে, তাইতো ও বলতে পারল একথা। দানের ব্যাপারটা দেখছি মহা চিন্তায় ফেলল।

এলমির। দান?—

অর্গ। হ্যাঁ, সেটা করা তো হ'য়েই গেছে। কিন্তু আরো একটা ব্যাপার আছে, সেটা ভেবেও শংকিত হচ্ছি।

এলমির। কী, হয়েছে কী?

অর্গ। জানবে সবই। আপাতত এক্ষুণি দেখা যাক তো ওপরে একটা সিন্দুক এখনো আছে কি না।

পঞ্চম অংক

প্রথম দৃশ্য — অর্গ, ক্লেয়াঁত

ক্লেয়াঁত। এখন করবে কী? কোথায় পালাবে?

অর্গ। কী জানি!

ক্লেয়াঁত। আমার মনে হয় এখন কী করা যেতে পারে, তাই নিয়ে আমাদের একসঙ্গে আলোচনা করা উচিত।

অর্গ। সিন্দুকের চিন্তাটা বড্ডই ভাবিয়ে তুলল তো—ঐ ব্যাপারটাই সব থেকে বেশি আমায় পাগল ক'রে তুলেছে।

ক্লেয়াঁত। সিন্দুকটা তা' হ'লে একটা মস্ত বড় রহস্য?

অর্গ। আর্গাস, ঐ আমার হতচ্ছাড়া বন্ধু, জিনিষটা তারই গচ্ছিত। ও নিজেই চুপি চুপি আমার হাতে সেটাকে তুলে দেয়। পালাবার সময় হতভাগা বেছে বেছে আমকেই ঠিক করল। ওর মুখ থেকে শুনে যা' বুঝেছিলাম, তা' হচ্ছে জিনিষটার মধ্যে এমন সব কাগজপত্র আছে যার সঙ্গে ওর সমস্ত জীবন আর সম্পত্তি জড়িত।

ক্লেয়াঁত। তো সেটাকে কেন আবার অন্য আরেক হাতে তুলে দেওয়া?

অর্গ। তা' করেছিলাম বিবেককে সন্তুষ্ট করতেই। এই প্রতারকটার কাছে আমি সটাং যাচ্ছিলাম ব্যাপারটা খোলাখুলি বলতে। কিন্তু লোকটার কথা শুনে মনে হ'ল, একেবারে সিন্দুকটাই বরং দিয়ে দিই ওকে। কারণ পরে যদি তদন্ত হয় তো আমার নিজেকে বাঁচানোর ওজর থাকবে সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুত—সেক্ষেত্রে সত্যের বিরুদ্ধে শপথ করতে বাধত না আমার বিবেকে।

ক্লেয়াঁত। আচ্ছা বিপদে নিজেকে ফেলেছ, অন্তত দেখে শুনে তো তা-ই মনে হচ্ছে। আমার নিজের মত, এই সম্পত্তিদান ও ওর প্রতি এতটা বিশ্বাস ক'রে তুমি বোকার মত কাজ করেছ—এমন একটা ব্যাপার তোমায় অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারে। আর লোকটার তো তোমার ওপর এমনিতেই এত অধিকার, সেই অধিকারটাকে আরো বাড়িয়ে তুমি চরম মূঢ়তার পরিচয় দিয়েছ। এখন তোমাকে উপযুক্ত একটা উপায় বার করতেই হবে।

অর্গ। কিন্তু জানব কী ক'রে বল? বাইরেটা যার এমন চমৎকার, এত মর্মস্পর্শী যার ধর্মাবেগ, ভেতরে-ভেতরে সে এত বড় একটা শয়তান, এমন প্রচণ্ড ভণ্ড! যখন ওকে আশ্রয় দিই, তখন তো পথে-পথে ভিক্ষে ক'রে বেড়াত, তখন তো ওর কিছু ছিল না . . . যাকগে, যা' হবার হ'য়ে গেছে, আর কোনো ভালো মানুষের মুখই দেখছি না—এখন থেকে তাদের সকলেরই প্রতি আমার ভয়ংকর ঘৃণা, তাদের সকলের হব আমি শয়তানের চেয়ে বড় শত্রু।

ক্লেয়াঁত। এই দ্যাখো! এ কী রাগ তোমার! কোনো ব্যাপারেই ধীরে-সুস্থে তুমি চলবে না—ন্যায় যুক্তি তোমার জন্যে নয়, বাড়াবাড়ি না ক'রে তুমি পারবে না। এখন নিজের ভুলটি বুঝছ, দেখছ ভণ্ডামির আবেগে একদিন মুগ্ধ হয়েছিলে। বেশ তো। কিন্তু এখন নিজেকে শোধরানোর জন্যে করবে প্রচণ্ডতর একটা ভুল—কোন যুক্তিতে এটা বলে? একটা অপদার্থ ঠকের সঙ্গে রাজ্যের যত সজ্জনকে তুমি এক করবে? একটা বদমাশ ধর্মের মিথ্যে চাল দিয়ে তোমাকে ঠকিয়েছে ব'লেই কি মনে করবে সব লোকই ঐ একই ছাঁচে গড়া, সত্যিকারের কোনো ধার্মিক আজ নেই-ই কোথাও? যারা নাস্তিক, তারাই করুক এইরকম ভুল বিচার। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যদি খুঁজে পেতে চাও, থাকো তেমন সংস্পর্শে। ফাঁকিকে সম্মান করার ভুল করো না—কিন্তু তার মানে এই নয় যে তুমি অপমান করবে সত্যিকারের ধর্মাবেগকে। আর, বাড়াবাড়ি না ক'রে যদি তুমি পারবেই না তো সেটা বরং কর উল্টো দিকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য — দামিস, অর্গ, ক্লেয়াঁত

দামিস। যা শুনছি, সত্যি নাকি বাবা? শয়তানটা নাকি আপনাকে ভয় দেখাচ্ছে? ওর প্রতি এত ভালো কাজ করেছেন আপনি, তা' সব ভুলে গেল? লোকটার এই নীচ দম্ভ আমাদের ক্রোধেরও যোগ্য নয়—আপনার এই দয়ালুতা, তা-ই এখন ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় আপনারি বিরুদ্ধে?

অর্গ। হ্যাঁ বাবা, এত কষ্ট কখনো পাইনি।

দামিস। আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি ওর কান দুটো কেটে দেব—এই স্পর্ধার সামনে নরম হ'লে চলবে না। আমারই কর্তব্য এই মুহূর্তে আপনাকে মুক্ত করা। ওর মাথাটা ভেঙে দেব, তা-ই রেহাই পাওয়ার একমাত্র উপায়।

ক্লেয়াঁত। আস্তে, আস্তে—কী দরকার এই চেঁচামেচিতে? তুমি কথা বলছ ঠিক ছেলেমানুষেরই মত। আমরা বাস করি এমন এক সময়ে, এমন এক শাসনে, যখন হিংসা দ্বারা মন্দ বই ভালো ফল পাওয়া যায় না।

তৃতীয় দৃশ্য — মাদাম পেরনেল, মারিয়ান, এলমির, দোরিন, দামিস, অর্গ, ক্লেয়াঁত

মাদাম পেরনেল। এ কী শুনছি? সবই বিরাট এক রহস্য ঠেকছে!

অর্গ। হ্যাঁ, ব্যাপারটা একেবারে নতুন, আমার নিজের চোখে দেখা। এখন দেখুন আমার এত আদরযত্নের কী দাম আমি দিতে বসেছি! দয়াপরবশ হ'য়ে লোকটাকে তুলে এনেছিলাম দারিদ্র্য হ'তে, স্থান দিয়েছিলাম নিজের বাড়ীতে, তাকে গ্রহণ করেছিলাম সহোদর ভাই-এর মত নিত্য নতুন দানে প্রতিদিন তাকে ভূষিত করেছি, তাকে দিতে চলেছি আমার কন্যা, তাকে দিলাম আমার সমস্ত সম্পত্তি পর্যন্ত। আর সেই হতচ্ছাড়া শয়তানটা কি না সেই সঙ্গে আমার স্ত্রীর ধর্মও নষ্ট করতে চায়? এত জঘন্য প্রবৃত্তিতেও সন্তুষ্ট না হ'য়ে সে কি না আজ সাহস পায় আমাকে ভয় দেখানোর- আমার করুণার মূর্খতায় যে-অধিকার তাকে দিয়েছি, তার সুযোগ নিয়ে আমার সর্বনাশ করতে চায়? আমাকে তাড়াতে চায় সেখান হ'তে যেখানে আমিই একদিন ওকে স্থান দিয়েছিলাম। আমাকে ফেলতে চায় সেই দুর্দশায়, যে-একই দুর্দশা হ'তে আমি একদিন ওকে তুলে এনেছিলাম।

দোরিন। বেচারা!

মাদাম পেরনেল। কিন্তু বাপু, আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না যে এমন হীন কাজ উনি সত্যিই করতে চান।

অর্গ। কী?

মাদাম পেরনেল। ভালো মানুষরা চিরকালই অন্যের হিংসার পাত্র হয়।

অর্গ। তার মানে? কী আপনি বলতে চান মা?

মাদাম পেরনেল। তোমার বাড়ীতে বাপু সকলেই চলে একটু অদ্ভুত ভাবে এবং অতি ভালো ক'রেই জানি ওঁর প্রতি ঘৃণা এখানকার সকলের।

অর্গ। যা বলছি, তার সঙ্গে সেই ঘৃণার সম্বন্ধটা কী?

মাদাম পেরনেল। এ তোমায় বলেছি একশো বার, যখন ছোটো ছিলে।

পৃথিবীতে ধর্মের প্রতি আক্রমণ এক চিরকেলে ব্যাপার—ঈর্ষান্বিতরা মরে বটে, কিন্তু ঈর্ষা কখনো মরে না।

অর্গ। কিন্তু আজ যা' হ'য়ে গেল, তার সঙ্গে আপনার এসব কথার সম্বন্ধটা কোথায় বুঝে উঠতে পারছি না।

মাদাম পেরনেল। ওঁর সম্বন্ধে যত আজগুবি কাহিনী ওরাই তোমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে।

অর্গ। আপনাকে তো বললামই, আমি নিজের চোখে দেখেছি সব।

মাদাম পেরনেল। কম হিংসায় কি ভর্তি নিন্দুকদের মন!

অর্গ। আপনি তো দেখছি আমায় পাগল করবেন মা। আপনাকে বলছি যে আমি নিজের চোখে দেখেছি এই দুর্বিষহ পাপ।

মাদাম পেরনেল। মুখ হ'তে এখানে বিষ ছুটেই আছে—কার সাধ্য আত্ম-রক্ষা করে?

অর্গ। এ-তর্কের কোনো মানে হয় না। আমি বলছি নিজের চোখে দেখা, আমার এই চোখে দেখা, যাকে বলে চোখে দেখা, বুঝলেন? চান কি গলা ফাটিয়ে আপনার কানে বলব বার বার?

মাদাম পেরনেল। ঐ চোখ প্রায় ক্ষেত্রেই ভোলে আপাত দেখেই—যা' দেখব, তা-ই যে সব সময় সত্য ব'লে বিচার ক'রে বসব, সেটা কি একটা কথা?

অর্গ। রাগে মাথা খারাপ হ'য়ে যাবার যোগাড় হ'ল।

মাদাম পেরনেল। মিথ্যা সন্দিগ্ধ হওয়া মানুষের স্বভাবই। তাই প্রায়ই ভালোকে মনে হয় মন্দ।

অর্গ। আমার স্ত্রীকে আলিংগন করতে যাওয়াটাকে মনে করতে হবে তবে এক ধর্মাবেগেরই প্রকাশ?

মাদাম পেরনেল। দ্যাখো, কাউকে দোষী সাব্যস্ত করার আগে দরকার ন্যায়সংগত প্রমাণের। একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার অপেক্ষা করা উচিত।

অর্গ। হায় কপাল, এর চেয়ে নিশ্চিত প্রমাণ আর কী চাই আমার। আপনি বলবেন তা' হ'লে আমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল যতক্ষণ না আমার চোখের ওপর ও . . . যান, খারাপ কথা ব'লে ফেলছিলাম।

মাদাম পেরনেল। সে যাই হোক না, অতি পবিত্র চেতনায় ওঁর সমস্ত হৃদয় উদ্বুদ্ধ—তা' দেখেই চেনা যায়। আমি কিছুতেই অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ

করতে পারব না যে যা' সব তোমরা ওঁর বিরুদ্ধে এমন ক'রে বলছ, তা' উনি সত্যিই করতে চেয়েছেন।

অর্গ। যান, আপনি যদি মা না হ'তেন তো জানি না আপনাকে **কী** বলতাম—এত রাগ হচ্ছে আমার।

দোরিন। এ-সাজা ঠিকই আপনার, বাবু—আপনি এখানকার কিছুই বিশ্বাস করছিলেন না, এখন আপনাকেই বিশ্বাস করছে না লোকে।

ক্লেয়াঁত। আজেবাজে কথায় শুধু সময় নষ্ট হচ্ছে, যার প্রতিটি মুহূর্ত এখন লাগানো দরকার উপায় খুঁজে পেতে। শয়তানটার হুমকির সামনে ঘুম দিয়ে প'ড়ে থাকলে তো চলবে না।

দামিস। কী! সত্যিই কি ওর স্পর্ধা এতদূর যাবে?

এলমির। তা' সম্ভব ব'লে আমার নিজের তো বিশ্বাস হয় না। ওর কৃতঘ্নতা এত অতিরিক্ত সুস্পষ্ট যে তাকে না দেখে উপায় নেই।

ক্লেয়াঁত। ওরকম ভুলটি ক'রো না। তোমাদের আশা-ভরসা-যুক্তিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ওর প্রয়াসকে সফল করার উপায় ও জানে। চক্রান্ত-কারীদের ক্ষমতা এমন যে তারা জানে এর চেয়ে সামান্য কারণে কী ক'রে লোককে বিপদগ্রস্ত করতে হয়। আবার বলছি, এই শক্তি এখন ওর, ওকে কিছুতেই অতটা রাগতে দিও না।

অর্গ। আচ্ছা, মানছি। কিন্তু করি কী? ঠকটার স্পর্ধা দেখে আমি রাগ সামলাতে পারিনি।

ক্লেয়াঁত। সত্যিই, ভাবছিলাম বিপদটা এড়াতে যদি কোনোরকমে কেউ এখন তোমাদের দুজনের মধ্যে একটা আপোষের সৃষ্টি করতে পারে।

এলমির। যদি জানতাম যে ওর হাতে আছে এমন অস্ত্র তো ব্যাপারটাকে নিশ্চয়ই এতদূরে টানতাম না। তবে আমার . . .

অর্গ (দোরিনকে)। কী চান ভদ্রলোক? দেখে এসো তো তাড়াতাড়ি! লোকের সঙ্গে এখন দেখা করার মত অবস্থাই আমার বটে!

চতুর্থ দৃশ্য — শ্রীযুক্ত লোআইআল, মাদাম পেরনেল, অর্গ, দামিস, মারিয়ান, দোরিন, এলমির, ক্লেয়াঁত

শ্রীযুক্ত লোআইআল। নমস্কার। দয়া ক'রে বাবুকে বল তাঁর সঙ্গে একটু কথা আছে।

দোরিন। ওঁর সঙ্গে এখন অনেক লোক আছে। মনে তো হয় না এখন কারুর সঙ্গে তিনি দেখা করতে পারবেন।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। জোর করার কোনো বাসনা আমার নেই—তাঁর অসন্তোষ সাধনের জন্যেও বোধ হয় আমি আসিনি। একটা ব্যাপারে আমি তাঁর কাছে এসেছি, যা' শুনে তিনি সুখীই হবেন।

দোরিন। আপনার নাম?

শ্রীযুক্ত লোআইআল। শুধু বলবে ওঁকে, আমি এসেছি শ্রীযুক্ত তার্ত্যুফ-এর তরফ থেকে—ওঁরই ভালোর জন্যে।

দোরিন (অগর্´কে)। ভদ্রলোক নাকি আসছেন শ্রীযুক্ত তার্ত্যুফ-এর তরফ থেকে এবং বলছেন মিষ্ট ক'রে যে আপনার সঙ্গে তাঁর কথা আছে, যে-কথা শুনলে আপনি সুখী হবেন।

ক্লেয়াঁত। দেখা কর। দ্যাখো, কী চায় লোকটা?

অগর্´। হয়তো আমাদের মধ্যে একটা আপোষের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। কী ভাব দেখাব?

ক্লেয়াঁত। রাগটি প্রকাশ ক'রো না। যদি আপোষের কথা বলে, শুনবে শান্ত হ'য়ে।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। নমস্কার। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। যে আপনার সর্বনাশ চায়, তাকে যেন তিনি ধ্বংস করেন।

অগর্´। ঠিকই ধরেছি, এই মধুর আরম্ভ কোনো আপোষেরই পূর্বলক্ষণ।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। আপনার পরিবারের সকলেই আমার প্রিয়, চিরকাল—আপনার পিতার আমি দাস ছিলাম।

অগর্´। ক্ষমা করবেন আমার অপরাধ আপনার নাম বা আপনাকে না জানার জন্য।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। নাম আমার লোআইআল, আদি নিবাস নর্মাঁদি-তে—আদালতে চৌকিদার, অনিচ্ছা সত্ত্বেও। ঈশ্বরের কৃপায় গত চল্লিশ বছর ধ'রে আমার কর্তব্য ক'রে এসেছি যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে। আপনার অনুমতি নিয়ে আজ এসেছি এখানে, জানাতে বিচারগত একটি অধ্যাদেশ।

অগর্´। কী, আপনি এখানে—

শ্রীযুক্ত লোআইআল। রাগ করবেন না। এ শুধু সমন বই নয়। আদেশ হচ্ছে আপনার ও পরিবারের সকলের এ-বাড়ী খালি ক'রে বেরিয়ে যাওয়া,

আসবাবপত্র সব বাইরে আনা, ও অন্যের জন্যে জায়গা ছেড়ে দেওয়া। অবিলম্বে ও স্থগিত না রেখে, যেমন প্রয়োজন।

অর্গ। কী! আমায় বেরিয়ে যাওয়া?

শ্রীযুক্ত লোআইআল। আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি জানেন, এ-বাড়ী এখন নিঃসংশয়ে শ্রীযুক্ত তার্ত্যুফের অধিকারে। চুক্তি অনুযায়ী আপনার সম্পত্তির উনিই কর্তা এখন হ'তে। সে-চুক্তিপত্র আমি সঙ্গেই এনেছি। তাতে গলদ নেই আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

দামিস। কী আশ্চর্য ঔদ্ধত্য! প্রশংসা না ক'রে পারি না।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। আপনার সঙ্গে কোনো কথা আমার নেই। আমার কথা ওঁর সঙ্গে। উনি বুদ্ধিমান ও মিষ্টভাষী—অন্যের কর্তব্য সম্বন্ধে উনি এত ভালো ক'রে জানেন যে কিছুতেই বিচারের বিরোধে যাবেন না।

অর্গ। কিন্তু—

শ্রীযুক্ত লোআইআল। হ্যাঁ, আমি তো জানিই, সম্পত্তির জন্যে আপনি বিপ্লব বাধাতে চাইবেন না ও আমাকে এই আদেশ পালন করতে দেবেন ভদ্রলোকের মত।

দামিস। চৌকিদার মশাই, ভেবে দেখেছেন কি আপনার এই কালো চাপকানটার ওপর বেতের ঘা' পড়তে পারে?

শ্রীযুক্ত লোআইআল। দয়া ক'রে আপনার পুত্রটিকে চুপ করতে বলুন, অথবা তাঁকে চ'লে যেতে বলুন— নয়তো বাধ্য হ'য়ে ওঁর নাম এবং ওঁর এই ব্যবহারের কথাটা আমায় লিখতে হবে বিবরণীতে।

দোরিন (স্বগত)। লোকটির ভাবখানা তত মিষ্ট তো নয়!

শ্রীযুক্ত লোআইআল। সজ্জনদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। তাইতো অন্য কাউকে আসতে না দিয়ে আমি নিজেই ইচ্ছে ক'রে এসেছি এ-আদেশ নিয়ে আপনার কাছে, আপনাকে সুখী করতেই। অন্য কেউ হ'লে তার হয়তো থাকত না এত শ্রদ্ধা আপনার প্রতি, হয়তো সে রূঢ় ব্যবহার করতো।

অর্গ। কিন্তু বলছেন তো বাড়ী হ'তে বেরিয়ে যেতে। লোকের প্রতি এর চেয়ে খারাপ ব্যবহার আর কী করতে পারতেন?

শ্রীযুক্ত লোআইআল। কিছুটা সময় আপনাকে দেওয়া হবে। আমি দেখব যাতে এ-আদেশ আগামীকাল পর্যন্ত কার্যকরী না হয়। শুধু এখানে আজ রাতটি কাটাতে আসব আমার দশজন লোক সঙ্গে এনে—টুঁ শব্দটি করব না, লোকে জানবেও না কিছু। শুধু নিয়ম রক্ষার জন্যে, আপনার দরজার চাবিটি দয়া ক'রে আমাকে দেবেন শুতে যাবার আগে। আপনাদের বিশ্রামে কোনোরকমে ব্যাঘাত আনতে দেব না এবং যেটুকু করব, সেটুকু না করলেই নয়। কিন্তু কাল ভোরে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে আপনাদের প্রস্তুত থাকতে হবে বাড়ী খালি ক'রে দিতে। আমার লোকেরা আপনাদের সাহায্য করবে—বেছে বেছে জোয়ান লোক নিয়েছি, যাতে তারা জিনিষপত্র নামানোয় আপনাদের সেবায় আসতে পারে। আমার মনে হয়, ওদের এমন যোগ্য কাজে লাগাতে অন্য কেউই পারত না। আর আপনাকে এত সম্ভ্রম করছি ব'লেই অনুরোধ এই যে আপনারাও ওদের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করবেন ও আমার কর্তব্যে কোনোরকমে বাধা দিয়ে আমাকে বিপদে ফেলবেন না।

অর্গ (নীচু গলায়)। যে-শ'খানেক মহামূল্য মুদ্রা এখনো আমার আছে, তা' এক্ষুণি ত্যাগ করতে রাজী আছি—কিন্তু বদলে যদি শুধু পারতাম এই জানোয়ারটার মুখে প্রাণের আনন্দে একটি প্রচণ্ডতম ঘুঁষি মারতে!

ক্লেয়াঁত (অর্গকে নীচু গলায়)। ক'রো না। কী দরকার সব পণ্ড ক'রে?

দামিস। এই অদ্ভুত স্পর্ধা দেখে নিজেকে সামলানো দায়। হাতটা নিশপিশ করছে।

দোরিন। এমন চমৎকার পিঠটি আপনার, শ্রীযুক্ত লোআইআল। ওখানে কয়েক ঘা' বেত পড়লে কিছু মন্দ হয় না।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। এই অপমানজনক কথাবার্তার শাস্তি সহজেই দেওয়া যায়। আর, জেনো মেয়ে, দরকার হ'লে আইন নারীকেও ছাড়ে না।

ক্লেয়াঁত। আচ্ছা, মশাই। এইখানেই ইতি—যথেষ্ট হয়েছে। দয়া ক'রে আপনার কাগজটি দিন তাড়াতাড়ি, ও ভাগুন এখান থেকে।

শ্রীযুক্ত লোআইআল। চলি, আবার যতক্ষণ না দেখা হয়। ঈশ্বর আপনাদের সকলকে আনন্দে রাখুন!

অর্গ। তিনি যেন তোমাকে হতাশ করতে পারেন, আর তোমাকে যিনি পাঠিয়েছেন, তাঁকেও।

পঞ্চম দৃশ্য — অর্গ, ক্লেয়াঁত, মারিয়ান, এলমির, মাদাম পেরনেল, দোরিন, দামিস

অর্গ। কেমন, দেখলেন তো এবার মা, ঠিক বলেছি কি না। বাকীটুকু সম্বন্ধেও আপনার বিশ্বাস হবে, এই সমনটি দেখে। লোকটার ছলনার সত্যাসত্য অবশেষে জানলেন?

মাদাম পেরনেল। একেবারে হতভম্ব হ'য়ে গেছি। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল!

দোরিন। আপনারা অনর্থক রাগ করছেন, ওকে দোষ দিচ্ছেন মিছিমিছি। যা' হ'য়ে গেল, তার দ্বারা তো বরং প্রমাণিতই হ'ল ওর পবিত্র অভিপ্রায়! অন্যের প্রতি প্রেমেই ওর ধর্ম পূর্ণতা পায়। ও যে জানে, পয়সাকড়ি মানুষকে নষ্ট ক'রে দেয়। তাইতো, শুধু করুণার বশবর্তী হ'য়েই, তা' হ'তে আপনাদের বঞ্চিত করতে চায়—যাতে মুক্তির পথে আপনাদের আর কোনো বাধা না থাকে।

অর্গ। আঃ, থামো। ঐ একই কথা তোমায় বলা চাই বার বার।

ক্লেয়াঁত। কী পরামর্শ এখন তোমায় দেওয়া চলে, একটু দেখা যাক।

এলমির। যাও না, খোলাখুলি বল না কেন লোকের কাছে গিয়ে কৃতঘ্ন লোকটার স্পর্ধার কথা। ওর সঙ্গে যে-চুক্তি তোমার হয়, এই ব্যবহারে তা' যে একেবারে অর্থহীন হ'য়ে দাঁড়াল। আর লোকে যখন জানবে ওর এই অমানুষিক কৃতঘ্নতার কথা, হয়তো ওর মনস্কামনা পূর্ণ ততটা হবে না যতটা ও ভাবছে এখন।

ষষ্ঠ দৃশ্য — ভালের, অর্গ, ক্লেয়াঁত, এলমির, মারিয়ান

ভালের। অতি দুঃখের সঙ্গে আপনাকে এক দুঃসংবাদ দিতে এসেছি—আসন্ন বিপদ আমাকে বাধ্য করেছে এখানে আসতে। এক বন্ধু যে আমাকে খুবই ভালোবাসে এবং যে জানে আপনার প্রতি আমার আগ্রহের কথা, সে আমারই জন্যে নিজেকে বিপন্ন ক'রেও একটি সরকারী গোপন সংবাদ আমাকে বে-আইনীভাবে পাঠিয়েছে। সেটি একটি পরোয়ানা, ও তার মর্ম এমন যে এই মুহূর্তে পলায়ন ভিন্ন অন্য গতি আপনার নেই। যে-ঠকটা এতদিন ধ'রে আপনাকে শাসন ক'রে এসেছে, সে আজ ঘণ্টাখানেক আগে গেছে রাজকুমারের কাছে আপনাকে দোষী করতে,

ও তাঁর হাতে শয়তানী ক'রে তুলে দিয়েছে সরকারের চোখে এক ঘোর অপরাধীর একটি মহামূল্য সিন্দুক। ঠকটা এও বলেছে রাজকুমারকে যে আপনি ইচ্ছে ক'রেই অন্যায়ভাবে সরকারের চোখ হ'তে এই গুপ্ত তথ্য-ভরা সিন্দুকটি লুকিয়ে রেখেছিলেন। ঠিক কী দোষটা যে আপনাকে দিয়েছে, জানি না। তবে আদেশ দেওয়া হয়েছে আপনার গ্রেপ্তারের। কিন্তু যে আপনাকে গ্রেপ্তার করবে, সে-ই শুধু এখানে আসছে না—শয়তানটা নিজেও আসছে, দেখতে যাতে আদেশটি ভালো ক'রে পালিত হয়।

ক্লেয়াঁত। দ্যাখো, ওর অধিকারটিকে কীভাবে ন্যায্য ক'রে তুলেছে—এমনি ক'রেই ও তোমাকে ঠকিয়ে তোমারই সম্পত্তির কর্তা হ'তে চায়।

অর্গঁ। মানুষ সত্যিই কী নৃশংস জানোয়ার!

ভালের। এতটুকু দেরীতে এখন সর্বনাশ হ'তে পারে। আপনাকে নিয়ে যাবার জন্যে আমার গাড়ী প্রস্তুত দরজায়, সহস্র মুদ্রাও এনেছি আপনার হাতে দেওয়ার জন্যে। আর এক মুহূর্ত নষ্ট করা নয়—মার আসছে সাংঘাতিক। আর সে-মারকে এড়াতে গেলে পালানো চাই। আপনাকে যথাস্থানে রেখে আসার জন্যে গাড়ী আমি নিজেই চালাব। আমি থাকছিও আপনার সঙ্গে যাত্রার শেষ পর্যন্ত।

অর্গঁ। উঃ, এ-ঋণ তোমার কী ক'রে শোধ করব! প্রতিদানের কথা চিন্তা করার সময় এখন নয়। শুধু প্রার্থনা করি, ভগবান যেন অনুকূল হন যাতে এই মহা উপকারের উপযুক্ত সম্মান একদিন করতে পারি। চলি। তোমরা সবাই একটু দেখো—

ক্লেয়াঁত। তাড়াতাড়ি কর ভাই। যা' দরকার করার, তার সম্বন্ধে আমরা ভেবেচিন্তে এগোব।

সপ্তম দৃশ্য — প্রহরী, তার্ত্যুফ, ভালের, অর্গঁ, এলমির, মারিয়ান, ইত্যাদি

তার্ত্যুফ। ধীরে চলুন, ধীরে—অত তাড়াতাড়ি ছুটবেন না। বেশি দূর যাবার আগেই ঢুকবেন কারাগারে। রাজকুমারের আদেশে আমরা এসেছি আপনাকে গ্রেপ্তার করতে।

অর্গঁ। বদমাশ, এই শেষ চালটাই আমার জন্যে রেখেছিলি তুই—এইতেই

করলি তোর সমস্ত শয়তানীকে জয়যুক্ত, আমারও আনলি সর্বনাশ, পাষণ্ড কোথাকার!

তার্ত্যুফ। আপনার গালাগালিতে আমার কিছুই যায়-আসে না—ঈশ্বরের দয়ায় সবই সহ্য করতে পারি আমি।

ক্লেয়াঁত। সত্যিই, কী অপূর্ব সংযম!

দামিস। তোমার হীনতা স্পর্ধা রাখে ধর্ম নিয়ে তামাসা করার!

তার্ত্যুফ। তোমাদের রাগে আমার ভারী বয়েই গেল—কর্তব্য-পালনই আমার একমাত্র চিন্তা।

মারিয়ান। তা' নিয়ে তো আপনি বড্ড গৌরবের ভান করতেন—কিন্তু এখন যা' করলেন, তাতে আপনার সাধুতা খাসা প্রমাণিত হ'ল।

তার্ত্যুফ। কর্তব্য মহান না হ'য়ে যায় কোথায়, যখন তা' আদিষ্ট তাঁর দ্বারা যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন!

অর্গ। কিন্তু অকৃতজ্ঞ, ভুলে গেলি একদিন কোন দারিদ্র্য হ'তে আমার করুণা তোকে তুলে এনেছিল?

তার্ত্যুফ। ভুলিনি, যত সাহায্য পেয়েছি। কিন্তু রাজার ইষ্টসিদ্ধিই আমার প্রধান কর্তব্য। সেই পবিত্র কর্তব্য চিন্তা করলে আজকের আমার এই রূঢ়তা ঠেকবে ন্যায়সংগত—আর সেই কর্তব্যই সমস্ত কৃতজ্ঞতা আমার মন থেকে মুছে ফেলেছে। সেই কর্তব্যের প্রবল বন্ধনের খাতিরে আমি সবই ত্যাগ করতে পারি—বন্ধু, স্ত্রী, মা-বাবা, এমন কি নিজেকেও।

এলমির। বকধার্মিক!

দোরিন। ধর্মের ছদ্মবেশ প'রে, শ্রদ্ধার দোহাই দিয়ে খাসা ছল নিজেকে বাঁচানোর!

ক্লেয়াঁত। কিন্তু সত্যিই যদি এতই মহান তোমার ঐ আগ্রহ, যা' তোমাকে ঠেলছে আজ, যাতে নিজেকে করছ অলংকৃত, তা' হ'লে এত পরে তা' জাগল কেন—তুমি এঁকে ধরিয়ে দিতে গেলে তখনই যখন তুমি স্বয়ং হাতে-নাতে ধরা পড়েছ ওঁর স্ত্রীর পিছনে ছুটতে গিয়ে, যখন আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্যে উনি বাধ্য হ'য়ে তোমাকে তাড়াচ্ছিলেন বাড়ী থেকে? আর তোমাকে ওঁর সম্পত্তিদানের কথাটা না হয় ছেড়েই দিলাম—প্রসঙ্গ

পালটাতে চাই না। কিন্তু ওঁকে যদি এতবড় অপরাধী ব'লেই আজ প্রমাণ করতে চাও তো কী ক'রে তুমি তখন রাজী হয়েছিলে ওঁর সম্পত্তি গ্রহণ করতে?

তার্ত্যুফ (প্রহরীকে), দেখুন, এই চেঁচামেচি আমার আর সহ্য হচ্ছে না। দয়া ক'রে আপনার আদেশ পালন করুন।

প্রহরী। যথার্থই। এভাবে সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। ব'লে ভালোই করেছেন, এখুনি কর্তব্য সমাধা করা যাক। এবং, তা' পালনের জন্যে এই মুহূর্তে আমাকে অনুসরণ করুন। আপনাকে নিয়ে যাই কারাগারে, যেখানে আপনি বাস করবেন।

তার্ত্যুফ। কী? আমি?

প্রহরী। হ্যাঁ, আপনিই।

তার্ত্যুফ। তো কারাগারে কেন?

প্রহরী। সে-কৈফিয়ত আপনাকে দেব না আমি।
(অর্গঁকে) এই সাংঘাতিক উদ্বেগের পর আপনি একটু আরাম ক'রে বসুন। আমাদের রাজা ছলচাতুরীর পরম শত্রু, তাঁকে কোনো ভণ্ডই ঠকাতে পারে না—এত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তাঁর। তাঁর চিত্ত যত উদার, বিচারশক্তি তত তীক্ষ্ন—সকল ক্ষেত্রে ন্যায়কে জয়যুক্ত তিনি করবেনই। দৃঢ় বিচার জানে না বাড়াবাড়ি, কিছুতেই তিনি অনর্থক প্রশ্রয় দেন না। সজ্জনদের তিনি দেন অমরতার সম্মান, যথার্থ ধর্মাবেগকে জ্বলতে দেন দীপ্ত ভাবে—কোনো অন্ধতার বশবর্তী তিনি নন। সৎ ব্যক্তিদের প্রতি তাঁর চিত্ত যেমন উন্মুক্ত প্রেমে, ভণ্ডদের প্রতি তেমনি ঘৃণা তাঁর। এ-লোকটার সাধ্য নেই তাঁর চোখে ধুলো দেয়—এর চেয়েও সূক্ষ্ম ফাঁদে তিনি কখনো ধরা পড়েননি। একেবারে গোড়া থেকেই, তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পরিষ্কার দেখেছে এর হীন হৃদয়ের সমস্ত আনাচকানাচ। আপনাকে দোষী করতে গিয়ে নিজেরই পতন ডেকে আনল লোকটা—রাজকুমারের পরম সুবিচারের আলোয় ধরা পড়ে গেল অন্য নামের এক কুখ্যাত বদমাশ ব'লে, যে-নামে ও আগে পরিচিত ছিল। লোকটা যে কত অজস্র বদমায়েসি আজ পর্যন্ত করেছে যে তার বর্ণনা দিতে গেলে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বই লিখতে হয়। আপনার প্রতি ওর কৃতঘ্নতা ও ছলনার ব্যাপারে রাজকুমার এক কথায় শুধু জ্ব'লে উঠেছেন, ওর আগের অন্যান্য পাশবিকতার সঙ্গে যুক্ত করেছেন এই শেষ কর্মটি। আর যদি তিনি আজ ওর পিছন-পিছন আমাকে ধাওয়া করিয়েছেন এই পর্যন্ত তো তা'

শুধু দেখার জন্যে, শয়তানটার স্পর্ধার সীমা কতদূর, এবং যাতে আপনিও পান যে-সুবিচার আপনার সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য। আর হ্যাঁ, আপনার এই যে দলিলপত্রাদি, যার কর্তা ব'লে ও নিজেকে চালাতে চায়, তাই দিয়েই যেন পারি আমি এই ঠকটার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে আপনারই চোখের সামনে—রাজা তা-ই চেয়েছেন। তিনি প্রবল শক্তিমান, সেই শক্তির জোরে আপনার এই সম্পত্তিদানের চুক্তিপত্রটিকেও তিনি নাকচ ক'রে দিয়েছেন। আর আপনার বন্ধুর পলায়নের ব্যাপারটা চেপে যে-অপবাধ আপনি করেছেন গোপনে, তার জন্যেও তিনি আপনাকে ক্ষমা করেছেন। তা' তিনি করেছেন ন্যায়ের দিকে দৃষ্টি রেখেই, তাঁর প্রতি আপনার পূর্ব-আনুগত্যের কথা স্মরণ ক'রে। এতে শুধু এ-ই প্রমাণ হয় যে বাইরে থেকে না বোঝা গেলেও তাঁর হৃদয় জানে ভালো কাজের জন্যে কী ক'রে মানুষকে পুরস্কার দিতে হয়। গুণের কদর ক'রে তিনি ছাড়বেনই। যদি কোনো ভালো কাজ একবার কেউ ক'রে থাকে তো তিনি তা' কিছুতেই ভুলবেন না।

দোরিন। জয় ভগবান!

মাদাম পেরনেল। উঃ, এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম!

এলমির। ফলটি হ'ল চমৎকার!

মারিয়ান। কে পেরেছিল ভাবতে?

অর্গ (তার্ত্যুফকে)। এইবার, শয়তান—

ক্লেয়াঁত। থাক ভাই, চুপ কর। ওসব ব'লে মুখ খারাপ আর নাই বা করলে। হতভাগাটাকে ছেড়ে দাও ওর দুঃস্থ নিয়তির হাতে—ওর দুঃখ আর বাড়িও না। বরং কামনা কর আজ যাতে ও ফিরতে পারে ধর্মের পথে, ওর পাপকে ঘৃণা ক'রে জীবনটা শোধরাতে পারে, পারে রাজ-কুমারের করুণা পেয়ে ওর দণ্ডটা একটু কমাতে। আর, তোমার প্রতি এই মধুর ব্যবহারের প্রতিদানে, তুমি যাও এখুনি রাজার কাছে তাঁকে প্রণাম করতে।

অর্গ। সত্যি, ঠিকই বলেছ। তাঁর এই দয়ার জন্যে, যাই তাঁর পায়ে পড়তে আনন্দের আতিশয্যে। পরে, এই প্রথম কর্তব্য একটু সমাধা হ'লে, অন্য এক গভীর কর্তব্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তা' হচ্ছে এক শুভ বিবাহের দ্বারা সম্মানিত করা ভালের-এর প্রেমকে—সেই বিশ্বস্ত, উদারচিত্ত প্রেমিককে।